# ধৃতং প্রেম

ষোড়শ খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব

স্বামী স্বরূপানন্দ রচনাবলী
NAME OF THE BOOK

| SL. NO | BENGALI | ENGLISH | TOTAL VOLUME |
|---|---|---|---|
| 1 | অখণ্ড সংহিতা | AKHANDA SANHITA | 24 |
| 2 | অসংযমের মুলচ্ছেদ | ASAMJAMER MULLOCHED | 1 |
| 3 | আদর্শ ছাত্রজীবন | ADARSHA CHATRA JIBAN | 1 |
| 4 | আত্মঘাঠন ও ব্রহ্মচর্য প্রসঙ্গ | ATMAGATHAN O BRAHMACHARYA | 1 |
| 5 | আপনার জন | APNAR JAN | 1 |
| 6 | আয়ুর্বেদ চিকিৎসা | AYURVEDA CHIKITSA | 1 |
| 7 | বন পাহাড়ের চিঠি | BAN PAHARER CHITHI | 2 |
| 8 | বিধবার জীবন যজ্ঞ | BIDHABAR JIBAN JAGYA | 1 |
| 9 | বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য | BIHAHITER BRAHMACHARYA | 1 |
| 10 | বিবাহিতের জীবন যজ্ঞ | BIBAHITER JIBAN SADHANA | 1 |
| 11 | দিন লিপি | DINA LIPI | 1 |
| 12 | ধৃতঙ্গ প্রেন্যা | DHRITANG PREMNNA | 39 |
| 13 | গুরু | GURU | 1 |
| 14 | তাঁর পবিত্র বাণী | HIS HOLY WORDS | 1 |
| 15 | জীবনের প্রথম প্রভাত | JIBANER PRATHAM PRABHAT | 1 |
| 16 | কর্মের পথে | KARMER PATHE | 1 |
| 17 | কর্ম্ম ভেরী | KARMA VERI | 1 |
| 18 | কুমারীর পবিত্রতা 6 খন্ডে | KUMARIR PABITRATA | 6 |
| 19 | মন্দির | MANDIR | 1 |
| 20 | মধুমল্লার | MADHUMALLAR | 1 |
| 21 | মঙ্গল মুরলী | MANGAL MURALI | 1 |
| 22 | মুর্ছনা | MURCHANA | 1 |
| 23 | নবযুগের নারী | NABAJUGR NARI | 1 |
| 24 | নব বর্ষের বাণী | NABA BARSHER BANI | 1 |
| 25 | পথের সাথী | PATHER SATHI | 1 |
| 26 | পথের সন্ধান | PATHER SANDHAN | 1 |
| 27 | পথের সঞ্চয় | PATHER SANCHOY | 1 |
| 28 | প্রবুদ্ধ যৌবন | PRABUDDHA JOUBAN | 1 |
| 29 | সংযম প্রচারে স্বরূপানন্দ | SAMJAM PRACHARE SWARUPANANDA | 1 |
| 30 | সর্পঘাতের চিকিৎসা | SARPAGHATER CHIKITSA | 1 |
| 31 | সরল ব্রহ্মচর্য | SARAL BRAHMACHARYA | 1 |
| 32 | সংযম সাধনা | SANJAM SADHANA | 1 |
| 33 | স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব | STREE JATITE MATRIBHAB | 1 |
| 34 | সধবার সংযম | SADHABAR SANJAM | 1 |
| 35 | সাধন পথে | SADHAN PATHE | 1 |
| 36 | শান্তির বার্তা 3 খন্ডে | SHANTIR BARATA | 3 |
|  | মোট বহি | TOTAL | 105 |



ওঁ

# ধৃতং প্রেম্না

( ষোড়শ খণ্ড )

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ, ১৩৭০ বাংলা

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬।১৯ এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

মূ[illegible] ]  [ মাশুল স্বতন্ত্র

₹07.00

মুদ্রণ সংখ্যা ১,০০০ এক হাজার

প্রকাশক ঃ— শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

অযাচক আশ্রম।

ডি ৪৬।১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

[ 1964 ]

## পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ—

## অযাচক আশ্রম,

ডি ৪৬।১৯ এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী ( ১ ), উত্তরপ্রদেশ।

### কলিকাতার নিম্নলিখিত লাইব্রেরীসমূহে ঃ—

২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

৩। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

৪। হিন্দুস্থান লাইব্রেরী, ৫৪।৯, কলেজ ষ্ট্রীট,

৫। তারা লাইব্রেরী, ১০৫, আপার চিৎপুর রোড,

৬। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী বুকষ্টল,

দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা



প্রিণ্টার ঃ— শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ডি ৪৬।১৯ এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১

# ষোড়শ খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি ( যাহা ১৩৬৫ হইতে ১৩৭০ সালের "প্রতিধ্বনি"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ) তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার ষোড়শ খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"-তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" প্রথম হইতে পঞ্চদশ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" ষোড়শ খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি—

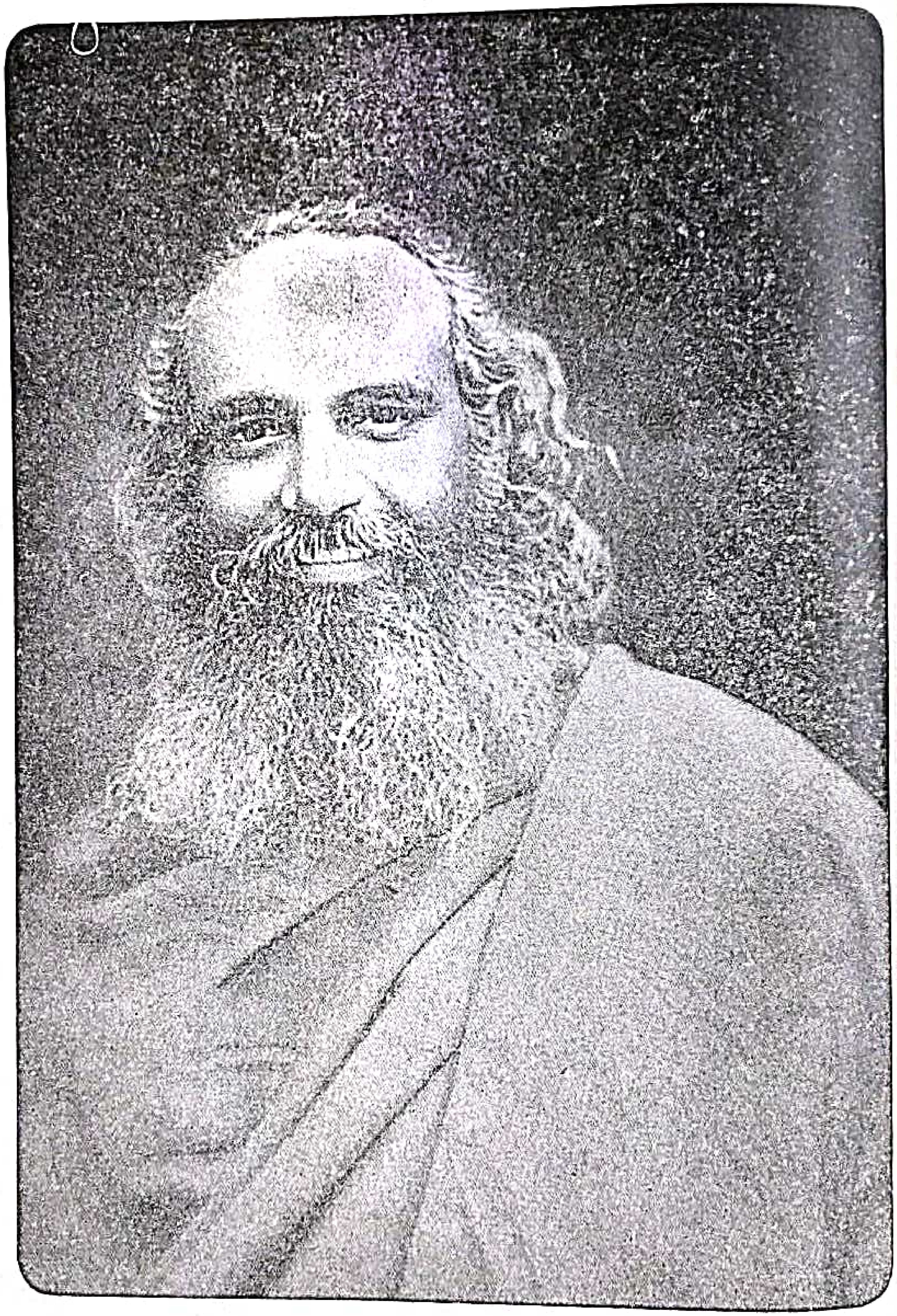
মাঘ, ১৩৭০ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী—১

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়



COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।



ওঁ

# ধৃতং প্রেম্না

[ ষোড়শ খণ্ড ]

( ১ )

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী
২২শে ভাদ্র, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি যে জিদ্ ধরিয়াছ, যতই অবহেলাপরায়ণ বা উদাসীন তোমার প্রিয়জনেরা হউক না কেন, তাহাদিগকে পথে আনিবেই আনিবে, ইহাতে সুখী হইয়াছি। ইহার সহিত আর একটী পণও কর। তাহা এই যে, ইহাদের প্রতিজনের সহস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ইহাদিগকে ভালবাসিতে হইবে। যাহার প্রতি তোমার ভালবাসা নাই, তাহার উপরে তোমার অধিকারও নাই। যাহার প্রতি তোমার প্রেম নাই, সে কোনও অবস্থাতেই তোমার ইচ্ছার অনুগত হইবে না। জগতের সকল ব্যাধির ঔষধ একমাত্র প্রেম। তবে, প্রেম যখন আচরণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া

থাকে, মুখের ভাষাতেই মাত্র আত্মপ্রকাশ করে, তখন সে হয় ক্লীব, নয় বন্ধ্যা। অন্তরের প্রেম জীবনের আচরণের মধ্য দিয়াও প্রকাশিত হওয়া চাই। সমগ্র জীবন কেবল প্রেমেরই সাধনা কর, যে প্রেম কর্ম্ম, জ্ঞান, কর্ত্তব্য এবং জগন্মঙ্গলের সহিত হাতে-হাতে ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ২ )

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী
২২শে ভাদ্র, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শ্রীমান্ রাং-থাং-হার গুরুতর ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। ব্যাপক ভাবে তাহাদের উপজাতির সকল লোকের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা সম্ভব না হইলেও, তাহার নিজের ঐ একটী পরিবারের জন্য এখনই একটা ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমি তোমার নামে অল্প সামান্য দশটী টাকা পাঠাইয়া দিতেছি। ইহাকে মূলধন ধরিয়া তুমি তোমার জেলার প্রত্যেক মণ্ডলী হইতে কিছু কিছু তুলিয়া অবিলম্বে রাং-থাং-হাকে পাঠাইয়া দাও। কোথা হইতে কে কত দিল, তালিকা আমাকে দিও।

তুমি যত দ্রুত পার, রাং-থাং-হাকে নিয়া লুসাই পাহাড় ও কাছাড়ের দুরধিগম্য অঞ্চলে কাজ সুরু করিয়া দাও। লুসাইরা সকলেই খ্রীষ্টান







থাকিবে না এবং চিরকালই খ্রীষ্টান থাকিবে না। পার্ব্বত্য জাতিগুলির অতীত সংস্কৃতি অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া যে-কোনও সময়ে যে-কোনও মতবাদীরা আসিয়া ইহাদের হৃদয় জয় করিতে পারে এবং এই কারণেই ইহারা এত দ্রুত ধর্ম্মান্তরিত হইয়াছে। যাহা হউক, এই কথা মনে রাখিও যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যাহারা মনে শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দ পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মান্তরের আগ্রহ সৃষ্টি করা বৈধ নহে। আমরা কোনও অবস্থাতেই কোনও ধর্ম্মের নিন্দা করিব না।

খ্রীষ্টান লুসাইদের অত্যাচারে লুসাই পর্ব্বত ছাড়িয়া রাং-থাং-হা কাছাড়ের যে পাহাড়ে নূতন বসতি স্থাপন করিল, সেখানে আবার লুসাই পর্ব্বতের খ্রীষ্টানও কিছু আসিয়া গিয়াছে শুনিয়া বিবিধ উদ্বেগ বোধ করিতেছি। তাহারা কি অত্যাচারী হইবে না? আবার তাহাদেরও ত দারিদ্র্য মোচন আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে। আমাদের চক্ষে ত সাম্প্রদায়িকতার সুর্ম্মা লাগান নাই। পৃথিবীব্যাপী একটা ব্যাধিই এখন সব চেয়ে বেশী প্রবল,—তাহা ক্যান্সার নহে, যক্ষ্মা নহে, কলেরা নহে, ম্যালেরিয়া নহে, বুভুক্ষা,—ক্ষুধার তাড়না—চরম দারিদ্র্য আর, পরম মানসিক ও নৈতিক অধোগতি।

এসব ভাবিতে ভাবিতে মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

তোমার নব্বই টাকা মাহিনার চাকুরীটা আর থাকিবে না শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ বাবা, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। সব ঠিক হইয়া যাইবে। জীবে দাও প্রেম আর ঈশ্বরে রাখ ভরসা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ৩ )

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী
২২শে ভাদ্র, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চাকুরী করিতেছ বলিয়া সমবেত উপাসনায় আসিতে পারিবে না, ইহা কি কথা হইল? সপ্তাহে একদিন সমবেত উপাসনা। চাকুরী কর বলিয়া তাহাতে যোগ দিবার সুযোগ হারাইবে? সমবেত উপাসনায় যোগ দিয়া কি আমাকে লাভবান্ করিবে, না, নিজে লাভবান্ হইবে? খ্রীষ্টান ও মুসলমান ত চাকুরী করিয়াও রবিবারে গীর্জ্জায় আর শুক্রবারে জুম্মাঘরে যাইতে বিরত থাকে না! প্রকৃত কথা এই যে, ভগবানের কাজে তোমাদের অনুরাগ অল্প। অথচ বাহিরে ভগবৎ-প্রেমের কতই না অভিনয় কর। সমবেত উপাসনার সময়ে তোমাদের কতজনকে পাশের বাড়ীতে বসিয়া তাসপাশা খেলিতেও দেখা যায়। অন্তর প্রেমহীন হইলেই ইহা হয়। তোমরা আর কতকাল অপ্রেমিক থাকিবে? চাকুরী কর বলিয়া কি তোমাদের পিতৃশ্রাদ্ধ বন্ধ থাকে? চাকুরী কর বলিয়া কি তোমাদের কন্যাবিবাহ বন্ধ থাকে? তোমরা সমবেত উপাসনাকে তাহা অপেক্ষা কম জরুরী বিষয় বলিয়া মনে করিও না। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ







( ৪ )

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী
২৩শে ভাদ্র, ১৩৬০

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার তুচ্ছ একটু কাজের জন্য তুমি তোমার সমগ্র প্রগ্রাম বাতিল করিয়া দিয়া আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিলে, ইহাতে তোমার প্রাণের কি যে প্রেমের পরিচয় পাইলাম, বলিবার নহে। আরও লিখিয়াছ, সপ্তাহে সপ্তাহে আমার জন্য কলিকাতা হইতে খাদ্য বস্তু প্রেরণ করিবে এবং অন্যের সহায়তা না পাও ত নিজেই সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিবে, ইহাতে কি যে গভীর সেবাবুদ্ধি প্রকটিত হইয়াছে, কি বলিব। কিন্তু বাবা, জীবন ভরিয়া অতি তুচ্ছ আহারে শরীর পোষণ করিয়া আসিয়াছি, আজ তাহার অন্যথার জরুরী প্রয়োজনটা কি ঘটিল? এই আশ্রমটী হইতে কম পক্ষে শতাধিক কর্ম্মী কি কেবল এই কারণেই চলিয়া যায় নাই যে, এখানে ভিক্ষার অন্ন নাই বলিয়া মোহান্ত-জন-যোগ্য চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় মিলে না, মিলে অতি সামান্য লোকের প্রাণ-ধারণের উপযোগী সাধারণ ডাল-ভাত? ভারত স্বাধীন হইলে কি হয়, আজও এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক কটিবাসে আর কোটি কোটি লোক অর্দ্ধাশনে থাকে। এই দেশে আমার নিজের খাদ্যের মূল্যমান বাড়াইবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া কি বৈধ? তবে এ শরীর ভগবানের কাজের জন্য, আমার আত্মসুখ-সংসাধনের জন্য নয়।

এই কারণে শরীরকে যথাযোগ্য সুস্থ রাখিতে চেষ্টা করি এবং করিব তোমরা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৫ )

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

২৩শে ভাদ্র, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যাহারা একই গুরুর নিকটে একই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য অতীব গভীর। কেহই যাহাতে পথভ্রষ্ট না হইতে পারে, প্রতি জনেই যাহাতে নিজ নিজ গুরুদত্ত সাধনে সর্ব্বশক্তি লইয়া লাগিয়া থাকে, একজনেও যেন সর্ব্বজীবের প্রতি নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হয়, তদ্বিষয়ে এক গুরুভাই অপর গুরুভাইয়ের, এক গুরুভগিনী অপর গুরুভগিনীর সদাসতর্ক প্রহরীর কাজ করিবে। পরস্পরের কুশলের জন্য ইহা প্রয়োজন। আর, ইহাতে শৈথিল্য না থাকিলে তোমাদের আদর্শ ও অনুশীলন জগতে অপরাজেয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া থাকিবে।

মনে কখনও ভিন্ন সংঘ বা সম্প্রদায়ের প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ রাখিবে না, কিন্তু তাই বলিয়া নিজেদের মতপথ সম্পর্কে শ্রদ্ধাকেও কমিতে দিবে না। নিজের মতপথের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়াইতে গিয়া যদি ভিন্ন







সম্প্রদায়ের প্রতি বিরোধ করিতে হয়, তবে এমন শ্রদ্ধা আত্মনাশকর। আবার অপরের মতপথের প্রতি সহিষ্ণু, সমদর্শী, উদার ভাব পোষণ করিতে গিয়া যদি নিজ মতপথ সম্পর্কে শ্রদ্ধাচ্যুত হইতে হয়, তবে তাহাও সর্ব্বনাশকর। দুইটী বিপরীত অবস্থার মধ্যপথ ধরিয়া চলিবে। নিজের মতে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা কোনও অবস্থায়ই কমিতে দিবে না, অপরের মতের প্রতি বিদ্বেষ, বিরোধ, সংঘর্ষবুদ্ধি ও অনুদারতা অন্তরে প্রবেশ করিতে দিবে না। আমাদের আদর্শ সমন্বয়ের আদর্শ। অর্থাৎ সকল মতকে একটী পরম সত্যে বিধৃত জানিয়া সেই পরম সত্যের প্রতি আনুগত্যের আদর্শ, সেই পরম সত্যের সাধনায় জীবনোৎসর্গের আদর্শ, সেই পরম সত্যকে সর্ব্বজীবের করতলগত করাইবার প্রয়াসে বিশ্বদুঃখ বরণের আদর্শ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৬ )

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

২৩শে ভাদ্র, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি আবার নিয়মিত সমবেত উপাসনায় যাইতেছ শুনিয়া তোমার প্রতি আমার স্নেহের সাগর উথলিয়া উঠিয়াছে। সমবেত উপাসনায় যে যোগদান করে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে আমারই সহিত সাধনে বসে। ইহা তাহার পক্ষে যেমন লাভজনক, আমার পক্ষে তেমন প্রীতিজনক।

আমার সাধন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, অনেক সাধন করিয়া সাধক-বরিষ্ঠেরা যাহা পাইয়াছেন, সাধন না করিয়া মাত্র ঈশ্বরের কৃপায় আমি তাহা পাইয়া কত কৃতার্থ হইয়াছি। আমার আর কিছু পাইবার বা চাহিবার নাই। তবু আমি সাধনে বসি। তাহা কেবল তোমাদেরই জন্য। তোমাদের সহিত সমসাধক হইয়া তোমাদের লইয়া সাধনে বসিলে তোমরা আমার সবকিছু পৈত্রিক সম্পদ রূপে সহজে ও অল্পায়াসে পাইয়া যাইবে। তোমাদের সকলের এই অসামান্য লাভের দিকে তাকাইয়াই আমি তোমাদের পূজ্য বিগ্রহ হইতে না চাহিয়া তোমাদের সমসাধক হইয়াছি, তোমাদের নিত্যসাথী সাজিয়াছি। তোমরা আমার অন্তরের এই গভীর আবেগকে প্রেমবলে অনুভব করিতে চেষ্টা করিও। যে অপ্রেমিক, অন্ধ এবং অজ্ঞান, তাহার কাছে বুঝাবুঝির কি প্রত্যাশা করিব?

তোমাদের সমবেত উপাসনা নিখিল বিশ্বের হিতের জন্য, কেবল তোমার তৃপ্তির বা আমার আনন্দের জন্য নহে। এই কথাটী মনে রাখিয়া তোমরা সর্ব্বপ্রকার তুচ্ছ সঙ্কীর্ণতা মন হইতে দূর করিয়া দিয়া সমবেত উপাসনাতে ব্রতী হইবে। তোমার প্রত্যেকটী ভ্রাতা ও ভগিনীর ভিতরে এই ভাব সঞ্চারিত কর যে, সমবেত উপাসনা একটা প্রথামাত্রের দাসত্ব নহে, সমগ্র বিশ্বের সম্পর্কে ইহা প্রেমের সাধনা। প্রতিটী ভাই-বোন্‌কে আগ্রহী ও উদ্যমী করিয়া তোল, যাহা একাগ্র সাধকমাত্রের পক্ষে নিতান্তই সুসম্ভব। সকলকে সমবেত উপাসনায় ডাক, কাহাকেও বাদ দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**







( ৭ )

হরিওঁ

পুপুন্‌কী
২৩শে ভাদ্র, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ফুসফুসে যতক্ষণ নিঃশ্বাস আছে, হৃৎপিণ্ডে যতক্ষণ স্পন্দন আছে, ইন্দ্রিয়গুলিতে যতক্ষণ কর্ম্মক্ষমতা আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দিবারাত্রি সর্ব্বক্ষণ কেবল ভগবানেরই কাজ করিয়া যাইব, নিজের সুখের পানে নয়, যশ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠার দিকে নয়, একমাত্র ভগবচ্চরণেই দৃষ্টি রাখিব।

ভাল লাগে আমার এই সঙ্কল্পের কথা শুনিতে? লাগিলে তোমরাও প্রতি জনে এই সঙ্কল্প কর। তোমরা প্রতি জনে হাজার জনকে এই সঙ্কল্পে দীক্ষিত কর। সেই হাজার জন আবার আরও দশ লক্ষ লোককে এই সঙ্কল্পে আরূঢ় করুক। এস আমরা মেরুহীন জপমালার ন্যায় অবিরাম অবিশ্রাম এই কাজই করিয়া যাইতে থাকি।

ভগবান তোমাকে দয়া করিয়া নূতন স্থানে বদলী করিয়াছেন। এখানে তুমি অনেক ভাই, অনেক বোন্‌, অনেক বন্ধু পাইয়াছ। পূর্ব্বতর স্থানে একজনও ছিল না। এই হিসাবে তুমি বড়ই ভাগ্যবান্‌। তোমার ভাগ্যকে আমরা হাজার তারিফ করিব, যদি দেখি যে, তোমার একাগ্র চেষ্টার ফলে তোমার উদাসীন ভ্রাতা-ভগিনীরা জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজে আগ্রহী হইয়াছে, অবহেলা-পরায়ণেরা দায়িত্ব-সম্পন্ন হইয়াছে, অলসেরা শ্রমসাধ্য কাজে হাত দিয়াছে, আত্ম-অবিশ্বাসীরা আত্মশ্রদ্ধী



COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

হইয়াছে। আমি চাহি, তুমি তোমার নূতন স্থানে অবস্থানের কালটুকুর প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার এভাবে কর।

আর এক কথা। তরুণদের মধ্যে প্রবেশ করা দরকার। শুধু আমার ব্রহ্মচর্য্য-সাহিত্যের সহিত তাহাদের চোখের পরিচয়টুকু যদি করাইয়া দিতে পার, তবেই অনেক কাজ করিলে। আমার ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার আমাকে প্রচার করিবার জন্য নহে, উহা দুর্ব্বলকে সবল, ভীরুকে সাহসী, অবসন্নকে উৎসাহী এবং আত্মনাশকারীকে আত্মশ্রদ্ধী করিবার জন্য। নিঃসঙ্কোচে তোমরা তরুণদের মধ্যে কাজে লাগিয়া যাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৮ )

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী

২৩শে ভাদ্র, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

রোগে জর্জ্জরিত হইয়াছ, কিন্তু ভগবানের নামটী ভোল নাই। জীবনের আশা পরিহার করিয়াছ, তবু নামে নিষ্ঠা তোমার কমে নাই। তোমার মতন ভাগ্যবান জগতে কে আছে? রোগ-শোক মনুষ্যের দেহ-মনে স্বাভাবিক। কিন্তু তার মধ্যেই প্রতিজনে তোমার মতন অটল ভগবদ্বিশ্বাস নিয়া চলুক, এইটুকুই চাই। অবিশ্বাসীরা ভুবন ভরিয়া দিয়াছে, বিশ্বাসীরা সুদূর কোণে লুকাইয়া রহিয়াছে। লক্ষ লোকের মাঝখানে ঐ একটী দুইটী প্রেমিক-মানিক সকল জীবের সেরা।







ইহাদেরই মনুষ্যজন্ম সার্থক। অন্যেরা কেবল জন্মিয়াছিল মরিয়া যাইবারই জন্য।

তুমি মনে কোনও আক্ষেপ রাখিও না। ভগবান তোমার প্রতিটি প্রার্থনা পূরণ করিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৯ )

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী

২৩শে ভাদ্র, ১৩৬৯

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অকৃতকার্য্যতা অনিবার্য্য জানিয়া তোমার ভাই ও বোন্ পরীক্ষার হলে সাদা খাতা জমা দিয়া আসিল আর, ফল বাহির হইলে দেখা গেল, দুজনেই পাশ করিয়াছে আর, তাহা করিয়াছে কেবল আমার আশীর্ব্বাদের জোরে, তোমার এই সরল বিশ্বাস দেখিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু এই কথা এভাবে প্রচারিত হইতে থাকিলে ত মা দুনিয়ার সব ছেলে-মেয়েই কেবল ব্ল্যাঙ্ক পেপার সাবমিট করিতে সুরু করিবে। তাহারাও পাশ করিবে কি?

সত্য হইলেও এমন ঘটনার প্রচার করিতে নাই, যাহা শুনিলে মানুষের মনের পুরুষকার খর্ব্ব হইয়া যায়, অদৃষ্টে নির্ভর বাড়ে। দৈববলে পরীক্ষা পাশ না করিয়া নিজের অধ্যয়নের বলে পাশ করাই ভাল।

তোমার ছেলেকে আমি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি যেন সে কৃতকার্য্য হয়, যেন তাহার জীবন সাফল্যের গৌরবে উজ্জ্বল হয়। তবু তুমি তাহাকে লেখাপড়ার দিকে তীব্র মনোযোগ প্রদান করিতে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ১০ )

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

২৪শে ভাদ্র, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

পূর্ব্বে তোমাকে লিখিয়াছিলাম, পুপুন্‌কী উৎসবের ১০ দিন আগে আসিবে, ১৫ দিন আগে নয়। অদ্য লিখিতেছি, মাত্র ৫ দিন আগে আসিবে। কারণ আমি পীড়িত হইয়া ডাক্তার দেখাইবার জন্য কলিকাতা যাইতেছি। ফিরিয়া আসার তারিখ অনিশ্চিত।

তুমি তোমার স্থানে সংগঠন-কাজ পূর্ণ উদ্যমে চালাও। পুপুন্‌কী হইতে ফিরিয়া গিয়াও সেই কাজেই লাগিবে। তুমি যেভাবে সংগঠন করিতেছ, তাহার ফলাফল বুঝিয়া এই পন্থাটীকে আমরা অন্যান্য স্থানের জন্য চালু করিব বা একেবারে বাতিল করিব। বর্দ্ধমানে সামূহিক শক্তির উপরে নির্ভর করিয়া এক ঢংয়ে সংগঠন চলিয়াছিল। কাজ ভাল হয় নাই, আমি তৃপ্ত হইতে পারি নাই। কাজের লোকেরা কাজ বুঝিল না,





স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কতকগুলি অসম্পূর্ণতা ও ভুলত্রুটির প্রশ্রয় দিল, অন্যেরা সময় পাইল না বলিয়া কাজ করিল না। তাহারা মনে করিয়াছে যে, খুব কাজ করিয়াছে। কিন্তু আমি কাজটাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অবস্থায় দেখিলাম না। এমন হইতে পারে যে, ঐ বর্দ্ধমানেই তোমাকে নিয়া কয়েক মাসের জন্য ফেলিতে পারি।

পত্রগুলি ছোট করিয়া লিখিও। শ্রমের যে স্তর চলিয়াছে, তাতে দীর্ঘ পত্র পড়িবার অবকাশ নাই। যে সহরে এখন কাজ করিতেছ, এখানে ইহার পরে জীবনেও তোমার দ্বিতীয় বার না আসিতে হইতে পারে। সুতরাং জন্মের মত জিদ্ করিয়া কাজ করিয়া যাও।

পূর্ব্ববঙ্গে কাজ করিতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাশা করা যাইত, পশ্চিমবঙ্গে তাহার আশা করিও না। পূর্ব্ববঙ্গ ভাঙ্গিয়া আসিয়া পশ্চিম-বঙ্গে বসতি করিলেও ইহাদের সকলের ভিতরে পূর্ব্ববঙ্গীয় আতিথেয়তা নানা অবস্থার তাড়নে অটুট নাই বা থাকিতে পারে না। তাই, কাজ করিবে এবং কোনও আতিথেয়তা পাইবে না, এইরূপ হিসাব করিয়া নিয়াই প্রতিস্থানে পদবিক্ষেপ করিতে হইবে। অনেক আশা লইয়াও নহে, নিরাশ হতাশ হতোদ্যম হইয়াও নহে, দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কাজ করিতে হইবে। অকাজের লোককে কাজের কাজী করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কেহ যদি তোমাকে সহায়তা না করে, তবে জানিবে, ইহা তোমার ত্রুটি। তুমি অকাজের লোককে কাজের লোক, অনাত্মীয়কে আত্মীয়, দূরবর্ত্তীকে নিকট বন্ধু করিতে পারিয়া ওঠ নাই। অন্যে কাজ করে না বলিয়া অভিযোগ নহে, অন্যকে কাজে প্রবৃত্ত করাইতে পার নাই বলিয়া আত্মদৃষ্টি প্রয়োজন।





COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

যাজ্ঞা নাই বলিয়াই আমাদের আশ্রম গরীব। আশ্রমের প্রতিটি কর্ম্মী দৈনিক আঠারো-বিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বপ্রকার হিতকার্য্যের অর্থ অর্জ্জন করে। তোমাকে তোমার খোরাকীর টাকা পাঠাইতে দেরী হইলে জানিবে যে, বারাণসীতে স্নেহময়েরও উনানে হাঁড়ি চড়াইতে কষ্টের একশেষ হইতেছে। সুতরাং তোমার খরচের টাকা বিলম্বে গেলে বিরক্ত হইও না। একটা উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন হইয়াছে, যাহাতে তুমি যদি ভ্রাম্যমাণ ভাবেই কাজ করিতে থাক, তাহা হইলে পথে পথেই তোমার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থটা তোমার হাতে আসিয়া যায়। উপায়টা কি হইতে পারে, কয়েকদিন ধরিয়া ভাবিতেছি।

লালমোহনকে পাহাড়ে পাঠাই, প্রতিবার অনেক টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু কাজ করিতে করিতে সে দুরূহ ব্যাপারটাকে ক্রমশঃ সহজ হইবার পথে টানিয়া আনিয়াছে। ইহাতে আপনাআপনি ঐশ্বরিক দাক্ষিণ্য আসিবার উপক্রম হইতেছে। ইহা যদি না হইত, তাহা হইলে লাল-মোহনকে বারংবার দুর্গম স্থানগুলিতে পাঠাইতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।

মানুষের স্বাভাবিক দাক্ষিণ্যকে অহঙ্কৃত হইয়া উপেক্ষা করা ভুল। তাহাতে ভগবানের দয়ার প্রতি অসম্মান করা হয়। মানুষের কাছে যাচক হইয়া হাত পাতাও ভুল। কারণ, তাহাতে ভগবদ্দত্ত আত্ম-শক্তিকে অবমানন৷ করা হয়। দুইটী ভুলই বর্জ্জন করিয়া মধ্যপথে থাকিতে চেষ্টা করিও।

একবার আমরা দুর্গাপুর ঘুরিয়া আসি। তোমার এতদিনের শ্রম মানুষের মনের কোন্ স্তরে সাড়া দিয়াছে, বুঝিয়া লই। তারপরে এই জাতীয় কাজের গতি দুর্ব্বার অথবা রুদ্ধ করিব। তুমি এখন অন্য কোনও





স্থানেই যাইও না। নিজ কর্ম্মস্থল ত্যাগ করিও না। বিক্ষিপ্ত প্রয়াসের অপেক্ষা একাগ্র অভিনিবেশ অধিকতর লাভজনক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ১১ )

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

২৪শে ভাদ্র, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এই সঙ্গে একটী অল্পবয়স্ক স্কুলের ছাত্রের নিকট লিখিত পত্র পাঠাইলাম। পাঠ করিয়া যথাপাত্রে দিবে। তরুণদের ভিতরে তোমাদের সকলের মিলিত হইয়া যুগপৎ কাজ আরম্ভ করা দরকার। ইহাদের যদি রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র জাতি রক্ষা পাইয়া যাইবে। তোমাদের ওখানেই তোমাদের দুই জন বর্ষীয়ান্ শিক্ষক-গুরুভাই আছে, যাহারা তাহাদের তরুণ কৈশোরে আমার সংস্রবে আসিয়াছিল। আমি তাহাদিগকে গুরুপূজা করিতে শিখাই নাই, শিখাইয়াছিলাম ব্রহ্মচর্য্য-পালন। তাহাদের দুইজন সহ তোমরা সকলে তোমাদের সহরটার প্রত্যেকটা বিদ্যালয়ের কিশোর ছাত্রদের মধ্যে আমার সেই চিন্তা ও আদর্শ প্রচার করিতে অবিলম্বে লাগিয়া যাও। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ১২ )

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

২৪শে ভাদ্র, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কয়েক মাস আগে তুমি যখন আমাকে পত্র লিখিয়াছিলে যে, তোমার উপরিস্থ রাজকর্ম্মচারী তোমাকে বড়ই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তখনই আমার মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, এবার তুমি নিশ্চয় একটা বিপদে পড়িবে। তোমাকে স্নেহ দেখাইয়া তোমার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়া তিনি এখন তোমাকে কতকগুলি টাকার-মাল জিনিষের তছরূপে ফেলিয়াছেন। ভারত স্বাধীন হইয়াছে কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে সাধু লোকের সংখ্যাধিক্য ঘটে নাই, বরং সম্ভবতঃ তাহার বিপরীত ব্যাপার ঘটিয়াছে। তুমি মায়াবীর মায়ার ফাঁদে পা দিলে কেন?

যাহা হউক, রাগ করিয়া চাকুরী ছাড়িয়া দিও না। এই কাজেই লাগিয়া থাক এবং তোমার যোগ্যতা তোমাকে উন্নতির পথে নেয় কিনা, তাহার একটা চরম পরীক্ষা নাও। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যেখানে চুরি, জুয়াচুরি খলতা, প্রতারণা আর পাপ, সেখানে সৎলোকের উন্নতির সম্ভাবনা বিরল। কিন্তু তাই বলিয়া সৎলোকেরা কদাচ অসৎ পথের আশ্রয় নিতে পারে না। তুমি নিজে সৎ থাকিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যাও। ইহার ফলে ভগবান তোমাকে যত দুঃখ, কষ্ট,







নির্য্যাতনই দিন না কেন, তাহা তুমি তাঁহার আশীর্ব্বাদ বলিয়া জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

( ১৩ )

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

২৪শে ভাদ্র, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ওখানে প্রত্যেক রবিবারে সমবেত উপাসনা হয় শুনিয়া সুখী হইলাম। মণ্ডলী থাকিবে অথচ সমবেত উপাসনা হইবে না, ইহা অন্যায়। তোমাদের মণ্ডলী নূতন এবং ছোট হইলেও সমবেত উপাসনা হইতেছে, ইহা আনন্দজনক সংবাদ। কিন্তু কোনও উপাসনাতে বেশ কয়েকজন আসিল, কোনও উপাসনাতে একজনও আসিল না, তোমাকে একা একা উপাসনা শেষ করিতে হয়, এই সংবাদটী ত সুন্দর নয়। সপ্তাহে ত মাত্র একটী দিন। একটী দিনেরও ত মাত্র নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টা দেড়েক সময়। তাহাতে যোগদানের ইহাদের সময় হয় না? আশ্চর্য্য!

খ্রীষ্টান সমাজে এইরূপ আচরণ নিন্দনীয়, মুসলমান সমাজে ইহা কঠোর শাসনের যোগ্য, আর তোমাদের সমাজেই ইহা উপেক্ষার ব্যাপার হইবে? কখনও না। আমার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে প্রত্যেককে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগ দিবার চেষ্টা করিতে

হইবে। ব্যক্তিগত উপাসনা নিজের ঘরে বসিয়া প্রত্যেকে খুশীমতন কর, তাতে কাহার কোন্ আপত্তি?

আর কেহ না আসিলেও তুমি যে একাই সমবেত উপাসনার কাজ চালাইয়া যাইতেছ, তোমার এই নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার প্রশংসা করি। তবে মনে রাখিও, তুমি সেখানে একা নও। সমবেত উপাসনার আসরে আমার জন্যও একটুকু আসন রাখিতে হয়। বিশ্বাস করিও, উপাসনার সময়ে আমি সেই আসনে গিয়া বসি এবং তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া ভগবানের বন্দনা-গীতি গাহি। অনন্তকাল আমি এভাবে তোমাদের মধ্যে রহিব এবং তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইব। আজ তুমি একাই উপাসনা করিতে বাধ্য হইতে পার, লাগিয়া থাকিলে দুদিন পরে দেখিবে, ঘরে লোকের জায়গা দিতে পারিতেছ না, এত ভিড়। সুতরাং লাগিয়া থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ১৪ )

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

১০ই আশ্বিন, ১৩৬৯

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পর পর তোমার দুইখানা পত্র পাইয়াছি। অত দূর হইতে কি করিয়া তুমি আমার এত নিকট হইয়া গেলে, ভাবিয়া মুগ্ধ হইতেছি।





তোমার উপরে পরমেশ্বরের কৃপা আছে, নতুবা এমন করিয়া মৌনব্রত পালন করিতে পারিতে না।

আমার সঙ্গে যতদিন তোমার সাক্ষাৎকার না ঘটিবে, ততদিন মৌনভঙ্গ করিবে না লিখিয়াছ। এমন পণ করিও না মা। কারণ, তোমাদের অঞ্চলে যাইতে আমার দেরী হওয়া বিচিত্র নহে। যতদিন মৌন ভাল লাগিবে, ততদিন তাহা পালন কর। ভাল না লাগিলে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে মৌনভঙ্গ করিও।

মৌনী থাকায় বড় আনন্দ। সে আনন্দ যে আস্বাদন করে নাই, তার পক্ষে অনুমান করিয়া বুঝা কঠিন। পুণ্যকার্য্য আনন্দজনক ভাবেই করা ভাল। দুরন্ত নাগপাশের মত মনে হইলে মৌন না রাখাই ভাল।

মৌনব্রত পালনের কালে নিজেকে যতটা সম্ভব সংসারী ব্যাপার হইতে বিযুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিতে হয়। একদিকে মৌন নিলাম, অন্যদিকে মামলা-মোকদ্দমা, ব্যবসা-বাণিজ্য আদি নানারূপ প্রপঞ্চে আবদ্ধ হইতে থাকিলাম, ইহা আদর্শ মৌনব্রতীর আচরণ নহে।

মৌনব্রতীর নিরহঙ্কার, নিরভিমান, প্রতিষ্ঠালিপ্সা-বর্জ্জিত হইতে হয়। একদিকে মৌন পালন করিলাম, অন্য দিকে মৌনকে উপলক্ষ্য করিয়া লোকসমাজে নিজের যশঃ-প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য চেষ্টিত হইলাম, ইহাও আদর্শ মৌনব্রতীর আচরণ নহে।

মৌন পালনের কালে সত্যাচরণ ও সত্যচিন্তন প্রয়োজন, আত্মার উৎকর্ষবিধায়ক সদ্‌গ্রন্থ পাঠ আবশ্যক। মৌনকে মনের একাগ্রতা বর্দ্ধনের কাজে লাগাইতে হইবে, তবেই মৌন সার্থক।

আমার উপদেশগুলি তোমার ভাল লাগে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। তোমার জীবন প্রেমময়, মধুময়, আনন্দময় হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ১৫ )

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

১১ই আশ্বিন, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পূর্ব্ববঙ্গের নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তোমরা যে পাঁচ ছয় মাইল দূর হইতে দুই চারিজন করিয়া গুরুভাই মিলিত হইয়া মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে সমবেত উপাসনাকে অনুশীলনের মধ্যে রাখিয়াছ, ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। তোমাদের এই নিষ্ঠার পুরস্কার পরমেশ্বর নিজ হাতে দিবেন। আমি তোমাদিগকে আমার অকুণ্ঠ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছি।

মানুষ মাত্রেই নূতনত্বের প্রতি একটু বিদ্বেষপরায়ণ থাকে, বিশেষতঃ সেই নূতনত্বের সহিত যদি প্রচলিত কুসংস্কার, কদাচার ও ক্ষতিকর প্রথার কোনও আপোষ না থাকে। আমরা ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার হইতে দিব না, ইহাতে তোমাদের অঞ্চলের ধর্ম্মব্যবসায়ীদের গুরুত্ব কমিয়া যায়; আমরা একজনকেই সর্ব্বসম্প্রদায়ের ঈশ্বর বলিয়া জানি, ইহাতে সম্প্রদায়-সর্ব্বস্ব গোঁড়াদের কাহারও বা অন্ধ অবতার-বাদ আহত হয়, কাহারও বা "আমাদের পথ ছাড়া আর সকলের পথ নরকের রাস্তা





মাত্র" এই জাতীয় অলাভজনক নিষ্ঠা দুর্ব্বল হয়। সুতরাং ইহাদের ধর্ম্মোপদেষ্টারা আমাদের প্রতি বিরুদ্ধতা করিবেনই। এই বিরুদ্ধতাকে প্রয়োজনীয় বলিয়া জ্ঞান করিয়া সদা-সন্তুষ্ট চিত্তে নিজেদের কাজ নিজেরা করিয়া যাও। অপরকে খাটো করিবার তোমাদের প্রয়োজন নাই, কিন্তু বিবেকের কাছে নিজেদের শির নিয়ত উন্নত থাকা চাই। নিজের কাছে নিজে কখনো ছোট হইয়া যাইও না।

স্বাস্থ্যহীন হইয়াছ? চিন্তার শক্তিতে স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার কর। নিজে প্রতিক্ষণ জগতের কল্যাণের জন্য তৈরী হইতেছ, বিশ্বজগতের কুশল তোমার আপ্রাণ কামনা,—এই ধ্যানে মন লাগাও। একমাত্র জগন্মঙ্গল-প্রার্থনার দ্বারা শত প্রকারের রোগারোগ্য হইতে পারে। আমি তোমাদিগকে জগন্মঙ্গলেরই দীক্ষা দিয়াছি, যেই দীক্ষা আমার পূর্ব্বে পৃথিবীর অন্য কোনও আচার্য্য দেন নাই। তোমরা তোমাদের জগন্মঙ্গল-চিন্তার মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডে অতুলনীয় হও।

দেহ জগতের কল্যাণের জন্যই পাইয়াছ, আত্মসুখের জন্য নহে। জগতের কল্যাণে দেহকে নিরন্তর মনে মনে উৎসর্গ করিতে করিতে দেহের প্রতিটি অনুপরমাণুতে এক দৈবী শক্তির সঞ্চার ঘটিবে, যাহার ফলে বিনা উদ্বেগে এবং আপনা আপনি একটীর পর একটী করিয়া রোগ সারিতে থাকিবে। ভগবানের নামে যে রোগ সারে, তাহারও কারণ ইহা। অকপট ভক্তি-বিশ্বাস ও অনুরাগ সহকারে ভগবানের নাম করিতে করিতে দেহ-মন জগৎকল্যাণে উন্মুখ হয়। সমগ্র জগতের সহিত যেইখানে তোমার মিল, ঠিক সেইখানেই তোমার আরোগ্য।

এই চিকিৎসা-প্রণালীর আমিই প্রথম আবিষ্কারক নহি কিন্তু এই




COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

যুগে আমিই ইহার প্রথম প্রচারক এবং সুস্পষ্ট প্রবর্ত্তক। এই জন্যই তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত একক মুক্তির জন্য দীক্ষা আমি দেই নাই, দিয়াছি জগন্মঙ্গলের দীক্ষা।

তোমরা আমার সন্তান। তোমরা জীবনের প্রতিটি আচরণে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা পাও যে, দীক্ষার ঘরে সত্যই তোমাদের নবজন্ম হইয়াছিল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ১৬ )

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

১১ই আশ্বিন, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গ্রামে গ্রামে মণ্ডলী স্থাপন কর, পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা কর। ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামির বাহার বাড়াইবার জন্য নহে, সর্ব্বমানবের সহিত সর্ব্বমানবের প্রেমসম্বন্ধের ব্যাপক বন্ধন সৃষ্টি করিবার জন্যই ইহা প্রয়োজন। আমি অবতার হইতে চাহি না, অবতার হওয়াটাকে আমি খুব ছোট রকমের একটা ব্যাপার বলিয়া মনে করি। সর্ব্বসাধারণের সমান হইয়া সকলের মনে, প্রাণে, চিত্তে, দেহে, আত্মায় এবং অস্তিত্বে আমি এমন করিয়া মিশিয়া যাইতে চাহি যেন, আমার শাশ্বত বিরাজমানতার কথা কাহাকেও চিন্তা করিয়া বুঝিতে না হয়। নিঃশ্বাস বায়ু যেমন মানুষমাত্রেরই পক্ষে অতি সহজে গ্রহণীয় এবং ইহা সহজে গ্রহণীয় না হইলেই





বিপদ, গুরু বা মহাপুরুষকে আমি তেমন বিবেচনা করি। সহজ সরল স্বাভাবিক অনাড়ম্বর স্বত-আপন মানুষটাই প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় মানুষ,—অবতার বা পরমেশ্বরের স্থলাভিষিক্ত কোনও বিশেষ পুরুষ নহেন। অবতার-বাদে আচ্ছন্ন এই দেশে এই সহজ সত্যটা বুঝিবার লোক নাই। যে-কোনও প্রকারে একজন কাউকে অবতার দাঁড় করাইতে পারিলেই এদেশে ধর্ম্মের কারবারটা একটু দ্রুত ফলাও রকমে চলিয়া থাকে। লোক-মনস্তত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই জন্যই অবতার-বাদকে লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপের শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে বাছিয়া লইয়াছেন। সে পথ তোমাদের নহে। মণ্ডলী স্থাপন করিবে আমাকে অবতার রূপে প্রতিষ্ঠার জন্য নহে, কোটি কোটি অনাগত মানবকুলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমি শাশ্বত কাল মানব-মুক্তির গান গাহিব, কেবল এই জন্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ১৭ )

পুপুন্‌কী

হরিওঁ

১১ই আশ্বিন, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ধনীর ঘরের আদরের দুলাল নানা সাংসারিক বিপর্য্যয়ে পড়িয়া অতি তুচ্ছ একটা চাকুরী নিয়া ভিন্নভাষাভাষী এক রাজ্যে গিয়াছ জীবিকার অন্বেষণে। কখনো হতাশ হইও না। ঈশ্বরে বিশ্বাস

রাখিও। কোনও অবস্থাতেই নিজেকে নিজের কাছে ছোট হইতে দিও না। নীচ, হীন, জঘন্য চরিত্রের লোকের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিও। মানুষমাত্রেরই প্রতি ভদ্র হইও। যাহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র এবং ভগবদ্বিশ্বাসে উন্নত, সর্ব্বদা তাঁহাদের সংসর্গে থাকিও। ইহাই তোমার উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ১৮ )

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

১৪ই আশ্বিন, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পর পর তোমার দুইখানা পত্রে তোমার সাম্প্রতিক আর্থিক ক্ষতির সংবাদ অবগত হইয়াছি। এই সময়ে এইরূপ ক্ষতি অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক, কিন্তু তুমি তাহার জন্য মনকে বিন্দুমাত্র দুর্ব্বল হইতে দিও না। তোমার সমস্ত ক্ষতি ভগবান্ অকল্পনীয় ভাবে পূরণ করিয়া দিবেন, কারণ তুমি ভগবানে মন সমর্পণ করিয়াছ।

মোর আঙিনায় আশ্রয় নিল যারা,
শত বিপদেও ভুলিবে না মোরে,—
হইবে না পথ-হারা॥
তাহাদেরে আমি টেনে তুলে নিব,
সকল ক্ষতির পূরণ করিব,





মাটি থেকে তুলে বক্ষে ধরিব,
করিব না কাছ-ছাড়া,
বরষিব সারা দেহ-মন-প্রাণে
স্নেহের অমৃত-ধারা॥

তাহাদেরে আমি ইহপরলোকে
তৃপ্তি করিব দান,
জীবনে তাদের আলোকে পুলকে
বহাব প্রেমের বান,
এমনি দিব রে টান,
চূর্ণ হইবে, জীর্ণ হইবে অসত্য অজ্ঞান,
জাগিয়া উঠিবে প্রাণ,
জাগিবে মধুর গান,
নিখিল বিশ্বে সবারে লইয়া
হবে সবে মাতোয়ারা॥

ক্ষয়-ক্ষতি আর ক্ষুদ্র অভাবে
দিস্‌নারে তুই মন,
আমি চিরকাল দিয়ে যাব তোরে
কোটি অমূল্য ধন;
ভুলিস্ না তুই কে তোর আপন,
কে যে তোর ধ্রুবতারা॥

নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ





COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

( ১৯ )

হরিওঁ

পুপুন্‌কী
১৮ই আশ্বিন, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার বিরুদ্ধে পর পর কয়েকটী অভিযোগ আমার নিকটে আসিয়াছে। তাহার দুই একটা আনুমানিক সত্য মাত্র, দুই একটা অর্দ্ধ সত্য। কিন্তু একটাও পূর্ণ সত্য নহে, এমন মনে করিবার কারণ নাই।

আমার প্রচারিত গুরুবাদ তোমাদিগকে আমাকে বিচার করিবার, ওজন করিবার, এমনকি পরিত্যাগ করিবারও অধিকার দিয়াছে। কিন্তু এই অধিকার ব্যক্তিগত, সঙ্ঘগত নহে। গুরুদেবকে নিক্তির কাঁটায় বসাইব, তারপরেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘে পদাধিকার করিয়া বসিয়া থাকিব, ইহা চলিবে না। এই একটা সাধারণ কথা বুঝিতে না পারার দরুণ তোমরা অনেকের স্থির নিষ্ঠাকে টলাইয়া দিয়া যাইতেছ, দৃঢ় বিশ্বাসকে শিথিল করিয়া দিতেছ, অকুণ্ঠ আনুগত্যকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতেছ, দ্বিধাহীন আদেশ-পালনকে অতীতের স্বপ্নে পরিণত করিতেছ। ইহা সঙ্ঘের প্রতি শত্রুতা। ইহা করিবার তোমাদের অধিকার নাই।

সমবেত উপাসনায় আমি তোমাদের সমসাধক, অন্য কোনও সময়ে নহে। তোমাদের ব্যক্তিগত সাধনার কালে গুরু তোমাদের নিত্যসঙ্গী, সমসাধক নহেন। তোমাদের এক এক জনের রসনার চাপল্য আমার বিপুল শ্রমে ও অতুল প্রেমে রচিত ধরণীকে বিদ্বেষ ও হিংসার বিষে আচ্ছন্ন করিতেছে। ইহা আমি চলিতে দিব না।





যে প্রেমিক নহে, তাহার যুক্তিতে আত্মাভিমান প্রবল থাকে। তাই সেই যুক্তি অনুসরণ করিয়া যত সিদ্ধান্ত হয়, সবই ভুল হইয়া থাকে। তোমরা অহংকে পদানত করিয়া রাখিয়া যুক্তির চর্চ্চা করিতে শিখিতেছ না। ইহারই ফলে তোমাদের যুক্তি অপরের সাধনে অনুরাগ-হ্রাস করিয়া দিতেছে। যে আচরণে অপরের সাধনে প্রীতি কমে, তাহা ক্ষমার্হ নহে।

এই জগতে যুক্তি কখনো প্রেমের জননী হয় নাই, কদাচ হইবে না। বিশ্বাস ও অনুরাগ হইতেই প্রেম আসে। বিশ্বাস যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহা বাঞ্ছনীয় কিন্তু প্রেমকে খতম করিয়া দিয়া যুক্তিকে অবলম্বন করিলে জীবন-ভরা শুষ্কতাই একমাত্র ফললাভ হইয়া থাকে। তোমরা নিজেরা জীবনকে শুষ্ক মরুভূমি করিয়া ফেলিতেছ, ইহা তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু অন্যের শ্যামল মাঠে মরুভূমির হাওয়া বহাইতে যাওয়া অপরাধ।

চিন্তা করিও, বুঝিও, তারপরে যাহাকে যাহা বলিবার বলিও, যাহা কহিবার কহিও। অকারণ বাক্যোচ্ছ্বাস শ্রোতা ও বক্তা উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

( ২০ )

হরিওঁ

পুপুন্‌কী
১৬ই আশ্বিন, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দূরদেশে গিয়া শিক্ষকতা করিতেছ। দূরকে দূর মনে হয়, সেখানে আপন কাহাকেও না পাইলে। তাই অবিলম্বে ঐ অঞ্চলে কতজন তোমার আপনার-জন আছে, তাহাদের খোঁজে লাগিয়া যাও।

যাহাদের মনোভঙ্গী একরূপ, তাহারা পরস্পরের আপন। যাহাদের যাত্রাপথ এক দিকে, তাহারা পরস্পরের আপন। যাহাদের লক্ষ্য ও আদর্শ এক, তাহারা পরস্পরের আপন।

যাহাদিগকে এখন আপন বলিয়া মনে হইতেছে না, নিয়ত সৎসঙ্গ দান করিয়া তাহাদের অনেকেরই মনে তুমি ইচ্ছা করিলেই যুগান্তরকারী বিপ্লাবন আনয়ন করিতে পার। সে ক্ষমতা যে তোমার আছে, ইহা তুমি বিশ্বাস করিও।

যেখানেই যাও, দুই চারি পাঁচ জনকে লইয়া সমবেত উপাসনার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লইও। সমবেত উপাসনা করার মানে পরমেশ্বরের সঙ্গে নিজ আত্মার যোগ অনুভব করা। যতজন এই পুণ্যব্রতে যোগ দিয়াছ, তাহাদের সকলের আত্মা এক হইয়া পরম অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-সাগরে অবগাহন করিল, ইহারই নাম সমবেত উপাসনা। সকলে সকলের সঙ্গে মিলিল, আর সেই সম্মিলিত কোটি আত্মা কোটীশ্বর পরমাত্মায় মিলিল, ইহারই নাম সমবেত উপাসনা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**





( ২১ )

হরিওঁ

পুপুন্‌কী
২২শে আশ্বিন, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার বিজয়ার স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি লিখিয়াছ যে, অমুক প্রতিষ্ঠানে গৈরিকধারী সন্ন্যাসীরা গোপনে গৃহস্থের গৃহ কলুষিত করিয়া আসিবার পরেও সংঘের নিকটে ক্ষমা পাইতেছে এবং এই কারণেই অন্য একটী সংঘে যেই ব্যক্তি অবাধ্যতা ও আর্থিক ব্যাপারে প্রবঞ্চনা করিয়া পরিচালকদের আস্থা হারাইয়াছে, তাহাকে ক্ষমা করিয়া সাদরে আনিয়া কর্ম্মিত্বের রাজপাটে বসাইতে হইবে। তোমার এই যুক্তি সদ্যুক্তি নহে।

বাধ্যতাবিহীন কর্ম্মী সংঘের ক্ষতি সাধন করে। সে বোঝে না যে, কিভাবে সে ক্ষতিটা করিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার দ্বারাকৃত ক্ষতির পরিমাণ এবং গভীরতা সর্ব্বদাই আতঙ্কজনক। কোনও সংঘে যে কর্ম্মী রূপে বাস করিবে, সে বিনীত, বিনম্র, প্রিয়ভাষী, হিতকারী এবং সকলের সহিত সহযোগবুদ্ধি-সম্পন্ন হইবে,—ইহাই প্রয়োজন। প্রতিজনের সহিত অপ্রীতি করিয়া এবং পরিচালকবর্গের সম্মানহানিজনক রূক্ষ আচরণ করিয়া কোনও কর্ম্মীর কোনও সঙ্ঘে থাকার অধিকার নাই।

আর, আর্থিক ব্যাপারে বিশ্বাসহন্তা নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধে অপরাধী। তাহাকে ক্ষমা করা যায় কিন্তু সঙ্ঘের কর্ম্মী হিসাবে রাখা যায় না। ক্ষমা মহতের লক্ষণ কিন্তু দুষ্টকর্ম্মকারীকে ক্ষমা করিবার পরে

সিন্ধুকের চাবি দিয়া তোষাখানায় বসাইয়া দেওয়া চলে না। আমি অনেক সঙ্ঘের সংবাদ জানি, যাঁহারা কর্ম্মীদিগকে নিষ্কলঙ্ক রাখিবার জন্য অতিশয় কঠোর পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। কারণ, কঠোরতা যতখানি দোষাবহ, কর্ম্মীর নিষ্কলঙ্কতা তাহার শতগুণ প্রশংসার্হ। তুমি যদি এমন কোনও সঙ্ঘ দেখিয়া থাক, যেখানে গৃহস্থের গৃহ কলঙ্কিত করিবার পরেও গৈরিকধারীকে আশ্রমে সযত্নে, সাদরে, পরম স্নেহে লালন এবং পোষণ করা হয়, তবে বলিব, সেই সঙ্ঘের পর্ব্বে পর্ব্বে ঘূণে ধরিয়াছে। আমার সঙ্ঘে আমি একটী ঘূণকেও বসিবার ঠাঁই দিব না।

নিজের অযোগ্যতায় আশ্রম হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছ। অপব্যয়, অদরদ, অমনোযোগিতা, একাগ্রতাহীনতা এবং নিজের আত্মিক ও মানসিক উন্নতি বিধানের চেষ্টায় উদাসীনতা তোমাকে এখান হইতে সরাইয়া নিয়া গিয়াছে। অন্যত্র তোমার এই সকল অসদ্‌গুণ তোমাকে সমাদৃত হইতে বাধা দিতেছে বলিয়াই তুমি আবার ফিরিয়া আসিতে চাহিতেছ। কিন্তু এবার আসিয়া দেখিবে, অপচয়কে, অন্যায় ক্ষতিকে, অপব্যয়কে রুখিবার জন্য কিরূপ কঠোর শৃঙ্খলা এখানে স্থাপন করা হইয়াছে। অল্প অন্নে তুষ্ট, সাধারণ আহারীয়ে খুশী, খাদ্যবস্তুতে লোভ-হীন কর্ম্মী ব্যতীত অন্যে এখানে আর মাসের পর মাস খাইয়া ঘুমাইয়া কলহ করিয়া কাল কাটাইবার সুযোগ পাইবে না। আমি সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ কুশলের দিকে তাকাইয়া বহুভোজনপ্রিয়, আরামবিলাসী, রুক্ষস্বভাব কর্ম্মীদের আশ্রম-প্রবেশ বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি।

এই সকল জানিয়া শুনিয়া নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিও। আমি তোমাকে এই আশ্রমে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি দিতে পারি না।







এখানে থাকিতে তুমি লোকের কাছে গাহিয়া বেড়াইয়াছ যে, এখানে পেট ভরিয়া খাইতে দেওয়া হয় না, অথচ সেই সময়েই তুমি মুড়িতে, চিড়াতে, অন্নে প্রত্যহ দেড় সেরের উপরে তণ্ডুল উদরস্থ করিয়াছ, ঠিক সেই সময়েই তুমি প্রচুর তৈলে বেগুন ভাজিয়া—ভাজা তেলটা নর্দ্দামায় নিক্ষেপ করিয়াছ। এখন আবার আর একটা সঙ্ঘে গিয়া সেই সঙ্ঘের কোন্ সন্ন্যাসী বা কোন্ কর্ম্মী গোপনে গৃহস্থের ঘরে ঢুকিয়া পুত্রোৎপাদন করিয়া সঙ্ঘের নিকটে ক্ষমা অর্জ্জন করিয়াছে, সেই দৃষ্টান্ত আমাকে দেখাইতেছ। অর্থাৎ, যেখানে আশ্রয় পাইবে, তাহাদের কুৎসা তোমাকে প্রকারান্তরে করিতে হইবে। ইহা তোমার স্বভাবের বিশেষত্ব যতকাল থাকিবে, তোমার এই অকৃতজ্ঞ চরিত্রের জন্যই ততকাল তুমি সকল সঙ্ঘের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় হইবে।

যেখানেই থাক, নিজ চরিত্রের সংশোধন কর। এইটাই তোমার প্রথম কাজ, এইটাই তোমার প্রধান কর্ত্তব্য। আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব্বত্রুটি-বর্জ্জিত একটী নিষ্কলঙ্ক পুরুষে পরিণত হইতে সমর্থ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ২২ )

হরিওঁ

বারাণসী

৮ কার্ত্তিক, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আশা করি এতদিনে কর্ম্মস্থলে গিয়া পৌঁছিয়াছ। পুপুন্‌কীতে

নিখিল ভারত অখণ্ড-মহাসম্মেলনে আসিয়া তোমরা প্রায় প্রতিজনেই অশেষ শারীরিক ক্লেশ সহিয়াছ। মনের ক্লেশ দুই একজন ছাড়া এই কয়েক সহস্র লোকের মধ্যে আর কাহারও হয় নাই। যে উদ্দেশ্যে পুপুন্‌কী আসিয়াছিলে, তাহার সংসিদ্ধির জন্য যদি তোমাদের আপ্রাণ চেষ্টা জাগরিত হইয়া থাকে, তবে বলিব, পুপুন্‌কী আসার এই ক্লেশ তোমাদের সার্থক।

তোমরা অখণ্ড-মণ্ডলীর মূল সভাপতির কার্য্যকাল আজীবন এবং পরবর্ত্তী সভাপতির নির্দ্ধারণ পূর্ব্ববর্ত্তী সভাপতির নিরঙ্কুশ মনোনয়ন-সাপেক্ষ করিয়া একই কর্ম্মধারাকে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চলিবার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছ বলিয়া আমি মনে করিয়াছি। এক্ষণে তোমাদের প্রয়োজন স্থানে স্থানে শত সহস্র অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করা এবং পাঠ, কীর্ত্তন, উপাসনার প্রচলন করা। প্রতিজনে অল্প অল্প করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিলে কোনও দুঃসাধ্য কাজই দুঃসাধ্য বা কোনও বিরাট কাজই আর বিরাট থাকে না। তাহা সহজেই সিদ্ধ হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ২৩ )

হরিওঁ

বারাণসী

৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৭

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি আমার পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে না এবং বয়সেও







তোমাকে প্রবীণ বলিয়া প্রতীত হইতেছে না। কচি কাঁচা বয়সের যুবক, নিজের বুদ্ধিতেই পত্রখানা লিখিয়াছ কি না, জানি না। যদি পরের বুদ্ধিতে লিখিয়া থাক, তাহা হইলে এই পত্র তোমার বুদ্ধিদাতা-দিগকেও দেখাইতে পার।

প্রশ্ন করাও দোষের নহে, কৈফিয়ৎ চাওয়াও দোষের নহে। তবে, সেই প্রশ্নের উদ্দেশ্য হওয়া চাই জ্ঞানলাভ। প্রশ্নের দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মনে যদি এই জাতীয় সংশয় সৃষ্টি করা হয় যে, তাঁহাকে অসম্মান করাই প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায় কিনা, তাহা হইলে প্রশ্নের মান ও মূল্য অনেক কমিয়া যায়। অনেক জ্ঞানদাতা পুরুষকে প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্ জিজ্ঞাসু ব্যতীত অন্য কাহারও প্রশ্নের উত্তর দানে বিরত থাকিতে দেখিয়াছি। প্রশ্নকর্ত্তার যেমন শিষ্টাচার থাকা দরকার, উত্তরদাতার দিক্ দিয়াও ইহা একটা শিষ্টাচার।

আমি যে এতকাল ধরিয়া নিবিষ্ট মনে এবং অন্য সকল কর্ম্মের প্রতি যতটা সম্ভব অলিপ্ত থাকিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যের বাণীই ছড়াইয়াছি, ইহার কোনও শুভফল ফলিয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়াছ। যাহাদের মধ্যে এই বাণী ছড়াইয়াছি, প্রশ্নটা ত বাবা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। চিকিৎসক রোগীকে ঔষধ দিতেছেন, রোগীরা ইহাতে উপকৃত হইতেছে কি না, তাহা ত রোগীরা নিজেরা বলিবে! আমি যদি বলি, রোগীরা ভাল হইতেছে, হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে, তাহা হইলে বিশ্বাস করা না-করা তোমার ইচ্ছাধীন। কিন্তু রোগীরা নিজেরা তাহা বলিলে জোর করিয়া অবিশ্বাস করা তোমার পক্ষে শক্ত হইবে। ছুটিয়া যাও সেই সকল সুদূর পল্লীগ্রামে যেখানে একদা আমি বুভুক্ষু উদরে পর্য্যটন

করিয়াছি, কাহারও নিকটে একবিন্দু আহারীয় চাহি নাই, কিন্তু বিবর্ণ ও কান্তিহীন কিশোরমাত্রকে দেখিলেই ডাকিয়া বলিয়াছি,—নিজের মূলধন নিজের হাতে রাখ, অসময়ে অপচয় করিয়া অকালে বৃদ্ধ হইও না। আমি যাহার জন্য যাহা করিয়াছি, তাহা করিয়াছি একেবারে প্রতিদান-লাভ-লোভ বর্জ্জন করিয়া। বিষ্ঠার কুণ্ড হইতে যাহাকে টানিয়া তুলিয়াছি, তাহার মুখ হইতে একটী "ধন্যবাদ" শব্দ শুনিবারও প্রত্যাশা কদাচ রাখি নাই। আমি যে শ্রম করিয়াছি, তাহাতে আমার জন্য দেশ এক রতিও দরিদ্র হয় নাই, জাতি এক কণাও পরবশ হয় নাই। আমার নিকটে কৃতজ্ঞতার বাঁধনে কেহ আবদ্ধ আছে, এমন এক তিল সংস্কারও কাহারও মনে জন্মিতে দেই নাই। আমি বলি নাই, আমাকে পূজা কর, আমি চাহি নাই, আমাকে অর্থ দাও। একান্ত স্বনির্ভর এই কাজটুকুর ফলাফলের কৈফিয়ৎ দাবী করিবার জন্য কে বা কাহারা তোমাকে প্ররোচিত করিয়াছে, বলিতে পার?

এই আগরতলারই কয়েকটী সুখ্যাত যুবক একজন তথাকথিত শিক্ষক ও একজন তথাকথিত ডাক্তারকে মুখপাত্র করিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জামা পরিতেন না, জুতা পরিতেন না, আমি জামা-জুতা পরি কেন? তিনি তাহা পরিতেন কি না-পরিতেন, ইহা প্রত্যক্ষ ভাবে জানিবার আমার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু তিনি কি পরিতেন আর কি না-পরিতেন, তাহার সহিত আমার সম্পর্ক কি? যখন জামা-জুতার প্রয়োজন হয় নাই, বছরের পর বছর কম্বল গায়ে আর খালি পায়ে হাজার হাজার মাইল পর্য্যটন করিয়াছি। এখন প্রয়োজন, এখন তাহা পরি। ইহা আবার







একটা প্রশ্নের বিষয় হয় কেন? নিশ্চয়ই ইহা জ্ঞানেচ্ছা নহে, ইহার পশ্চাতে কুৎসার প্রবৃত্তি লুকাইয়া আছে। তুমি আবার সেই প্রশ্নটাই করিয়াছ। কে বা কাহারা তোমাকে এই প্রশ্নটা শিখাইয়া দিল বলিবার সৎসাহস তোমার আছে ত?

আগরতলায় চারি হাজার পঁচিশ জন দীক্ষার্থী যেদিন আমার নিকটে দীক্ষা নিয়াছিল, সেই দিন আমি কত প্রণামী পাইয়াছি, ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছ। দীক্ষার পরে প্রণামী দিবার সময় আসিলে আমি কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়াই যে লম্ফ দিয়া সভামঞ্চে উঠিয়া ভাষণ দিতে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই দৃশ্যটী বোধ হয় দেখ নাই। আমি অনেক টাকা অর্জ্জন করিয়া তোমাদের সহরটাকে একেবারে দরিদ্র করিয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছি, এই জাতীয় অনুযোগ করিবার আগে ত তোমার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন ছিল যে, কুৎসা-সুখীর রসনা-নিঃসৃত বচনাবলীর কোন্টা কতটা সত্যে ভিত্তিমান, কতটা মিথ্যা। চিলে কান নিয়াছে শুনিয়াই চিলের পিছে দৌড় দিলে? এই অধ্যবসায়ে তোমার নিজের লাভ কি হইল?

তুমি যে যুবক, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। নতুবা পত্রের ছত্রে ছত্রে এত উৎসাহ প্রদর্শন করিতে পারিতে না। তোমার এই যৌবন এবং এই উৎসাহকে চিরস্থায়ী করিবার কৌশল অবলম্বন কর। কাজের মত কাজ হইবে। দেহে, মনে, বাক্যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। সংযমের সাধনায় মনোনিবেশ কর। ইন্দ্রিয়-সংযম, বাক্-সংযম ও চিন্তা-সংযমের দ্বারা শক্তি-সঞ্চয় কর। প্রবল শক্তির আধার স্বরূপে প্রেম নামক দিব্য বস্তুকে চিনিতে সমর্থ হও। সমস্ত জগৎকে প্রেমমাখা

চোখে নিরীক্ষণ কর, পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী তোমার পক্ষে প্রেমের সামগ্রী হউক। নিজেকে ব্রণান্বেষণে ব্যর্থ করিয়া না দিয়া সুধা-সমুদ্রে অবগাহনের যোগ্য কর। সে ততখানি সুখী, যে যতখানি প্রেমিক। সে তত স্বচ্ছ, যে যত অদোষদর্শী। এই ত সেই বয়স, যেই বয়সে সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শ্রেষ্ঠ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। জীবনের এই মূল্যবান্ সময়কে মূল্যবান্ কাজে ব্যবহার করিয়া প্রকৃত লাভে লাভবান্ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ২৪ )

হরি ওঁ

পুপুন্‌কী

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা —, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার নিকটে দীক্ষা নিবার জন্য কদাচ কাহাকেও পরামর্শ দিবে না। নিজের নিরপেক্ষ বিচারে যিনি আমার কাছ হইতে দীক্ষা নেওয়া আবশ্যক বলিয়া অনুভব করেন, তিনি নিজ অন্তরের প্রেরণায় আসুন। আমি ত কাহাকেও উপেক্ষা করি না, কাহাকেও আমন্ত্রণও দেই না। আমার সাধন নিখিল ভুবনের প্রতিটি প্রাণীর কুশল লইয়া। সুতরাং আমার কাছে যিনি দীক্ষিত হইবেন, তাঁহাকে জগতের কল্যাণে লক্ষ্য দিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ







( ২৫ )

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এখন যাহাদিগকে উদাসীন বলিয়া মনে করিতেছ, তাহারা সত্যই কি নিষ্প্রাণ? তাহারা সকলেই কি পাথর? তাহা কিন্তু মনে করিও না। যেমন ভাবে তাহাদের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিলে চেষ্টা সফল হয়, হয়ত তাহা করা হয় নাই। যত্ন করিতে জানিলে বন্ধ্যা মরু-ভূমিতেও সোনা ফলে, পাষাণও গলে। হয় ত তোমার চেষ্টায় কোথাও ত্রুটি আছে। সেই ত্রুটির অনুসন্ধান কর।

নিষ্ঠাহীন চেষ্টা সফল হয় না। প্রেমহীন চেষ্টাও সফল হয় না। প্রেম থাকিলে নিষ্ঠাহীন চেষ্টাও কখনো কখনো হঠাৎ সফল হইয়া যায়, কিন্তু প্রেমহীন চেষ্টাকে কেবলি নিষ্ঠার জোরে সফল করা দুরূহ ব্যাপার। প্রেমিককে সকলে আপন বলিয়া জানে, বুঝে এবং মানে। অপ্রেমিককে পর বলিয়া জ্ঞান করে। পরের কথায় কেহ স্বার্থত্যাগ করিতে ছুটিয়া আসে? পরের প্রয়োজনে কেহ নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কম্‌তি ঘটায়? কি করিয়া সকলকে আপন করিতে পার, সকলের ভিতরে আপনত্ববোধ জাগাইতে পার, তাহার উপায় অন্বেষণ কর।

সুযোগ পাইয়াও যাহারা সৎকার্য্যে হাত ছোঁয়ায় না, তাহারা হতভাগ্য। তাহাদের এই ভাগ্যহীনতার জনক হইতেছে অপ্রেম। অপ্রেমই সৎকার্য্যে দ্বিধা সৃষ্টি করে। প্রার্থনা করি, আশীর্ব্বাদ করি, সকলের অপ্রেম দূর হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ২৬ )

হরি-ওঁ

পুপুন্কী

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আশ্রমের জন্য কলার চারা আনিয়া পৌছাইয়া দিবার জন্য একজনের ট্রাক চাহিয়াছিলে। সে ট্রাক দেয় নাই এবং সেই দিনই একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া তাহার ট্রাকের সাত আট শত টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ইহার পরে সেই ছেলেটী ট্রাক দিয়া সহায়তা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে।

তোমার প্রদত্ত এই সংবাদে সুখী ও দুঃখী দুইই হইলাম। সুখী এই কারণে যে, যাহাকে অসহযোগী ভাবিতেছিলে, সে সহযোগ করিতে চাহিল। দুঃখী এই জন্য যে, সে আমাকে শনি, শীতলা, রাহু ও কেতুর মতন ভয়ের বস্তু মনে করিয়া খুশী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মের বা যথার্থ সেবার মধ্যে ভয়ের স্থান নাই। এই কারণে এই সেবা আমি গ্রহণ করিব না। ভয় যখন দূর হইবে, তখন যে যত পারে সেবা করুক, সানন্দে নিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ২৭ )

হরিওঁ

পুপুন্কী

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।







দারিদ্র্য গুণরাশি নাশ করে, মানুষকে অমানুষ করে, একথা সত্য। কিন্তু স্বরূপানন্দ-সন্তানের পক্ষে সে কথা খাটিবে না। তোমরা হাজার দারিদ্র্যে নিষ্পিষ্ট হইয়াও, হাজার অবিচারে গঞ্জিত ও লাঞ্ছিত হইয়াও, দুষ্টপ্রকৃতি লোকদের দ্বারা বারংবার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াও মানুষই থাকিবে, মানুষেরই মতন সরল মেরুদণ্ডে দাঁড়াইবে। দুঃখ এবং দারিদ্র্য তোমাদের দূর হইয়া যাউক, ইহা আমার সাধারণ আশীর্ব্বাদ কিন্তু অসাধারণ আশীর্ব্বাদ হইতেছে এই যে, দুঃখ-দারিদ্র্যকে পদতলে চাপিয়া রাখিয়া তোমরা উন্নত হও, মহান্ হও।

তোমার পত্রখানা পাঠ করিয়া সমবেদনায় আমার নয়নে অশ্রু ঝরিয়াছে কিন্তু বাবা, অন্যায়কারীর শাস্তি হউক, একথা ভাবিবার আগে আমাকে ভাবিতে হইয়াছে, তোমার মেরুদণ্ড আরও সরল, আরও সবল হউক, তোমার প্রশস্ত বক্ষ আরও স্ফীত, আরও বিস্তারিত হউক, তোমার পৌরুষ এবং বীর্য্য ত্রিলোক-স্তম্ভনের শক্তি নিয়া নিজ দুর্ভাগ্য বিদূরণের সুকঠোর কর্ম্মে উদ্যত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ২৮ )

হরিওঁ

পুপুন্কী

১০ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দুইটী বৎসর ধরিয়া স্বামীকে সংযম-ব্রতে সহায়তা করিয়া আসিতেছ, এক দিনও ব্রতভ্রষ্ট হও নাই, ইহা তোমার অসাধারণত্ব সূচিত

করিতেছে। কিন্তু জানিও, ইহাই ভারতীয় নারীর নিজস্ব প্রতিভা, ইহাই এদেশের নারীর জাতীয় বিশিষ্টতা। এই কারণেই নারীকে এদেশে মহাশক্তি বলিয়া পূজা করা হইয়াছে এবং হইতেছে। আশীর্ব্বাদ করি, তুমিও জগৎপূজ্যা হও।

যদি প্রাণ চাহে, আরও একটী বৎসর সংযম-ব্রত পালন করিবার চেষ্টা করিতে পার। স্বভাবের বিরুদ্ধে চলিবার প্রয়োজন নাই। স্বভাবের পথেই স্বভাবকে জয় কর। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ২৯ )

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কেন নিজেকে এত দুর্ভাগা মনে করিতেছ? সমস্যাবলি দেখিয়া কেন ঘাবড়াইয়া যাইতেছ? হাজার সমস্যার মধ্য দিয়াই তোমাকে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। মন হইতে সকল দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দাও।

কি এমন ব্যাপার ঘটিয়াছে যে তুমি মৃত্যুকে কাম্য মনে করিতেছ, ইহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মন হইতে দুর্ব্বলতা দূর কর। সংগ্রাম করিয়াই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**







( ৩০ )

হরিওঁ

পুপুন্‌কী

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ১৫ নভেম্বরের পত্র পাইলাম। তুমি যে কর্ম্মীটীকে ক্ষমা করিতে লিখিয়াছ, তাহাকে অনেক আগেই ক্ষমা করিয়াছি। কিন্তু তাহার আচরণে ইহা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, সে সত্যই এমন কিছু করিবে না, যাহা সৎপ্রতিষ্ঠানের, সৎসঙ্ঘের, সৎলোকের ও সচ্চেষ্টার পক্ষে বিঘ্নজনক বা ক্ষতিকর। নিজ আচরণের দ্বারা সে তাহার প্রতি হিতকর্ম্মকারী বহু উপকারক বান্ধবের সন্দেহের পাত্র ও অবিশ্বাসের ভাজন হইয়াছে। তাহাকে আনিয়া মহাসমাদরে আশ্রমে স্থান দিলে আশ্রমের প্রতি সেই সকল লোকের শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং সহযোগবুদ্ধি বাড়িবে না কমিবে, বিচার কর। তুমিই আমাকে জানাইয়াছ যে, আমার পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রমের ভূমি সে তাহার নিজের সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিয়া বিপুল অর্থের প্রলোভনে কোনও ক্ষমতাশালী দুষ্ট লোকের নিকটে বিক্রয়-কবালা করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং আমি একটী দিন পরে তোমাদের ওখানে গিয়া উপস্থিত হইলে এই পাপ ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত হইয়া যাইত। এমন ব্যক্তি বশ্যতার ছদ্মবেশ ধারণ করিলেও তাহা নিতান্ত সাময়িকই হইবে। তাহাকে আশ্রমের বাহিরে থাকিতে বাধ্য করাই জনসমাজের কল্যাণের দিক্ দিয়া সমীচীন মনে করি।

ক্ষমা কথাটার অনেকেই বড় ভ্রান্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। তুমি অন্যায় করিয়াছ, আমি ক্ষমা করিলাম,—ইহার প্রকৃত মানে এই যে, তোমার প্রতি আমার যদি ন্যায্য ক্রোধও কিছু থাকে, তবে তাহা আমি পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু তুমি অন্যায় করিতেই থাকিবে, আর আমি তোমার অন্যায় করিবার অভ্যাসটীকে প্রহত করিবার জন্য কিছুই করিব না, ইহাকে ক্ষমা বলে না, ইহার নাম প্রশ্রয়। অপরাধীর প্রতি ক্ষমার দৃষ্টিতে না তাকাইতে পারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে দুর্ব্বলতা বা অযোগ্যতা কিন্তু ক্ষমার নামে এমন আচরণ করা, যাহার ফলে অন্যায়কারীর দুষ্কৃতিতে দুঃসাহস কেবলই বাড়িতে থাকিবে, তাহা কেবল দুর্ব্বলতা বা অযোগ্যতাই নহে, তাহা পাপ। শক্তি এবং প্রেম যেখানে একাধারে বিরাজমান, সেখান হইতেই ক্ষমা প্রত্যাশা সঙ্গত। আমি জগতের প্রতিটী অন্যায়কারীর প্রতি ক্ষমাশীল হইতেই চাহি, কিন্তু অন্যায়কে দমনের ক্ষমতা বিসর্জ্জন দিয়া এই মহৎ গুণ আয়ত্ত করায় প্রকৃত লাভ কিছুই নাই

যুদ্ধ-পরিস্থিতি তোমাদের সকলকে অশেষ উদ্বেগে ফেলিয়াছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি ত ক্ষমার অপপ্রয়োগের ফল। তবে তোমরা এই বিশ্বাস রাখিও যে, সর্ব্বাবস্থাতে যাহাদের অন্তরে অবিচল প্রেম, তাহাদের দুর্দ্দৈব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ঘরে প্রতিজনের প্রতি হিংসা পোষণ করিয়া বাহিরে জগজ্জনের প্রতি প্রেম প্রদর্শনের যে ভণ্ড অভিনয় দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহাই আমাদের সকল দুর্দ্দৈবের মূল। কিন্তু এই দুর্দ্দৈব অবশ্যই দূর হইয়া যাইবে। প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকে দরদ অনুভব করিতে শিখ, আমার বিপদকে তোমার বিপদ বলিয়া ভাবিতে শিখ এবং প্রতিজনকে প্রতিজনের কুশলে চিন্তা করিতে





শিখাও। দেখিবে, সব দুর্দ্দৈব দূর হইবে। তুমি রুগ্ন বা বৃদ্ধ বলিয়া তোমার শুভেচ্ছা বা শুভচেষ্টা মিথ্যা হইয়া যাইবে, ইহা মনে করিও না।

গত বিশ পঁচিশটা বৎসর ধরিয়া নানা স্থানে ছুটাছুটি করিয়া দেশ ও জাতিকে এত সাবধান-বাণী শুনাইয়াছি যে, কথা কহিতে কহিতে রসনার অর্দ্ধেক ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে। যেখানে মানুষ সত্য সত্যই কথা শুনিয়াছে, সেখানে চরম বিপদের মুখেও মানুষ হাসিতে হাসিতে দুঃখকে দূরে সরাইতে সমর্থ হইয়াছে। এখনো তোমাদের কত সাবধান-বাণী শুনাইতেছি, কয়জন কর্ণপাত করিতেছে?

আসাম-নেফা সীমান্তে চীনা দস্যুরা হানা দিতেছে। আবার তোমার গৃহ-সীমান্তে অন্য প্রতিবেশীরা নানা উৎপাত করিতেছে। গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় দেশদ্রোহী বিভীষণ-বাহিনী তাহাদের কাজ করিয়া যাইতেছে। এই সময়ে তোমাদের প্রত্যেককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের অতীত শৌর্য্য এবং ঐতিহ্য আমরা ভুলিয়া থাকিতে পারি না। বিশ্বকে ভালবাসিবে বলিয়া দেশকে ভালবাসা চলিবে না, একথা যাহারা বলিবে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, দেশকে যাহারা ভালবাসে, তাহারা কি নিজ পরিবারস্থ পরিজনদিগকে ভালবাসে না? নিজ পরিজনদিগকে যাহারা ভালবাসে, তাহারা কি নিজেকে ভালবাসে না?—দেশপ্রেমের সহিত সেখানে বিশ্বপ্রেমের কোনও বিরোধ নাই, যেখানে স্বদেশপ্রীতি পররাজ্যগ্রাসের প্ররোচিকা নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৩১ )

পুপুনকী

হরিওঁ

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের প্রতিজনের নিকটে একখানা করিয়া পত্র লেখা অসাধ্য ব্যাপার। কিছু কিছু পুত্রকন্যার নিকটেও মাঝে মাঝে পত্র দেওয়া অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই দুঃসাধ্য কাজটী আমি নিদারুণ নিষ্ঠার সহিত অপরিমেয় শ্রমে চিরকাল করিয়া আসিতেছি। কিন্তু মা, এক-জনকে একটী কথা লিখিলে সেই কথাটী যে আমার প্রায় প্রতিটি অথবা অধিকাংশ পুত্রকন্যার পক্ষে প্রযোজ্য, এই কথাটী তোমরা মনে রাখ না। রাখিলে আমি অনেক কম পত্র লিখিয়া অনেক বেশী কাজ করিতে পারিতাম।

ভাবিয়া দেখ, পত্র লিখিব কোন্ সময়টাতে। পুপুনকীর বিরাট উৎসবটার পরে এখানকার কাজ-কর্ম্ম, জিনিষ-পত্র এবং শৃঙ্খলা সবই ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে আমাদের স্বাস্থ্য। তারপরে ত চালাইয়াছি এখানকার কাজ প্রায় পূর্ণ উদ্যমে। প্রায় বলিলাম এই জন্য যে, যখন হাতে টাকা থাকে না, তখন মজুর কমাইয়া দেই। কিন্তু তাই বলিয়া আমার শ্রম কিছুই কমে না। তিন জন মজুর খাটাইতে হইলেও বেলা ৮টা হইতে রাত্রি ৭টা, ৮টা এমনকি ৯টা ১০টা পর্য্যন্ত এক ঠাঁড়ার উপরে থাকিয়া কাজ দেখি।





অশিক্ষিত অনিপুণ শ্রমিককে দিয়া আমি বিচক্ষণ কর্ম্মীর যোগ্য কাজ করাইয়া নিতেছি, নিবার প্রয়াস পাইতেছি। আমার কি একটী মিনিটের জন্যও সরিয়া দাঁড়াইলে বা বিশ্রাম করিলে চলে? সুতরাং এই পত্র তোমাদের লিখিতে হইতেছে শেষ রাত্রি তিনটার সময়ে শয্যা হইতে উঠিয়া। সাধারণতঃ চারিটায় উঠি, চিঠির চোট বেশী হইলে রাত্রি তিনটাতেও উঠিতে হয়। প্রাতঃকাল সাতটা পর্য্যন্ত ছোট, বড়, প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয়, হালে পাওয়া ও অনেক আগের পাওয়া দুই তিন ঝুড়ি পত্রের জবাব চলিবে। ইহাতে কি শ্রম আর কি ব্যয়, তাহা তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ?

আমার সন্তানদের মধ্যে কেহ আমার বেশী আদরের আর কেহ আমার কম পেয়ারের, এমন ধারণা কদাপি মনে পোষণ করিও না। আমি তোমাদের প্রতিজনের প্রতি সমান স্নেহশীল ও দরদী। আমি তোমাদের একজনকে আশিস, সাহস ও স্নেহ দিবার কালে সঙ্গে সঙ্গে সকলের কথাটি স্মরণ করি। তোমাদের সকলকে সমান স্নেহে আমি দেখিয়া থাকি। আমার স্নেহে প্রতিদান-লোভ বা স্বার্থবুদ্ধি নাই, তাই ইহাতে তারতম্যও নাই।

কিন্তু স্নেহের যোগ্য হইবার জন্য তোমাদের চেষ্টার প্রয়োজন। কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্যকে ফাঁকি দিবার জন্য যাহারা বিষাদ-গ্রস্ত অর্জ্জুনের মত প্রজ্ঞাবানের ভঙ্গীতে শূন্যগর্ভ বড় বড় কথা বলিবে, তাহারা কি আমার স্নেহের যোগ্য? অথবা মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিবার পরে হঠাৎ নির্বেদ বোধ করিয়া পঞ্চভ্রাতা মিলিয়া দেশ ও রাজ্য কতক-গুলি চোর-ডাকাত আর ষণ্ডা-গুণ্ডার কবলে ফেলিয়া দিয়া মহাপ্রস্থান

করে, তাহারাই কি আমার প্রিয়? সম্রাট অশোক দুর্দ্দান্ত যুদ্ধ সমূহ জয় করিবার পরে নির্বেদ-বশতঃ মহাপ্রস্থানে যান নাই। বরং লোক-কল্যাণে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। যে দেশে জনক রাজা মহৈশ্বর্য্য-শালী হইয়াও কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার প্রেরণা পান নাই, সেই দেশে রাজা যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থান প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধোত্তর যুগের কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিবার জন্য বৈরাগ্যবাদী দার্শনিকতার আশ্রয় গ্রহণ বলিয়াই মনে করিতে হইবে। মহাপ্রস্থানের পথে না গিয়া লোকালয়ে বাস করিয়াই ইঁহারা নিজেদের আজীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতাকে সুনিশ্চিত জন-সেবায় লাগাইয়া অশেষ ধর্ম্মার্জ্জন করিতে পারিতেন।

তোমাদের অনেকের আশ্রম-বাসেচ্ছা মা এই স্তরের একটা ফাঁকি মাত্র। তোমরা আশ্রমবাসী হইয়া কর্ত্তব্যকে এড়াইয়া যাইতে চাহ। অথচ জান না যে, গৃহস্থের গৃহ একটা কত বড় আশ্রম। দুঃখ, শোক, শেলাঘাত ও বজ্রপাতসম নিদারুণ কষ্ট সহিয়াও তোমাদের নিজ নিজ সংসারে সরল মেরুদণ্ডে দাঁড়াইতে হইবে এবং কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে। একথা তোমরা ভুলিও না। সুলভ বৈরাগ্য-বাদের দেশ ভারতবর্ষে সংসারকে ফাঁকি দিয়া হাজার হাজার মানুষ আশ্রমবাসীর ক্ষৌম বসন পরিধান করিয়াছে কিন্তু সকল স্থলে সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায় ও সেবার সম্মান অটুট রহে নাই।

তোমরা যখন সংসার ছাড়িয়া দলে দলে আশ্রমবাসের জন্য চঞ্চল হইয়া পড়, তখনই আমার মনে হয় যে, আশ্রমগুলির সংসারে পরিণত হইয়া যাইবার বুঝি আর দেরী নাই। সংসারী মানুষ পঙ্গপালের মতন আশ্রমগুলিতে চড়াও হইলে, আশ্রমগুলির আশ্রমত্ব লোপ পাইবে।





অথচ একটী ব্যষ্টি সংসারে আশ্রমত্ব প্রতিষ্ঠা অতি সাধারণ অনুশীলনের ব্যাপার। কেন তোমরা তোমাদের মনোযোগ এই দিকে নিবদ্ধ করিতেছ না?

পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা, স্বামী, দেবর ইত্যাদি করিয়া সংসারের প্রতিটি প্রাণীর অন্তরে উন্নতিমুখিনী প্রেরণা জাগাইয়া তোলার চেষ্টাই হইতেছে আশ্রমীয় জীবন যাপন করা। তোমরা গৃহে বসিয়াই তাহার আশ্চর্য্য অনুশীলন করিতে পার, মাঝে মাঝে আশ্রমে আসিয়া অন্তরের বলবর্দ্ধন ও রুচির পরিশোধন করিয়া যাইতে পার,—তাহা ভাল।

নিজ নিজ অন্তরের দিকে তাকাও। প্রেম তোমার বাড়িতেছে কি না, লক্ষ্য কর। না বাড়িলে, কেন বাড়িতেছে না, তাহার খোঁজ লও। প্রেমের নাম করিয়া স্বার্থের চেষ্টা ত' করিতেছ না? ইহার অনুসন্ধান চালাও। নিখাদ স্বর্ণে ভেজাল না মিশাইয়া কি করিয়া চলিতে পার, তাহা দেখ। প্রেমিকের মুখস পরিয়া আমরা অনেক সময়ে স্বার্থের চাতুরী খেলিয়া থাকি। লোকে হয়ত তাহা দেখিতে পায় না, হয়ত বুঝিতে পারে না। কিন্তু এই চাতুরীতে আমাদের সত্যিকার লাভ কতটুকু? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ৩২ )

হরিওঁ

কলিকাতা

১লা পৌষ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এই কয়দিন দুর্গাপুরে পরিশ্রম করিয়া কলিকাতা আসিয়াই পুনঃ নবদ্বীপ যাইতে হইয়াছিল। সেখানেও শ্রম এবং বেশ অনিয়ম হইয়াছে। মালটিভারসিটির কোন্ অংশ পশ্চিম বঙ্গে রাখা যায়, তাহার অনুসন্ধিৎসা নিয়া নবদ্বীপ গিয়াছিলাম। একটি মাত্র প্রদেশ বা রাজ্য লইয়া প্রতিষ্ঠান গড়ার ভিতরে নানাপ্রকারের ঝুঁকি আছে। অচল হিমাচল আজ দুর্ব্বৃত্তের কামানের গোলায় টলিতে চাহিতেছে, তাহার শুভ্র-তুষার-কিরীট রক্তাক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে অনেক ক্ষুদ্র ভেদ-বিসম্বাদ আপাততঃ ঢাকা পড়িয়া গেলেও মানুষের মনের প্রকৃতি এবং চিত্তের প্রবৃত্তি বদল হয় নাই। তাই অনেক দূরের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমাকে প্রত্যেকটী কার্য্য করিতে হইতেছে। মৈত্রী, প্রীতি, তুষ্টি, পুষ্টি, নৈপুণ্য এবং স্বাধীনতা—এই সবগুলিকে এক সূত্রে না যদি বাঁধিতে পারি, তবে আমার চেষ্টাকে ব্যর্থ মনে করিব।

তুমি ভাগলপুরের যে ছেলেটীকে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলে, তাহাকে আমার বড় ভাল লাগিল। হয়ত তাহার ভিতরে অনেক কুসংস্কার বা দুর্ব্বলতা আছে কিন্তু মাজিয়া ঘষিয়া তাহার মনের মরিচা দূর করা যাইবে না, এমন অপাত্র বলিয়া তাহাকে কখনো মনে হইল না। ছেলেটীকে মাঝে মাঝে আমার কাছে পাঠাইও। তরুণ কিশোরদের লইয়া আমার যে সাধনা আজীবন চলিয়াছে, তাহাতে আজও ভাটা পড়ে নাই।

একটী নিমেষের জন্যও হতাশাবাদী হইও না। সকল পতিতকে আমরা টানিয়া তুলিব এবং তুলিব শুধু ভালবাসার বলে।

তোমার উপরে দুই চারিজন লোকের যে উৎপীড়ন চলিতেছে, তাহা চিরকাল চলিতেই থাকিবে, এইরূপ অন্যায় ধারণা অন্তর হইতে দূর কর।







সত্যপথে চল, সৎপথে জোর করিয়া লাগিয়া থাক, পরিণাম তোমার শুভ হইবেই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৩৩ )

হরিওঁ

কলিকাতা

২রা পৌষ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পূর্ব্ব পত্রে আমি যে সব অঞ্চলে পাহাড়ীদের ভিতরে কাজ সুরু করিতে বলিয়াছি, সেই সকল অঞ্চলে যাইতে যথাসম্ভব দ্রুততা অবলম্বন কর। অনেক দূরের ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া আমি তোমাদিগকে প্রতিটি নির্দ্দেশ দিতেছি। আমার নির্দ্দেশগুলিকে তোমাদের অবশ্য-পালনীয় বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত। অনুন্নত জাতিগুলির জন্য তোমাদের অন্তরে দিগন্ত-বিস্তারিত প্রেমের আজ প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৩৪ )

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২রা পৌষ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অনেকেরই ত্যাগের ক্ষমতা থাকে না। এজন্য তাহারা নিন্দনীয়

নহে। সৎকার্য্যে ত্যাগের ইচ্ছাটুকু পর্য্যন্ত না থাকাই দোষাবহ। অন্তরে সদিচ্ছা পোষণ করিতে টাকাকড়ি ব্যয় হয় না। তবু যাহারা সৎকর্ম্মে সহযোগের রুচি বোধ করে না, হয় তাহারা অমার্জ্জিত, নয় তাহারা অশিক্ষিত। অমার্জ্জিতকে মার্জ্জিত করিতে হইবে, অশিক্ষিতকে জ্ঞানের শিক্ষা দিতে হইবে।

বিরুদ্ধবাদী ধর্ম্মসঙ্ঘের লোকদের বিরুদ্ধতার দরুণ তোমাদের সমবেত উপাসনায় লোক হয় না, একথা সম্ভবতঃ ঠিক নহে। উপাসনায় যাহাদের অনুরাগ আছে, হাজার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তাহারা উপাসনায় আসিবেই। অবশ্য, এমন হইতে পারে যে, কাহারও কাহারও উপাসনায় অনুরাগ ক্ষীণ। এই জন্যই তাহারা আসে না। এমন লোকদিগের অন্তরের অনুরাগ বর্দ্ধনের জন্য চেষ্টা কর। তাহা হইলেই তাহারা আসিবে। যে প্রদীপে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাইতেছে, তাহাতে কিছু পলিতা বাড়াইয়া দিলে এবং তৈল ঢালিলেই দেখিতে না-দেখিতে প্রদীপের দীপ্তি বাড়িয়া যাইবে। ক্ষীণানুরাগ পুরুষ-নারী-দিগকে অখণ্ড-সংহিতা পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়া দীপ্তানুরাগ করিয়া তোল। হতাশ হইয়া লাভ নাই, জোর করিয়া কাজে লাগিয়া থাকার মধ্যেই সকল লাভ ও সকল কৃতিত্ব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ







( ৩৫ )

হরিওঁ

কলিকাতা
৬ই পৌষ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্র পাইলাম। আমি সকল সময়ে এক স্থানে থাকি না বলিয়া পত্র পাইলেও সময় মতন জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে কত দিনে ঈশ্বর-দর্শন হইবে, তাহা একমাত্র ঈশ্বরই বলিতে পারেন। নিবিড় প্রেম আসিলে তাঁহাকে পাইতে দেরী হয় না। বহুকাল জপিতে জপিতে কাহারও, একবার জপা মাত্র কাহারও ঈশ্বর-দর্শন হইয়া থাকে। প্রেম জমিল কি দর্শন হইয়া গেল। প্রেম জমিল কি পূর্ণ জ্ঞান আসিয়া গেল। জীবনব্যাপী সাধন কেবল প্রেম জমাইবার জন্য।

নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাসকে সর্ব্বদা স্বাভাবিক রাখিতে হইবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের উপরে কোনও বল-প্রয়োগ না হইলে, শ্বাস-প্রশ্বাসকে একেবারে স্বাভাবিক থাকিতে দিলে, শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপের দ্বারা কোন প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা নাই। শ্বাস-প্রশ্বাসকে ঈশ্বরের হাতে সঁপিয়া দিয়া নিজে নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র থাকিয়া প্রতি শ্বাসের সহিত একবার করিয়া এবং প্রতি প্রশ্বাসের সহিত একবার করিয়া ভগবানের নামটী যুক্ত করিয়া দিতে হইবে। নিজের পুরুষকারের মধ্যে কেবল এইটুকুই দরকার, বাকীটুকুর জন্য সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে নির্ভর রাখিতে হইবে।

অন্য যে বিষয়টী জানিতে চাহিয়াছ, তাহা বয়স্ক লোকের জানিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। তোমার বয়স কত?

মঙ্গলময় তোমার কুশল করুন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৩৬ )

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৬ই পৌষ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রে বিচিত্র প্রশ্ন করিয়াছ। তাহার সোজাসুজি কোনও জবাব না দিয়া কয়েকটী ঘটনা লিখিতেছি।

আমার পূজ্যপাদ পিতামহ হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় দীর্ঘকাল পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরে বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি শিবমহিম্ন স্তোত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডারা হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিল,—কি, বৈষ্ণবের মন্দিরে মহিম্নস্তোত্র পাঠ? পিতামহ অটল। আমি বহুলোকের মুখে শুনিয়াছি, একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। সকল বৈষ্ণব কৃষ্ণ-মূর্ত্তিটিতে শিবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্তব্ধ হইলেন।

সকল বিগ্রহে যিনি নিজের পরমোপাস্যকে দেখিতে পারেন, তাঁহার পক্ষেই সকল দেবতার মন্দিরে গিয়া স্তবস্তুতি করা শোভা পায়।

লাকসামের কৃষ্ণবন্ধু গোস্বামী কখনও নিজ ইষ্ট ব্যতীত অন্য বিগ্রহের





সম্মুখে মাথা নত করিত না। একজন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিল,—একটী ধ্যানকেই ধরিয়া রাখিতে পারি না, ক্ষুদ্রাশয় আমি কি হাজারটী ধ্যেয় বস্তু করিয়া লইয়া গোলকধাঁধায় পড়িব?

লোকেরা যে উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্ত্তন করে, তাহার প্রধান সার্থকতা এই যে, নাম-গায়কের ইষ্টনাম তাহা দ্বারা বারংবার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। ইহাই ত প্রধান প্রয়োজন। কাহারও ইষ্টমন্ত্র ক্লীং, রাং আদি হইলে তাহার পক্ষে হরেকৃষ্ণ হরেরাম নাম-কীর্ত্তন ইষ্টনামের স্মারক হয়। কাহারও ইষ্টমন্ত্র ওঙ্কার হইলে তাহার পক্ষে হরি-ওঁ নাম-কীর্ত্তন ইষ্ট-নামের স্মারক হয়।

সাধন-তত্ত্ব সম্পর্কে বহুজনের বা বহুমতের সহিত আপোষ করিয়া চলিবার প্রবৃত্তি সর্ব্বনাশকর বিবেচনায় বৈষ্ণবেরা শাক্তমতের প্রসঙ্গ-মাত্রও শোনেন না। ইহাতে সঙ্কীর্ণতা থাকিলেও একাগ্র সাধকের পক্ষে এই জাতীয় নিষ্ঠা ইষ্টলাভের সহায়ক।

অন্য মতকে অশ্রদ্ধা করিবে না। প্রয়োজন শুধু এইটুকু। উদারতা দেখাইবার নামে নিজ পথ হইতে স্খলিত হওয়া দুর্ব্বলতা বা কাপুরুষতা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৩৭ )

হরিওঁ

কলিকাতা

১০ই পৌষ, ১৩৬৯

পরম কল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আউস এবং শালি ফসলের প্রণামী কথাটি শুনিতে বড় মিষ্টি লাগিল। ফসল সকলের বাড়ীতেই ফলে এবং চিরকালই ফলিয়া আসিতেছে। কিন্তু 'নূতন ফসলের ভক্তি-অর্ঘ্য' কথাটা তুমিই বোধহয় দ্বিতীয়বার শুনাইলে। অন্য কোন স্থান হইতে আর একজন কে শুনাইয়াছিল অস্পষ্ট মনে পড়িতেছে। মানভূমের জন্মে আমি একবার এই কথা শুনিয়াছিলাম। লোকটি প্রথম ফসলের চিড়া লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর সে জেলায় অদ্যাপি শুনি নাই। নূতন ফসলের প্রণামী কথাটা নূতন ধান্যের নবান্নের মত মিষ্টি। কাণে শুনিতে যাহা মিষ্টি, রসনায় তাহা আরও মিষ্টি হইবে। আমি প্রাণের মিষ্টির সন্ধানে রহিয়াছি। সেই মিষ্টি কে কবে পরিবেশন করিবে, তাহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। কিসে সেই মিষ্টি পাইতে পারি বা তোমরা দিতে পার, সবাই ভাবিতে থাক।

আজ সকালে প্রাণ-মন-চিত্ত-রসায়ণ মধুর হরিনাম দুর্গাপুরের বনের মাঝে ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসের প্রাঙ্গণে পরিবেশন করিয়া গিয়াছে বর্দ্ধমানের







কণ্ঠবান্ ছেলেরা। তাহারা গাহিয়াছে, "চল দলে দলে হরিওঁ বলে, পথে প্রান্তরে জঙ্গলে।"

আমার প্রাণের এই আকিঞ্চনটির দিকে তাকাইয়া সকলে চল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৩৮ )

হরিওঁ

কলিকাতা

১০ পৌষ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা অনেকেই পুপুন্কী উৎসবে আসিয়াছিলে। উৎসবের প্রকৃত মর্ম্ম যদি এক কণাও বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে তোমাদের এক জনের পক্ষেও একটা ঘণ্টা সময় অপব্যয় করা সম্ভব হইতে পারে না। অনন্ত ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া যে দিব্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার সার্থক রূপায়ণ কদাচ অবসন্নচিত্ত বিশ্বাসবিহীন উদাসীন কর্ম্মীদের দ্বারা সম্ভব নহে। তোমরা প্রতি প্রাণে উদ্দীপনার অগ্নিশিখা জ্বালাও।

চতুর্দ্দিকের প্রত্যেকটা ক্ষুদ্রবৃহৎ গ্রামে তোমরা একটা করিয়া অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন কর। একাজ জরুরী। একাজ প্রয়োজনীয়। একাজ সর্ব্বজন-শুভপ্রদ। আজ করিব, কাল করিব বলিয়া কালক্ষয় যথেষ্ট করা হইয়াছে, আর করিও না। কাজে হাতই যদি না দাও, কাজ

চালু হইবে কি করিয়া? একবার সুরু করিয়া দিলে দেখিবে, সৎকাজ ক্রমশঃ নিজ গতি নিজের শক্তিতেই বর্দ্ধিত করিয়া যাইতে থাকে। চারিদিকে যে শত শত শবদেহ-প্রায় অর্দ্ধচেতন মানবগোষ্ঠী দেখিতেছ, একটা সত্যিকারের কাজ সুরু হইয়া গেলে দেখিবে, ইহাদের মধ্যে হঠাৎ প্রাণসঞ্চার হইয়া গিয়াছে, ইহারা কাজে নামিয়া পড়িয়াছে। মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বে তথা দেবত্বে বিশ্বাস কর।

এই বিশ্বাস হইতে সকলের প্রতি প্রেম আসিবে। প্রেম হইতে আসিবে শক্তি এবং শক্তি হইতে আসিবে শান্তি। শক্তিহীনের শান্তি নাই এবং কেবল তত্ত্বকথার আলোচনায় শক্তি আসে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৩৯ )

হরিওঁ

কলিকাতা

১১ই পৌষ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে আমার জন্মোৎসবে কোথাও অতিরিক্ত ব্যয়াদি করিয়া অর্থের অপচয় আমি পছন্দ করি নাই। এই জন্য বিগত ৯ই পৌষ মঙ্গলবার আমি দুর্গাপুরের বন-বিভাগের প্রাঙ্গণে অনাড়ম্বর দিন উদ্‌যাপন করিয়াছি। একক শ্রীমান্ নিত্যানন্দ দত্ত নিজের উপরে সকল ভার নিয়া সমস্ত দিনটাকে তৃপ্তিমধুর করিয়াছে। সম্ভবতঃ আগামী রবিবার দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কলিকাতা থাকিব, তারপরে যাইব পুপুন্‌কী।





পুপুন্‌কীতেও হয়ত নিত্যসুন্দর ক্ষুদ্র সংস্করণের একটী উৎসবের ব্যবস্থা রাখিয়াছে। কিন্তু আমি উৎসব করিতে যাইতেছি না। যাইতেছি, সেখানে আমার হাতে নির্ম্মাণ-কার্য্যের উপযোগী উপকরণ যাহা যাহা রহিয়া গিয়াছে, সাধ্যমত দ্রুত তাহা কাজে লাগাইয়া দিবার জন্য। খুব সম্ভবতঃ আমি পনের দিন পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যেই তন্ময় হইয়া থাকিব। তবে, অসুবিধার কথা এই যে, ইট, চূণ, বালি ছাড়া অন্য কোনও প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহে নাই। বিদ্যালয় গৃহের দরজা-জানালার কাঠের জন্য নয় শত টাকা দিয়া একটী শাল গাছ কিনিয়া তাহা চিরান হইয়াছে। বারাণসী হইতে আগত সূত্রধরেরা উদয়াস্ত দরজা-জানালা তৈরীর কাজে লাগিয়া আছে। বর্ত্তমান অবস্থা ইহা।

পুপুন্‌কীর মহাসম্মেলনে তোমরা সকলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলে যে, যত দিকে যতগুলি সম্ভব অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করিয়া সমবেত উপাসনাকে নানা-দিগ্দেশব্যাপী রূপ প্রদান করিবে। একাজটী জরুরী, একাজটী পবিত্র। সেই দিকে তোমার জেলায় কোথায় কোথায় কে কে কেমন ভাবে মনোযোগী হইয়াছে, তাহা আমি এখনো জানিতে পারি নাই। একটা জীবন্ত জাগ্রত প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী ও সেবকগণের পক্ষে ইহা প্রশংসাসূচক নহে।

সম্ভবত তোমরা দোটানায় পড়িয়াছ। নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দাবীকে সম্ভবত তোমরা সমষ্টিগত বৃহৎ প্রয়োজনের দাবী অপেক্ষা অধিকতর কৌলীন্য দিতেছ। সম্ভবত তোমরা পুপুন্‌কীর মহাসম্মেলনে যে ভাব-গম্ভীর পরিবেশটীর মধ্যে কাজ করিয়াছিলে, তাহার কৌলীন্য ভুলিয়া গিয়াছ। সম্ভবতঃ তোমরা গৃহীত প্রস্তাবাবলিকে শুধু মাত্র মুখবায়ুর ফুৎকার বলিয়া মনে করিতেছ। কোথাও তোমাদের

প্রাণচাঞ্চল্যের কোনও লক্ষণ নাই, নাড়ীতে তোমাদের স্পন্দন নাই বা থাকিলেও তাহা সহজ সরল সাধারণ চোখে ধরা পড়িবার মত নহে।

এই অবসাদ তোমাদের দূর করিতে হইবে। সমগ্র জেলায় যদি একটীমাত্রও সমবেত উপাসনার কেন্দ্রস্বরূপ মণ্ডলী থাকিয়া থাকে, তবে শত শত কেন থাকিতে পারিবে না, ইহা আমি বুঝি না। সমগ্র জেলায় যদি একটী মাত্রও ভক্তিমান্ উপাসক বা ভক্তিমতী উপাসিকা থাকিয়া থাকে, তবে শত সহস্র কেন থাকিবে না, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। একটী ক্ষেত্রে যাহার দৃষ্টান্ত আছে, হাজারটী ক্ষেত্রে তাহার দৃষ্টান্ত কেন পুনরাবর্ত্তিত হইবে না, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তোমরা ক্লৈব্য পরিত্যাগ কর এবং এখনি কাজে লাগিয়া যাও।

পুপুন্‌কীতে আসিয়া তোমরা কি দেখিয়া গিয়াছ, অনুমান-সাপেক্ষ। কিন্তু কি সুতীব্র সঙ্কল্প আর অনমনীয় পুরুষকার এখানকার কাজের পশ্চাতে রহিয়াছে, তাহা যদি না বুঝিয়া থাক, তবে কিছুই বাবা বোঝ নাই। আশ্রমটার তথাকথিত জন্মের পরে আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হইতে পারে নাই,—রুদ্র বিরোধিতা গোপন-পদসঞ্চারে আমার সম্মুখে আসিয়া মধুর-মোহন ছদ্মবেশ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে আর গুপ্তঘাতক দাঁড়াইয়াছে পিছনে। কত স্থানে আরও কত আশ্রম করিয়াছি, কিন্তু প্রতি পদে এত বাধা উত্তীর্ণ হইতে হয় নাই আর কোথাও। এ যেন এক গোবি-মরুভূমি, যেখানে প্রকৃতির নাই দাক্ষিণ্য, যেখানে ভবিষ্যতের নাই নিশ্চয়তা। সকল কথা খুলিয়া







বলিয়া কাহার মানহানি করিব, কাহার প্রাণে ব্যথার সঞ্চার করিব? দুঃখ-কষ্ট সহিতে না পারিয়া সঙ্গীরা একে একে সব পলাইয়াছে, আবার নূতনেরা আসিয়াছে। তাহারাও ক্লেশ অসহনীয় দেখিয়া আবার সরিয়া গিয়াছে। একা আমি মহাশ্মশানের শিবের মত ধূনী জ্বালাইয়া চিতা পাহারা দিয়াছি, শ্মশান জাগাইয়াছি। আজ সেই দুর্দ্দমনীয় দুঃসাহস, সেই নির্ভয় চেতনা যখন সাফল্য-লাভের প্রথম সোপানটীতে পদক্ষেপ করিতে চলিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে বস্তুবাদী জড়ের সাধকেরা আশ্রমের পুণ্য-ভূমিগুলিকে কাড়িয়া নিবার আয়োজনে ব্যস্ত। আশ্রম বিপন্ন, আমরা বিব্রত, অকথনীয় শ্রমের আহ্বান পড়িয়াছে আমার শরীরের মাংসপেশী আর স্নায়ুগুলির উপরে, যেখানে যাহা আছে সঞ্চিত ধন-সম্পদ, সব আনিয়া উজাড় করিয়া ঢালিতে হইতেছে পুপুন্‌কীর পাথর, কাঁকর আর খাড়ি মাটির নীচে,—এমন একটা সময়ে তোমরা পুপুন্‌কীতে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছিলে সমগ্র দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া। সেখান হইতে তোমরা কি জানিয়া গেলে, কি বুঝিয়া গেলে, কি শিখিয়া গেলে, কি সৎসঙ্কল্প নিয়া গেলে, তাহা কি তোমাদের বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য নহে?

না, এখন আর তোমাদের বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ভারতের প্রত্যেকটী প্রান্তে তোমাদিগকে স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে, সর্ব্বত্র তোমাদের অভিক্ষার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে হইবে। পরনিরপেক্ষ অযাচিত সেবায় তোমাদিগকে জগতের জন্য নূতন আদর্শ, নূতন অনুকরণীয়, নূতন বিস্ময় সৃষ্টি করিতে হইবে। তাহার

প্রস্তুতি-পর্ব্ব হিসাবেই তোমরা সর্ব্বপ্রথমে প্রতি গ্রামে একটী করিয়া অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**

( ৪০ )

হরিওঁ

পুপুন্‌কী
২৬ পৌষ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

রাত্রি সাড়ে এগারটায় কর্ণিখানা হাত হইতে নামাইয়া কহিলাম,—"যাও বৎসে, এবার তোমাদের বিশ্রাম।" ঠিক যেন ডাঃ আর্ণল্ডের শেষ মুহূর্ত্তের কথাটী। রাগবি স্কুলের হেড্ মাষ্টার ডাঃ আর্ণল্ড ছাত্রদের পড়াইতে পড়াইতে হঠাৎ বলিয়া বসিলেন,—"Go home boys, go home. It is growing dark—যাও ছাত্রেরা বাড়ী, অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে।" অন্ধকার তখন আকাশে নয়, ডাঃ আর্ণল্ডের চোখে। কথাটী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারে বসিয়াই তাঁহার আত্মা দেহের খাঁচা ছাড়িয়া উড়িয়া গেল। আমার পাখী খাঁচাছাড়া হয় নাই, আমার রশদের অভাব, চূণ বা সিমেণ্ট নাই, মজুরদের দিবার পয়সা নাই। বলিলাম,—মিস্ত্রীরা বিদায়, কুলী-কামিনরা বিদায়, মাঠিয়ালরা বিদায়, হাতের কর্ণি বিদায়। হাতের কর্ণিটী ছাড়া আর প্রত্যেকেই বিদায় নিবার জন্য ব্যগ্র ছিল। কারণ, প্রত্যেকেরই এখন ধান কাটিতে যাইতে হইবে, প্রত্যেকেই ছোট বা বড় চাষা। হাতের কর্ণিকে অবসর







দিলাম বাধ্য হইয়া। লোকজন না থাকিলে একা একা আর খাটিব কত? আশ্রম অর্থহীন। ভাণ্ডার শূন্য। কাজ অচল।

কাজ বন্ধ হইল কিন্তু দায়িত্ব কি দূর হইয়া গেল? বরং দায়িত্ব বাড়িয়া গেল। ঘাড়ের উপরে দুঃসহ বোঝার মতন কর্ত্তব্য চাপিয়া বসিল। একবার আসামে যাইব অভয়ের বাণী শুনাইতে, মানুষের মনের ভয় দূর করিতে, তারপরে আবার আসিয়া কর্ণি ধরিব। আবার আসিয়া কোদাল, শাবল, গাইতি ধরিব। এখানকার এই অনাতিথেয় মৃত্তিকার দম্ভ আমি চিরতরে দূর করিব, তার পরে আমার বজ্রমুষ্টি শিথিল হইবে। আগে নহে।

কত জন কতবার আমাকে বলিয়াছেন,—ছাড়িয়া দাও ঐ পুপুন্‌কী। সমর্থনে যুক্তির অভাব হয় নাই। সত্যই ত রহিমপুরের মত দরদ এখানে কোথায়? পরশুরামের মত একতা এখানে কোথায়? উড়িষ্যার সুখিন্দার মত এমন উর্ব্বরতা এখানে কোথায়? তবু এই পুপুন্‌কী-আমার প্রিয়। প্রতি পদে আমার যোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করিয়াই পুপুন্‌কী প্রিয় হইয়াছে। পুপুন্‌কী আমার ক্ষুধা সহিবার শক্তি পরীক্ষা করিয়াছে, গুপ্তঘাতক বা বিষধর সর্প আমার জীবনান্ত করে কিনা, আড়চোখে তাহা চাহিয়া দেখিয়াছে, বিদেশী সরলচিত্ত পথিককে হঠাৎ ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইয়া আশ্রম করিবার সঙ্কল্প-বাক্য উচ্চারণ করাইয়া নিয়া পরক্ষণেই করিয়াছে অবিশ্বাস আর বছরের পর বছর করিয়াছে অপমান। এ ভাবেই যে আমার প্রিয় হইয়াছে। আমার স্বাস্থ্য নাশ করিয়া পরমায়ু হরণ করিয়া সে আমার প্রিয় হইয়াছে। অন্যে পলাইয়া যাইত, কিন্তু আমি ত আমিই, আমি ত অন্য কেহ নহি। আমি পলাইব কেন?

কর্ণিখানাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,

যাও কর্ণিকা বিশ্রাম কর গিয়া,
আমার হাতের পরশ তোমাতে আছে,
এই স্মৃতিটুকু সারাটি বক্ষে নিয়া।
আমি যে তোমার পরমদয়িত প্রিয়,
তুমি যে আমার অন্তরতম প্রিয়া॥
যাও কর্ণিকা বিশ্রামে হও রত
আর দশ জন চাষা-মজুরের মত,
দীর্ঘশ্রমের সুবিরল অবসরে
প্রাণটী ভরিয়া লও ওগো ঘুমাইয়া॥
নিদ্রার শেষে আবার জাগিবে তুমি,
আবার নাচিবে আমার রঙ্গভূমি,—
কাটো ইট আর বসাও ইটের পাঁজা
চূণ-বালি তথা সিমেণ্টে মিলাইয়া॥
নিদ্রা, সে ত গো শ্রম করিবার লাগি',—
ঘুমাই, সে ত গো ভাল ক'রে যাতে জাগি ;
বিশ্রাম, যাতে সফল কর্ম্মে লাগি,
কাজ যাতে করি সব-টুকু প্রাণ দিয়া॥

পাশ্চাত্য সভ্যতার গলন্ত ইস্পাত বোকারোর দিক্ হইতে তীব্র বেগে আশ্রমটার দিকে একটা জ্যোতির্ম্ময় কবন্ধের মতন আগাইয়া আসিতেছে, হাত দুটা দিয়া দুই মুঠার মধ্যে আশ্রমের দামী দামী ভূমিগুলিকে ধরিয়া যেন আছড়াইয়া মারিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে অর্থাভাবে কর্ম্ম-বিরতি এক চমৎকার পরিস্থিতি। কিন্তু সত্যের পরিণামে জয়





অবশ্যম্ভাবী। আশ্রমকে এই অবস্থায় রাখিয়াই এখন ছুটিব আসাম, দেখিব, রণোন্মত্ত গর্ব্বিত আক্রমণকারীদের ভয়ে যাহাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে, তাহাদের বুকে সাহস জাগাইতে পারি কি না। বলিব,—

ভয় নাই, ভয় নাই,
ভয়ের মাঝেই অভয় তোমার
চরণ-চিহ্ন পাই।
ভয়ের মাঝেই অভয় তোমার
অমর আশিস চাই।

ভয়কে জয় করিবার জন্য যাহারা উচ্চরবে হুকার ছাড়িতেছে, অন্তরে অন্তরে তাহারা নিজেরাই ভীত। সত্যি সত্যি ভয় যাহাদের নাই, তাহাদেরই আজ এই দুঃসময়ে অভয়ের বাণী শুনানো উচিত। খবরের কাগজে যাহাদের শ্রীমুখ-কথিত বাণী বড় বড় হরফে ছাপা হইতেছে, দেশটা তাহাদের যতখানি, অখ্যাত, অজ্ঞাত, সাধারণ কর্ম্মী আমরা, দেশটা আমাদেরও ততখানি। দেশের উপরে আমাদের দাবী আত্মদানের জন্য, নিজেদের ভোগোপকরণ সংগ্রহের জন্য নহে। আমাদের আত্মদান সর্ত্তরহিত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

( ৪১ )

হরি ওঁ

পুপুন্‌কী
২৭শে পৌষ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা —, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কটা দিন বড় ব্যস্ততায় গিয়াছে, এজন্য তোমার জিজ্ঞাস্যের উত্তর

দেওয়া হয় নাই। এখন আমার ঢালাও অবসর। মঙ্গলবাঁধে কোনও কাজ নাই, বারাণসী বা কলিকাতায় কোনও কাজ নাই, কেবল দিন গণিতেছি, কবে গিয়া আসাম উপস্থিত হইব এবং ভীতিগ্রস্ত সন্তানদের সাহস দিব। স্থানত্যাগ করিতে আমি প্রত্যেককে নিষেধাজ্ঞা জানাইয়াছি, ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়া প্রতিজনে যে-কোনও অবস্থায় স্বস্থানে থাকুক। আজ দেশ-ব্যবচ্ছেদ, কাল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পরশু প্রাদেশিকতার তাণ্ডব, পরদিন বিদেশী দস্যুর রণোন্মাদ, ঝড়, বন্যা, ভূকম্প, মহামারী, সবকিছু অগ্রাহ্য করিয়া প্রত্যেককে নিজ স্থানেই থাকিতে হইবে। আসাম যাইতেছি সেইজন্য, আমি ইহাদের সঙ্গী থাকিতে চাহি।

তোমার প্রশ্ন স্বাভাবিক। মাতার আদেশ, পিতৃ-সংস্কার, সঙ্গ-সংসর্গ-প্রভাব আদি মিলিয়া মনে যে স্বাভাবিক রুচি গঠিত হয়, তাহার সহিত লড়াই করার কোন মানে হয় না। উল্লিখিত কারণগুলির দরুণ তোমার যেই রূপটীতে অভিনিবেশ আপনা-আপনি হইয়া যাইতেছে, তাহা হইতে তোমাকে স্খলিত করায় লাভ নাই। কিন্তু রূপ-বিশেষের ভাবনা করিতে করিতে নাম পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিবে, ইহা অলাভজনক।

রূপ যতই অপরূপ হউক, তাহা সসীম। কিন্তু "যে নামে সকল নামের সমন্বয়", সেই নাম যতই অরুচিপ্রদ মনে হউক, অনন্ত অসীম রূপকে নিজের ভিতরে ধরিয়া রাখিয়া মনকে নাম ও রূপের ঊর্দ্ধ স্তরে তুলিয়া দেয়। এই কারণে নামটী তুমি এখনই ছাড়িয়া দিতে পার না; যেই অবস্থায় পৌঁছিলে তুমি রূপের ঊর্দ্ধে যাইবে, সেই অবস্থায় নামের পৃথক অস্তিত্ব থাকিবে না,—অর্থাৎ নাম, নামী ও তুমি এক হইয়া যাইবে। আশীর্বাদ করি, সেই শুভদিন তোমার হউক।





এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটী। সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টায় মন দিলে সাধন-স্পৃহা কমিয়া যায়। এজন্য মনকে সম্পদলিপ্সা হইতে টানিয়া রাখা একান্তই সঙ্গত। কিন্তু তোমার লিপ্সা বা লিপ্ততা ব্যতীত যদি কার্য্যের আয়তন বাড়ে, কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার বাড়ে এবং তাহার ফলস্বরূপ আপনা-আপনি বিত্ত বাড়ে, তবে তাহা নিয়া চিত্তোদ্বেগ পোষণ করাও নিষ্প্রয়োজন। ধন-সম্পদ সাধনের শত্রু নহে, শত্রু হইতেছে ধন-সম্পদ লাভের দারুণ লালসা। লালসা ছাড়িয়া দিয়া "যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং, বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্।" ধন বেশী হইতেছে মনে হইলে সঙ্গে সঙ্গে পরার্থে উৎসর্গ করিয়া পাতলা হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক<br>
**স্বরূপানন্দ**

( ৪২ )

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী<br>
২৭শে পৌষ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

চরিত্রহীন পশুরা তোমার শুভ্র চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা মাখিয়া তোমাকে অধঃপতনের চরম সীমায় টানিয়া নিতে চাহিয়াছিল, তুমি সবলে বাধা দিয়াছ, আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া। তোমাকে আমি অভিনন্দন দিতেছি। তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া বিচরণ কর, ভয়কে মন হইতে দূরে সরাইয়া দাও। পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করাও এক প্রকারের পশুত্ব। * * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক<br>
**স্বরূপানন্দ**




COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

( ৪৩ )

হরিওঁ

পুপুন্‌কী
২৭শে পৌষ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ছয়টী কন্যার পিতা হইয়াছ, এখনো একটী পুত্রলাভ হইল না, এজন্য ভগবানের উপরে অভিমান করিয়াছ। কিন্তু ভগবানও ত তোমার উপরে এই অভিমান করিতে পারেন যে, সংসারে বহু পরিজন প্রতি-পালনের সুযোগ ও ক্ষমতা তিনি তোমাকে দিয়াছেন কিন্তু জগদ্বাসীর দুঃখ, অজ্ঞানতা, পাপ ও অপরাধ নিরাকৃত করিবার জন্য তোমার মন, স্পৃহা বা দেহ কোথায় আগ্রহী হইল? ভগবান তোমাকে এটা দিলেন না, সেটা দিলেন না বলিয়া রাগ করা তার পক্ষে অর্থহীন, যে ভগবানের জীবের ব্যথা, বেদনা, দুর্দ্দশা ও দুর্গতি দূরের জন্য কিছুই ত্যাগ করিবে না।

পুত্রে যদি তোমার প্রয়োজন থাকে, ভগবান যথাকালে দিবেন। বিশ্বাস রাখ আর প্রতীক্ষা কর। শুধু পুত্র হইলেই খুব একটা কিছু হইয়া গেল না। সৎপুত্র হওয়া চাই। আর, তেমন পুত্র লাভের জন্য দম্পতীর চাই সংযম-সাধনা।

সাধনায় অবতীর্ণ হও। যথাকালে সকল প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ







( ৪৪ )

হরিওঁ

পুপুন্‌কী
৭ই মাঘ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। "সরল ব্রহ্মচর্য্য" পাঠ করিয়া ইন্দ্রিয় চর্চ্চা হইতে নিজেকে একেবারে দূরে সরাইয়া নিয়াছিলে। এখন পুনরায় নিজেকে আয়ুঃক্ষয় ও শক্তিক্ষয়ে ডুবাইয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, দ্রুত নিজেকে সামলাইতে সমর্থ হও। তোমার ভিতরে একটা সবল-মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট মানুষ আছে। তুমি পুনরায় চেষ্টা কর। অবশ্যই তুমি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। শুধু তাহাই নহে, তুমি অনেক ইন্দ্রিয়াতুর ব্যক্তিকে মুক্তির পথ দেখাইয়া ধন্য হইবে।

তুমি তোমার লিঙ্গমূলে ভক্তি সহকারে আমার ধ্যান করিতে থাক। আমি তোমার কামোদ্বেগ কমাইয়া দিব। তখন তুমি নিজ ক্ষমতায় কামকে জয় করিবে।

কোনও স্ত্রীলোক সম্পর্কে মনে কুভাব আসিলে তাহার শরীর-মধ্যে আমাকে ধ্যান করিবে। অভিলষিতা নারীর সর্ব্ব অঙ্গে কামতাপহর স্নিগ্ধ শান্ত সমাহিত মূর্ত্তিতে আমিই আছি। সর্ব্বত্র আমাকে দেখ এবং সর্ব্বপাপ হইতে প্রমুক্ত হও। তোমার অন্তরের সমস্ত কাম আমাতে অর্পণ কর। প্রেম দিয়া আমি তোমাকে মুক্তির পথে টানিয়া আনিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

( ৪৫ )

চক্রধরপুর

হরি-ওঁ

২৮শে মাঘ, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ভগবানের প্রতি যে অনুরক্তি আসিলে মানুষ ভগবানের কাছে একমাত্র ভগবানের প্রীতি ব্যতীত আর কিছু চাহে না, নিজের স্বার্থের জন্য কিছুমাত্র প্রার্থনা করে না, তাহার নাম শুদ্ধা ভক্তি। এই শুদ্ধা ভক্তি তোমার লাভ হউক।

নিজেকে জানা, নিজের সহিত বিশ্বপতির সম্বন্ধকে জানা, নিজের সহিত বিশ্বের সকলের সম্বন্ধকে জানাই আত্মজ্ঞান। ভগবানের নাম করিতে করিতে ইহা লাভ হয়। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যে সাধন করে, তাহার ইহা দ্রুততর লাভ হয়।

যে কাজে বিবেক বাধা দেয়, তাহাই পাপ। যে কাজে তাপ, তাহাই পাপ। যে কাজে বিবেক সানন্দে অনুমোদন করে, তাহাই পুণ্য। যে কাজে বিমল আত্ম-প্রসাদ, তাহাই পুণ্য।

গরীব বলিয়া নিজেকে অসহায় মনে করিও না। ভগবান সকলের সহায়। অর্থ ছাড়া দুনিয়ায় কোনও কাজ হয় না বলিয়া অর্থার্জ্জনও বৈধ। পরের গলগ্রহ হইয়া বিপুল ধর্ম্ম করার চেয়ে নিজের উপরে নির্ভর করিয়া কিছু কম ধর্ম্ম করাও ভাল। সদুপায়ে যে অর্থ সংগ্রহ সম্ভব, তাহাতে অনাদর করিবে না।

অন্তরটাকে সকল বিপন্ন, আর্ত্ত ও দুঃখী লোকের জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রেমে







পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে। এইটাই সকল ধর্ম্মের আদি ধর্ম্ম। বিশ্বের সকলকে ভগবানের সন্তান বলিয়া ভালবাসিতে চেষ্টা করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

( ৪৬ )

হরিওঁ

জামশেদপুর

৭ই ফাল্গুন, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

জামশেদপুর হইতে হঠাৎ জরুরী প্রয়োজনে কলিকাতা যাইতে হয়। তাই পুনরায় জামশেদপুর আসিয়াছি। জামশেদপুরের ছেলে-মেয়েদের একটা বিশেষত্ব এই যে, প্রয়োজনের সময়ে তাহারা হঠাৎ একত্র হইয়া যাইতে পারে। ইহা অন্য সকল স্থানে সচরাচর দেখা যায় না। মনে রাখিও, ইহা একটা মস্তবড় সদ্‌গুণ। এই গুণটা আয়ত্ত থাকিলে আস্তে আস্তে হইলেও বড় কাজের ভিত্তি-রচনা নিশ্চিন্তে ও নির্ব্বিঘ্নে করা যায়। তিনসুকিয়া এবং ডিব্রুগড়ে দেখিয়াছি আমার একখানা কার্ড পৌছামাত্র সকলে নিমেষের মধ্যে মিলিত হইয়া গিয়াছে এবং সঙ্ঘশক্তি-বলে এমন সব অনুষ্ঠান করিয়াছে, যাহা বহু লোকে সুদীর্ঘ-কাল মনে রাখিবে। প্রত্যেক স্থানে এই জিনিষটার অনুশীলন হওয়া প্রয়োজন।

এক ডাকে সবাই সাড়া দেয়, কর্ম্মপন্থার প্রকার নিয়া অনর্থক

কথার সৃষ্টি করিয়া সময় নষ্ট করে না, একটা বিন্দুতে জেলাটার সম্পূর্ণ সিন্ধুকে আনিয়া একত্র করিবার জন্য আপ্রাণ করে, ইহার দৃষ্টান্ত চাই। জামশেদপুরের ছেলেরা অল্প-বিস্তর যাহা করিয়াছে, তাহা মাত্র সহর-টুকুরই ভিতরে, বাহিরে ইহাদের বিস্তার, প্রভাব বা প্রয়োগ অত্যল্প। তাহার এক কারণ ছোটনাগপুরের জনবিরলতা। অন্য কারণ স্থানীয় অধিবাসীদের শিক্ষার মানের নিম্নতা। এই অবস্থা ডিব্রুগড়-তিনসুকিয়ার নহে, তাই তাহারা নিজেদের অধিকাংশ অনুষ্ঠানে প্রায় সমগ্র জেলাটাকে টানিতে পারে। সকলকে আপন করিবার জন্য একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষা চাই। এই আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেকের প্রাণে জাগুক।

অশিক্ষিতদের মধ্যেই ত কাজ করিবার প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। এই দিকে তোমরা নজর দাও। শিক্ষিতম্মন্যদের মধ্যেও অশিক্ষিতের সংখ্যা কম নহে। তাহাদের প্রতিও অন্ধ হইলে চলিবে না। প্রেমমাখা আঁখি নিয়া চারিদিকে তাকাইবে। তোমার প্রেমের প্রসন্ন স্পর্শ শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকেই জাগাইবে, চেতাইবে, হাসাইবে, নাচাইবে, কথা বলাইবে, গান গাওয়াইবে, জগ-জন-মঙ্গল-কাজে প্রবর্ত্তিত করিবে। প্রেমের শক্তিতে বিশ্বাসী হও,—চালাকীর শক্তিতেও নহে, পশুবলের শক্তিতেও নহে। সেবার শক্তিতে বিশ্বাসী হও। মানুষকে সেবা দিয়া তাহার মাধ্যমে বিশ্বপতিকেই সেবা দিতেছ, এই প্রত্যয় হইতে কদাচ ভ্রষ্ট হইও না।

চক্রধরপুর কয়বারই গিয়াছি কিন্তু আমার প্রয়াস নিতান্তই খেলো সফলতা আহরণ করিতে পারিয়াছে। ভিতরে ভিতরে কে বা কাহারা মানুষের মনকে অন্য দিকে ঠেলিয়া নিয়া যাইতেছিল। এবার নদী





পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা ঠেলিয়া দুকূল ছাপাইয়া বন্যার তোড়ে ছুটিতেছে। মহিমা ঈশ্বরের। ধন্য পরমেশ্বর! ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ৪৭ )

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

৯ই ফাল্গুন, ১৩৬৯

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমাদের আসাম-ভ্রমণ স্থির হইয়া গিয়াছে। নিশ্চিতই আমরা যাইব। চৈনিক আক্রমণে মানুষের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা আমরা দূর করিব। ভয় তোমাদের নাশ করিব। পুনরায় আক্রমণকারীরা নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিবে বলিয়া যে তীব্র জনরব শুনিতেছ, তাহার হয় ত কোনও ভিত্তি নাই। কিন্তু এমন দুর্ঘটনা যদি সত্যও হইয়া পড়ে, তবু আমরা আমাদের ভ্রমণ-তালিকার পরিবর্ত্তন-সাধন করিব না। মরিতে মানুষ একবারই মরে। আমরাও একবারই মরিব। মরণের ভয় আমাদের নাই। কেবল পুপুন্‌কীর সঙ্কট আমাকে আটক করিয়া রাখিয়াছিল। এখন অর্থাগম নাই, কাজ একপ্রকার বন্ধ, আমার প্রত্যক্ষ উপস্থিতির প্রয়োজন অল্প, এই সময়ে আমার অফুরন্ত অবসর, ঢালাও ছুটি। সাধনাও সঙ্গে যাইবার জন্য ব্যগ্র। তাহার শরীর বড়ই কাতর। কিন্তু সে আসিবেই। স্বচক্ষে তোমাদের অবস্থা দর্শন করিতে সে উদ্‌গ্রীব। সে নিজে দুরন্ত সাহসী। সে তোমাদিগকে সাহসের বাণী শুনাইতে চাহে। তাহার অসুস্থতার জন্য আমি চিন্তিত, কিন্তু তার কোনও চিন্তা নাই।

দিকে দিকে সংবাদ ছড়াইয়া দাও,—বাবামণি আসিতেছেন ভয় দূর করিতে, ত্রাস দূর করিতে, অন্তরের দুর্ব্বলতা নাশ করিতে। প্রত্যেককে প্রেমে ও বলে উদ্দীপ্ত করিয়া তোল। প্রত্যেকে দেশ-জননীকে ভালবাসুক্। ভাল না বাসিলে ভয় দূর করিবে কিসের বলে? ভালবাসা কি দুর্ব্বলের ধর্ম্ম? ভালবাসা শক্তিমানেরই জয়-পতাকা। প্রত্যেকে প্রেমিক হউক,—ভগবৎ-প্রেমিক, দেশ-প্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক। প্রেম এক মহাসুধা, যাহা জগতের সকল হলাহলকে রূপান্তর দিতে, জন্মান্তর দিতে সমর্থ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ৪৮ )

হরিওঁ

গয়া

১৪ই ফাল্গুন, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আশিস নিও।

অদ্য প্রাতে মঙ্গলময়ীর মোটর-কারে পুপুন্‌কী হইতে রওনা হইয়াছি, বেলা চারিটায় গয়া পৌছিয়াছি। রাজগৃহ এক দিন এবং ডালমিয়া-নগর একদিন থাকিয়া 'কারে'ই বারাণসী যাইব। সঙ্গে দুইটী বিড়াল-শাবক আছে, আমরা নিরন্তর ইহাদের পরিচর্য্যাতেই ব্যস্ত। এজন্য পত্র লিখিবার অবসর নাই। তবু জোর করিয়া বিশ পঁচিশ খানার জবাব আজ দিলাম।

জগতের যত তর্ক, তাহার সবই প্রায় ধর্ম্ম লইয়া। রাজনীতি বাদ দিলে ধর্ম্মের মতন এমন উৎকৃষ্ট বিতণ্ডার ক্ষেত্র আর কোথাও নাই।





অথচ বিতণ্ডার সত্য সত্য অবসর ধর্ম্মে অতি কম। তোমার ধর্ম্ম লইয়া তুমি থাক, আমার ধর্ম্ম লইয়া আমি থাকি, একের ধর্ম্মাচরণ অপরের স্বাধীনতার পরিপন্থী না হইলেই হইল। পরমতসহিষ্ণুতা থাকিলে সত্যই ধর্ম্ম পরমশান্তির পথ। রাজনীতি-চর্চ্চায় শান্তি মিলে না, সফল ব্যক্তির হাতে শক্তি আসে; শান্তির আশায় কেহ রাজনীতির চর্চ্চা করে না, করে শক্তি লাভের দুরাকাঙ্ক্ষায়। সেই শক্তি নিজের শক্তি নহে, পরের শক্তিকে নিজের শক্তির অধীন করিয়া সেই শক্তিকে প্রয়োগ করার অধিকার অর্জ্জনই রাজনীতির চরম কথা। ধর্ম্মের তাহা নহে। ধর্ম্মে শান্তি মিলে, সেই শান্তি লাভ করিবার জন্য তরবারির বলে বা ভোটের জোরে অপরের শক্তিকে নিজের মুষ্টিতে আনয়নের প্রয়োজন পড়ে না। তবু যে ধার্ম্মিকেরাই জগতের অধিকাংশ অশান্তির জনক, ইহার কারণ পরমতে অসহিষ্ণুতা।

নিজ মতে অন্ধ বিশ্বাস হইতে কখনো কখনো এই অসহিষ্ণুতা জন্মে। পৃথিবীর সকল নরনারীকে আমার মতই গ্রহণ করাইব, অন্য কোনও মতকে চালু থাকিতে দিব না, এই অন্যায় জিদ্ হইতেও এই অসহিষ্ণুতা জন্মে। অপর-মতাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিতে দেখিলে অন্তরে যে ঈর্ষ্যা জন্মে, তাহাও এই অসহিষ্ণুতার জন্মদানে সাহায্য করে। "ধর্ম্ম" "ধর্ম্ম" জপ যাহারা করিতেছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে এই ভাবে জগতে অধর্ম্মের রাজত্ব বিস্তারিত করিতেছে। "গুরু" "গুরু" করিয়া যাহারা দিবারাত্রি ভাবে ও ভক্তিতে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও অনেকে ঠিক এই ভাবেই জগতে অধর্ম্মের প্রসার বাড়াইয়া যাইতেছে। তোমার গুরু? উনি ত আসলে আমার গুরুর পাদোদকসেবী মাত্র, এই জন্যই ত তাঁকে ভক্তি করি, আমার গুরুদেবের

পাদোদক যে পান করে, পাদুকা যে বহন করে, সে আমার হৃদয়ের রত্ন, মাথার মণি, পূজার বিগ্রহ। মহাদেব ত বিষ্ণুর ভৃত্য মাত্র। নতুবা মহাদেবকে কে ভক্তি করিত? বাস্, গজকচ্ছপের যুদ্ধ লাগিয়া গেল। আমার গুরুর বয়সের কথা বলিতেছ? তাহাতে কি আসে যায়? আমার গুরুর বয়স যখন এক, দেড় বা দুই, তখনি তিনি কাঁথায় হাগিতে হাগিতে মুখ বাড়াইয়া তোমার অশীতিপর বৃদ্ধ গুরুদেবের কাণে কাণে মহামন্ত্র শুনাইয়া দিয়া তাঁহাকে শিষ্য করিয়া দিয়াছিলেন। স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তখন আমার পূর্ব্বজন্ম চলিতেছে। টুনটুনিপাখী হইয়া গুরুদেবের ঘরের জানালায় বসিয়া ভোরের বিহগ-গীতি শুনাইতাম আমার গুরুকে। আমার স্বচক্ষে দেখা ঘটনা মিথ্যা হইয়া যাইবে? তোমার গুরু আমাদের গুরুর পদানত সুতরাং তোমাদের সমগ্র সঙ্ঘ আমাদের সঙ্ঘের পদানত। বসিয়া আছ কেন? এখনি ঢিপ করিয়া আমাকে একটা প্রণাম করিয়া লও।

এই সকল নীচতা ও হীনতার মধ্যে তোমরা যাইও না। ধর্ম্ম ও গুরু নিয়া যেখানে কলহ, সেখান হইতে তোমরা শত যোজন দূরে সরিয়া থাকিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

( ৪৯ )

হরিওঁ

পাণ্ডু
১৩ই চৈত্র, ১৩৬৯

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আশিস নিও।

সাধনা শিলিগুড়িতে কোনও অনুষ্ঠানেই যোগ দিতে পারে নাই।







পাণ্ডুতে ডাক্তারেরা তাহাকে শয্যা হইতে উঠিতে দিতে রাজি নহেন। সম্মুখে টংলা, ধানসিরি, ঢেকিয়াজুলি, তেজপুর, নগাঁও আর লঙ্কা। প্রত্যেক স্থানেই গুরুতর শ্রম আছে। তার পরেও আছে লামডিং তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড় ও শ্যামডাং।

তথাপি থামা চলিবে না। পথে নামিয়া থামিয়া যাওয়া আমাদের একজনেরও স্বভাব নহে।

পাণ্ডু হইতেই কেন, পাণ্ডুর আগে হইতেই শত শত ভয়াতুর প্রাণের দেখা পাইতেছি। বলিতেছি,—মাভৈঃ, ভয় নাই। নির্ভয় থাক, নির্ভর কর, দুর্ব্বলের বল ভগবান,—ভগবানকে পাইয়া বলীয়ান্ হও। সর্ব্বত্র বিদ্যুন্ময়ী প্রেরণা বিলাইয়া যাইতেছি। ঘুমন্তকে জাগানো যায়, মুমূর্ষুকে বাঁচান যায়, ভয়কে জয় করা যায়। ইহা জগতের চিরন্তন সত্য।

মানুষের মনে এই ত্রাস কেন আসিল, তাহা অনুসন্ধান করিতেছি। প্রেমহীনতা সন্দিগ্ধতার জনক। অসততা অপ্রেমের জনক। সস্তায় কিস্তিমাৎ করিবার লোভ অসততার জনক। নেতারা চৌদ্দটী বছর ধরিয়া রাজনীতি করিয়াছেন, রাজধর্ম্ম পালেন নাই। চোর, গুণ্ডা, কালোবাজারীরা দিকে দিকে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া লোকের নীতিজ্ঞানকে ধিক্কার দিয়াছে। এই প্রশ্রয় অতি শক্ত বাঁশের ঝাড়খানাতেও ঘুন ধরাইয়া দিয়াছে। ঈশ্বরবিশ্বাস দিয়া আমরা ইহার প্রতিকার করিব। ঈশ্বরবিশ্বাসী ছলচাতুরীর পথে ধন-সম্পদ চাহে না। ঈশ্বরবিশ্বাসী সন্দেহজনক কাজে হাত দেয় না। ঈশ্বরবিশ্বাসী কদাচ অপ্রেম করে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

( ৫০ )

হরিওঁ

লামডিং
২৭শে চৈত্র, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমরা কাল এখানে পৌছিবার সমসম কালে ট্রেণে নাগা আক্রমণ সুরু হইয়া গেল। হাসপাতাল আজ হতাহতে ভর্ত্তি। সব নিরীহ রেলযাত্রী।

সবাই আমাদিগকে লামডিং হইতেই বারাণসী ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন। কিন্তু তাহা আমরা করিব না। যে-কোনও প্রকারে সকল বিপদের ঝুঁকি নিয়া কালই আবার আসামের শেষ প্রান্তের দিকে রওনা হইব। তিনসুকিয়া হইতে ৯ই বৈশাখ ২৩শে এপ্রিল বিমানে গৌহাটী আসিয়া যেই ট্রেণ প্রথমে পাই, তাহা ধরিয়াই হোজাই ও হাওড়া-ঘাট আসিব। গৌহাটী হইতে ৩নং আপ আসাম মেইল ধরিতে পারা যাইবে কিনা, জানি না, কারণ মোহনবাড়ী হইতে বিমান কখন ছাড়ে আর কখন গৌহাটী বিমান-বন্দরে আসে, সঠিক জানি না। পূর্ব্বের সময়-তালিকা এপ্রিলে বদলও হইয়াছে। যাহা হউক, যেই সময়েই হোজাই গিয়া পৌছি, সঙ্গে সঙ্গে হাওড়াঘাট পৌছিবার ব্যবস্থা তোমাদের করিয়া দিতে হইবে! যে-কোনও অবস্থায় ১২ই বৈশাখ আমাদিগকে হোজাই নির্দ্ধারিত ট্রেণে ত্যাগ করিতেই হইবে। আকস্মিক নাগা-আক্রমণ আমার পথব্যয় বাড়াইয়া দিল, তোমাদের বাড়াইল উদ্বেগ। হাতের সময় কিছুটা কমিয়া গেল। ইহার মধ্যে সুশৃঙ্খলার সহিত সকল ব্যবস্থা সমাপন করিতে হইবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া চল। প্রতি





জীবে প্রীতি রাখিয়া চল। নিজেদের ভবিষ্যতে আস্থা লইয়া চল। প্রতি জনে নিজ নিজ কর্ত্তব্যে অবহিত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

( ৫১ )

হরিওঁ

লামডিং
২৭শে চৈত্র, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

লামডিং হইতে আমাদিগকে আর এক পদ উপরের দিকে অগ্রসর হইতে প্রতি জনেই বাধা দিতেছে। কিন্তু আমরা আসিয়াছি অভয় বিতরণ করিতে। আমাদের পক্ষে কি ভয় সাজে, না ইহা স্বাভাবিক? নির্দ্দিষ্ট ট্রেণেই নাহরকাটিয়া রওনা হইব। তবে ফিরিবার পথে উপদ্রুত অঞ্চলের কোনও প্রোগ্রাম নাই বলিয়া ট্রেণে না আসিয়া মোহনবাড়ী হইতে বিমানে গৌহাটী আসিয়া সেখান হইতে ট্রেণ ধরিয়া হোজাই নামিব। ২৩শে এপ্রিল, ৯ই বৈশাখ মঙ্গলবার কয়টার বিমানে আসিলে গৌহাটী কোন্ ট্রেণ ধরিতে পারিব, আমার জানা নাই। তিনসুকিয়া ও গৌহাটী পত্রালাপ দ্বারা যোগাযোগ করিয়া প্রথম প্রাপ্তব্য ট্রেণে আমাদের হোজাই যাওয়া সম্ভব করিতে হইবে। বিমানে ও ট্রেণে ক্রত আসন সংরক্ষণ করিয়া রাখ।

মানুষের মনে ভীতি এবং ত্রাসের রাজত্ব চলিয়াছে। তাহারা কাহারও উপরে নির্ভর করিয়া নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। আমি জানি, ঈশ্বরে নির্ভর আসিলে মানুষের ডর-ভয়



৬

দূরে যায়, সে নিশ্চিন্তে নিজ কর্ত্তব্য করিতে পারে। তাই আমি কোনও শক্তিশালী মানুষ বা কোনও ক্ষমতাধিকারী দলের উপরে আস্থা সৃষ্টির অমূলক চেষ্টা না করিয়া সর্ব্বশক্তিমানের উপরে আস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছি। আমার ঝটিকা-বেগে ভ্রমণ এই সময়ে অনেকের রজনীর দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটাইতেছে। এই কারণেই আমি আমার প্রোগ্রাম কোনও অবস্থাতেই বাতিল করিব না। আশৈশব আমি দুঃসাহস করিয়াই কাজ করিয়াছি—তোমরা আমার জন্য চিন্তা করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৫২ )

নাহারকাটিয়া

হরিওঁ

২৯শে চৈত্র, ১৩৬৯

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আহার প্রায় ত্যাগ করিয়া, বেশ দিন কতক কেবল ডাবের জলে প্রাণধারণ করিয়া কল্যাণীয়া সাধনা এখন সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। সাধনার পীড়ার গুরুত্ব বিবেচনায় আমি ত আমার নিজ স্বাস্থ্য সম্পর্কে একেবারে মৌনী হইয়া গিয়াছিলাম। বেচারী প্রেমাঞ্জন একাকী আমাদের দুইজনের জন্য অবিশ্রান্ত খাটিয়া প্রায় আধমরা হইয়া গিয়াছে। তবু কাজে ক্ষান্ত দিবার উপায় নাই। স্থান হইতে স্থানান্তরে ছুটিয়া গিয়া ভয়ার্ত্তদের প্রাণে অভয় জাগাইতে হইবে। ব্রত কঠিন,





পথ দুর্গম, শ্রম অফুরন্ত। ভীতিগ্রস্তেরা যে নবোৎসাহের সঞ্চারণায় মুখের দুশ্চিন্তা-রেখা মুছিয়া ফেলিতেছে, ইহাই আমাদের সান্ত্বনা।

কাল লামডিং এর লোকেরা আমাকে পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিয়াছে,—“যাবেন না, বাবা যাবেন না।” ট্রেণ নাই, তবু ষ্টেশানে চলিলাম। একখানা ট্রেণ কোনও ক্রমে তৈরী হইল, সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকে ভরিয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ আমার জন্য আলাদা একখানা বগী গার্ডের গাড়ীর পিছনে জুড়িয়া দিলেন। যে-কোনও সময়ে বিদ্রোহী নাগাদের ডিনামাইটে গাড়ী উড়িয়া যাইবে, বুকভরা এই দুরু-দুরু আতঙ্ক নিয়া সকলে রওনা হইল। সারারাত্রি অনিদ্রায় কাতর থাকিয়া আজ সকালে এখানে নিরাপদে পৌছিয়াছি। নাগাদের ডিনামাইটে কি করিতে পারে, তার বীভৎস দৃশ্য চোখে দেখিলাম। মণিপুর রোডে আসিতেই ৩৫টী আপনার জনকে দেখিলাম। যাহারা সদ্যোমৃত্যুর মুখ হইতে বাঁচিয়াছে। ‘তার’ করিয়া তোমাদের জানাইয়াছি যে, নিরাপদে আছি। এখনি ছুটিতে হইবে ভাষণ দিতে। শুধু এই কথা বলিতে,—“ভয় নাই, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, হরিওম্—ঈশ্বর আছেন।” কর্ত্তব্য দিয়াছে ডাক, অন্য দিকে তাকাই কি করিয়া?

তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। আমরা সুস্থ শরীরেই ফিরিয়া আসিব। তুমি মন দিয়া নিজের কর্ত্তব্য করিতে থাক। কর্ত্তব্য পালনের মত আনন্দ মানুষের জীবনে আর কি আছে? সেই কর্ত্তব্য যতই কঠোর হউক না কেন, যাহার জন্ম প্রেম হইতে, তাহা অনুপম স্বর্গীয় বস্তু।

দরং জেলার সর্ব্বত্র পীতাতঙ্ক চলিয়াছে। চীনযুদ্ধে লিপ্ত সৈনিকদের কানে কানে পর্য্যন্ত আমাদের বলিতে হইয়াছে,—“ভয় পাইও না, ঈশ্বর

আছেন।" এখানে সে আতঙ্কের সঙ্গে রহিয়াছে নাগা-বিভীষিকা। সর্ব্বত্র আমাদের এক কাজ। শুধু বলা,—"ভয় নাই"। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৫৩ )

হরি-ওঁ

নাহারকাটিয়া

৩০শে চৈত্র, ১৩৬৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সেদিন তোমরা কয়েকজনে নিজেদের প্রাণের ভয় সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া আমাদের নিরাপদ স্থানে পৌছা পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলে। তোমাদের সাহস, আনুগত্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

মানুষের অন্তরের ভয় ভাঙ্গানোর কাজে তোমরা লাগিয়া যাও। যার নিজের মনে ভয় নাই, একমাত্র সে-ই একাজে সফল হইতে পারে। আর অন্তরে যাহার আছে প্রেম, সে ভয়কে জয় করিতে পারে। পরমেশ্বরে তোমরা সম্পূর্ণরূপে নিজেদিগকে অর্পণ করিয়া দাও।

এখানে পৌছিয়াই সঙ্গে সঙ্গে তোমাদিগকে পৌছ সংবাদ দিতে পারি নাই। এখানকার ভিড়ে তাহা পারি নাই। এজন্য দুঃখিত হইও না। লোকেরা পত্র লিখিবার অবসরটুকু দেয় নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ





( ৫৪ )

হরি-ওঁ

আগরতলা

১৬ই বৈশাখ, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু:—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আসামের দুরন্ত ভ্রমণ সারিয়া কাল আগরতলায় পৌছিয়াছি। তন্দ্রায় শরীর ঢলিয়া পড়িতেছে, ক্লান্তিতে অবশ হইয়া গিয়াছি। সাধনা কি যে দুরন্ত পেটের ব্যথা ও শারীরিক ক্লেশ নিয়া এবার অধিকাংশ স্থানের প্রগ্রাম রাখিয়াছে, তাহা দেখিলে তোমার চোখে জল পড়িত। আজ কাজ নাই, আজ সে শয্যাশায়িনী, কাজ থাকিলে ইহারই মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইত। কাল সন্ধ্যায়ই ডাক্তার ডাকা হইয়াছে। জল, ঝড়, বৃষ্টি আদি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগও গত ১৩ই চৈত্র হইতে কম যায় নাই। সাধনার চিকিৎসার জন্য দ্রুত একটা নিরিবিলি স্থানে কলিকাতায় আশ্রয় চাই।

আসামে যে শ্রম আমরা এবার করিয়াছি, তাহা অতীতের যে-কোনও শ্রমপূর্ণ ভ্রমণ-সূচীকে অগ্রতিভ করিয়া দিতে পারে। শ্রমের ফলরূপে পাইয়াছি, মানুষমাত্রের মনের মধ্যে এক সুজাগ্রত আত্মবিশ্বাস, যাহা ভোগী, বিলাসী, স্বার্থপরায়ণ ক্ষমতাধিকারীদের বাণী হইতে ইহারা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। গত ১৩ই বৈশাখ গৌহাটীর বিরাট জনসভায় সভাপতিত্ব করিবার কালে আসাম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় গোপালজী মেহেরোত্রা আমাদের সেবাকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন। জনসাধারণ জানিয়াছে যে, তাহাদের ঘোরতর

বিপদের দিনে আমরা কদাচ তাহাদের সঙ্গ ছাড়িব না। এইটুকু আমাদের প্রাণের পরিতৃপ্তি।

দ্বিতীয় বারের আসাম ভ্রমণের তালিকা মুদ্রণের জন্য দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে সাধনার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসা প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৫৫ )

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২০শে বৈশাখ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দেশের সকল সমস্যার সমাধান একজন মহাপুরুষ নিজের শক্তিবলে করিয়া দিবেন, আর আমরা সকলে ঘরে বসিয়া তাহার ফলে শান্তি উপভোগ করিব, এই জাতীয় আজগুবি চিন্তা তোমরা ছাড়িয়া দাও। দেশের সামগ্রিক সমস্যার সমাধান দেশের প্রত্যেকটী লোকের চেষ্টার দ্বারা করিতে হইবে। যখন অসংখ্য লোক একই উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিবার জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা অনুভব করিবে, তখন স্বভাবের নিয়মেই তাহাদের মধ্য হইতে এমন কেহ কেহ আবির্ভূত হইবেন, যাঁহাদের চেষ্টায় পরস্পর অপরিচিত শত সহস্র ব্যক্তি একটী অচ্ছেদ্য ঐক্য-পাশে আবদ্ধ হইবেন। দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই জন্য কাজে লাগিতে হইবে, মহাপুরুষদের ম্যাজিক বা অলৌকিক শক্তিতে এসব সুসিদ্ধ হইবে না।

যে যে প্রতিষ্ঠান নিজেদের প্রভুত্ব বাড়াইবার দিকে দৃষ্টি না দিয়া





শুধু মানব-কল্যাণের পানে তাকাইয়া কাজ করিতেছেন বা করিবেন, দেশের ভাবী জাগরণে তাঁহাদের দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৫৬ )

হরিওঁ

মঙ্গল-কুটীর

২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার স্বামী মনুষ্যকুলের অলঙ্কার ছিল। সে যে পবিত্র সংযম-ব্রত দীর্ঘকাল সস্ত্রীক পালন করিয়া গিয়াছে, তাহা অসাধারণ। তাহার কাছ হইতে গৃহী অখণ্ডগণ শিক্ষা করুক যে, সস্ত্রীক এক শয্যায় বাস করিয়াও গুরুকৃপায় পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য সম্ভব। যে সকল কামকাতর কুক্কুর স্ত্রী থাকিতেও পরনারীতে কুচিন্তা করে, তাহারা শিক্ষা করুক, স্বরূপানন্দের প্রকৃত সন্তানেরা কি। তোমাদের দাম্পত্য জীবন সহস্র সহস্র পথিকের জীবনের দীপশিখা।

আমি যে নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে আসিয়াছি, তাহাতে এইরূপ আশ্চর্য্য শক্তির প্রকাশ অনেকের ভিতরে ঘটিয়াছে। সস্তার বাহবা দিয়া আমাদের প্রয়োজন নাই বলিয়াই বাহিরে ইহা প্রচার করি না।

তুমি তোমার স্থানীয় গুরু-ভগিনীদিগকে নবপ্রেরণায় উন্মাদিত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৫৭ )

Hari Om

Mangal Kutir
14-11-63

Kalyaniyeshu :—

My beloved daughter P—, my sweetest love and most affectionate blessings to you and to your two little daughters whom I always remember with great delight and affection. I always pray for you. Let there be peace in your minds, health in your bodies, energy in your hearts and perfect faith in God in your souls. May you make your human existence fully profitable by your devotion, sadhana and chaste pursuit of life.

Yes, it is regrettable that I cannot write to you frequently. The first cause of this inability is the fact that I seldom stay at one place for a long time. Constant travel hinders pen-work.

* * *

At Bangalore you are almost alone as there are none to help, inspire and co-operate with you in your spiritual endeavours. But my dear daughter, I am always with you throughout the day and night, never leaving you for a single moment. Not only at the time of difficulties am I with you but I am with you at all circumstances, good, bad or indifferent. I am in the Holy Name, I am in your holy breath, I am in every atom and molecule in you. Believe that I am never far, I am always close and near.





By knowing **ME** as your heart of hearts, as your soul of souls, you will engender a tremendous love in you which will easily envelop the whole creation and make everybody and everything the happy object of your holy love. I bless that my daughter may thus become the mother of the whole world,

With blessings again,

Yours affectionately,
**Swarupananda**

( বঙ্গানুবাদ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমাকে এবং তোমার ছোট্ট মেয়ে দুটীকে আমার মধুরতম স্নেহ এবং পরম স্নেহার্দ্র আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। তোমার মেয়ে দুটীকে আমি সর্ব্বদাই অশেষ আনন্দ ও প্রীতি সহকারে স্মরণ করিয়া থাকি। তোমাদের জন্য নিয়ত আমার প্রার্থনা। চিত্তে তোমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক, দেহে প্রতিষ্ঠিত হউক স্বাস্থ্য, হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউক মহাবল এবং অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হউক পরমেশ্বরে নিঃশেষে বিশ্বাস। তোমরা তোমাদের ভক্তি, সাধনা ও পবিত্র জীবন দ্বারা তোমাদের মনুষ্যজন্মলাভকে সম্পূর্ণরূপে সার্থক কর।

হাঁ, ইহা দুঃখেরই কথা যে আমি সর্ব্বদা পত্র লিখিতে পারি না।

ইহার প্রধানতম কারণ এই যে, আমি এক স্থানে দীর্ঘকাল দীর্ঘসময় থাকি না। নিয়ত ভ্রাম্যমাণতা লেখনীর কাজে বাধা।

* * * *

ব্যাঙ্গালোরে তুমি বলিতে গেলে একা আছ, একথা সত্য। তোমার সাধন-কর্ম্মে তোমাকে সহায়তা, সহযোগিতা বা প্রেরণা দিবার লোক ওখানে কেহ নাই। কিন্তু স্নেহের মা, আমি যে সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। সমগ্র দিন সমগ্র রাত একটী নিমেষের জন্যও আমি তোমাকে পরিত্যাগ করি না। আমি তোমার নিত্যসাথী। কেবল বিপদের সময়েই আমি তোমার সঙ্গে আছি, তাহা নহে ;—ভাল, মন্দ, ভালমন্দের অতীত সর্ব্ব অবস্থাতেই আমি তোমার সঙ্গে আছি। পরমেশ্বরের পবিত্র নামে আমি আছি, তোমার পবিত্র নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে আমি আছি, তোমার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে আমি আছি। বিশ্বাস কর, আমি কদাপি দূরে নহি, আমি সর্ব্বদাই তোমার একান্ত নিকটে। আমাকে হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার আত্মা জানিয়া তুমি এমন এক বিশ্ব-ব্যাপী প্রেমের অধিকারিণী হইবে, যাহা সমগ্র সৃষ্টিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবে এবং প্রত্যেকটী ব্যক্তি ও প্রত্যেকটী বস্তুকে তোমার পরমপবিত্র ভালবাসার সুখময় আধারে পরিণত করিবে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, আমার কন্যা যেন এভাবে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মাতা হয়।

পুনরপি আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**







( ৫৮ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অঙ্গহীন অসহায় কন্যা আমার, চতুর্দ্দিকে কত তোমার আপদ-বিপদ, এত বড় একটা সহরের মধ্যে যেন দক্ষিণ মেরুর নিঃসঙ্গ নিরুত্তাপ জীবন যাপন করিতেছ,—তার মধ্যে আবার আমার কাজের জন্য টাকা পাঠাইয়াছ। কি ভাষায় যে তোমার এই ত্যাগকে প্রশংসা করিব, খুঁজিয়া পাই না। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ঈশ্বরপ্রেম দিনের পর দিন গাঢ় হইতে গাঢ়তর হউক, ভগবানের প্রিয়-কার্য্য সাধনকে জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম জানিয়া তাহাতে আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য হও।

চতুর্দ্দিকে ষড়যন্ত্রকারীরা তোমাকে ঘিরিয়া যতই জাল ছড়াইতে চাহুক না, নিমেষের জন্যও তুমি তোমার আত্মবিশ্বাস হারাইও না। বিশ্বাস করিও, তোমার প্রত্যেকটী বিপদে প্রত্যেকটী আপদে রক্ষাকর্ত্তা-রূপে আমি তোমার সঙ্গে আছি। সাহস রূপে, ধৈর্য্য রূপে, প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব রূপে আমি নিয়ত তোমার সঙ্গে থাকিব। চোর, ডাকাত, লম্পট, শঠ, দুর্ব্বৃত্ত ও দুরাচার, কাহাকেও ভয় করিয়া তাহার পাপ ইচ্ছার নিকটে তোমার নত হইবার প্রয়োজন নাই। যাহারা এখন নিজ নিজ স্বার্থের লোভে তোমার বিরুদ্ধে অনুচিত, অসত্য ও অকথ্য অপবাদ রটনা করিতেছে, তোমার সহিষ্ণুতা ও বীরত্ব তাহাদের সকলের রসনা-কণ্ডূয়ন স্তব্ধ করিয়া দিবে। তুমি আমার সন্তান, কেবল আমাতে বিশ্বাস রাখ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ৫৯ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। পরিবারস্থ প্রত্যেককে আমার আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ জানাইও।

সাধন ছাড়া সদ্রুচি আসে না, সদ্রুচি প্রবল না হইলে কেহ ত্যাগ-স্বীকার করে না। এই জন্য স্বার্থপর ধরণীর প্রতিটি প্রাণীকে আমি সাধন-পরায়ণ হইতে প্রেরণা দিয়া থাকি। তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাধনে উৎসাহ দাও। বাহিরের আড়ম্বরে সাধনের প্রকৃত মাধুর্য্যটুকু যাহাতে নষ্ট না হইয়া যায়, তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রতি-জনে পথ চল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ৬০ )

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। আমার প্রত্যেকটী সন্তানকে জানাইও। আলাদা করিয়া তাহাদিগকে পত্র দিতে পারিলাম না।

তোমাদের প্রতিজনের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। আরও বেশী





করিয়া কাঁদে আমার অবনতিদশাগ্রস্ত পাহাড়ী পুত্র-কন্যাদের জন্য। যাহাদের দেখিয়াছি, সাদরে বুকে ধরিয়াছি, কেবল তাহাদের জন্যই নহে, যাহাদের দেখি নাই, কাছে পাই নাই, তাহাদেরও জন্য। তোমরা পরম প্রেমভরে আমার সেই সকল পুত্র-কন্যাদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সর্ব্ব-স্থানে অভিযান সুরু কর, যাহাদিগকে সভ্যতার আলোক পাইবার জন্য দশ হাজার, বিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার বা লক্ষ বৎসর ধরিয়া ঐ গভীর বনে, ঐ দুর্গম পর্ব্বতে, ঐ নির্ব্বান্ধব কান্তারে অনুন্নত অবস্থায় অপেক্ষা করিতে হইতেছে।

অপরিচ্ছন্নকে পরিচ্ছন্ন, অপবিত্রকে পবিত্র, অবোধকে সুবুদ্ধি-সুন্দর, অসৎ ও অসতীকে সৎ ও সতী, মদ্যপকে পানদোষবর্জ্জিত, লম্পটকে সংযম-পরায়ণ এবং অলসকে কর্ম্মঠ করিয়া তোমাদের তুলিতে হইবে। মনে রাখিও, আমার সন্তান হওয়ার মানেই হইতেছে জগৎ-সেবার অধিকার, বিশ্বজনের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করিবার দায়িত্ব।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ৬১ )

মঙ্গলকুটীর

হরিওঁ

১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ইচ্ছা ত করি এক এক ফাঁকে এক এক অঞ্চলে ছোট্টমোট্ট একটী ভ্রমণ দিয়া আসি। কিন্তু সঙ্গীয় ছাপান ভ্রমণ-তালিকা ও তাহার পাশে

লিখিত মন্তব্য পাঠে বুঝিবে যে, এবার কেন রওনা হইয়াও কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলাম। পুপুন্‌কীতে আসিয়া দৈনিক দশ ঘণ্টা ঘুম আর সাত বার ঔষধ সেবনের ডাক্তারী নির্দ্দেশ পালন করিতেছি। রৌদ্রে যাই না, কাজ দেখি না, কেবল ঘরে বসিয়া উপদেশ দেই। তাতেও কাজ আগাইয়া যাইতেছে।

শরীর সুস্থ হইলে হঠাৎ এক ফাঁকে আবার একটা প্রোগ্রাম করিয়া বসিব। অতর্কিতে এক এক স্থানে যাইব এবং দেখিব, কে বা কাহারা কেমন প্রস্তুত আছে।

নিয়ত ঈশ্বরাশীর্ব্বাদের জন্য প্রস্তুত থাকা এক চমৎকার অবস্থা। আমি ত জীবনের যে-কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা প্রস্তুত থাকি। মনকে প্রেম দিয়া পরিষিক্ত করিয়া লইয়াছি, কোনও অতর্কিত ঘটনাই আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। তোমরাও তদ্রূপ হও। প্রেম তোমাদের সাধনা হউক, প্রেম তোমাদের সাধ্য হউক, প্রেম তোমাদের সিদ্ধি হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ৬২ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

**কল্যাণীয়েষু :—**

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

লিখিয়াছ, বড় দুঃখ করিয়াই লিখিয়াছ, জীবন-রবি হেলিয়া পড়িল





অথচ ইন্দ্রিয়-সংযম হইল না। তোমার অন্তরের বেদনা আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু বাবা, ভোগ-লিপ্সার উপরে কর্ত্তৃত্ব-স্থাপন ত অতি সহজ কথা। তুমি "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" লিখিত শক্তিসামোর প্রক্রিয়াগুলি ভাল করিয়া পাঠ করিও এবং যেটি যেটি সম্ভব, উভয়ে অল্প অল্প করিয়া অনুশীলন করিও। দেখিবে, সমস্ত তাপ আপনি প্রশমিত হইয়া জীবনে দিব্য আনন্দের সঞ্চার হইবে। এই কলিকাতা সহরেই তোমার যুবক গুরু-ভ্রাতাদের মধ্যে এমন কেহ কেহ আছে, যাহারা দাম্পত্য সংযমের চতুর্থ বৎসর অতিক্রম করিয়া পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিল। শিষ্যদের এই কৃতিত্ব আমাকে সকল গুরুদেবদের অপেক্ষা কৌলীন্য দিয়াছে, যদিও কথাটা আমরা প্রচার করি না।

অগ্রসর হও। হতাশ কেন হইবে? জীবনের বহু পরমায়ু তোমার রহিয়াছে এবং তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহারে তুমি নিশ্চিত সমর্থ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ৬৩ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

**কল্যাণীয়েষু :—**

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের মণ্ডলীটী ক্ষুদ্র কিন্তু তোমরা ক্ষুদ্র নহ। তোমরা সকলে মিলিয়া অনায়াসে এবং স্বল্প সময়ে মণ্ডলীটাকে অসাধারণ ক্ষমতাশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পার। কিন্তু তাহা যে তোমরা করিতে আগ্রহী হও না, ইহাই ত একমাত্র আফশোষ।

আর এক দৃষ্টিতে, তোমাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা মণ্ডলী অনেক বড়। তোমাদের প্রতিজনকে প্রেমালিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিবার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি মণ্ডলীর রহিয়াছে। এই জন্যই মণ্ডলী তোমাদের গুরু-বিগ্রহ, মণ্ডলী তোমাদের প্রণম্য।

মণ্ডলী যতই ক্ষুদ্র হউক, মণ্ডলী গড়িয়া তোমরা প্রতিজনে তাহার প্রতি অনুগত থাকিবে। মণ্ডলীর প্রতি আনুগত্য শ্রীগুরুরই প্রতি আনুগত্য বলিয়া জানিবে। মণ্ডলীকে শ্রদ্ধা করিবে, সম্ভ্রমকরিবে, সম্মান করিবে, মণ্ডলীকে শততীর্থের চেয়ে অধিকতর মান্য জ্ঞান করিবে. মণ্ডলীর মধ্যে যাহাতে নিত্যশান্তি এবং সদা-সততা বিরাজ করে, তাহার দিকে প্রখর লক্ষ্য দিবে। মণ্ডলীর আশে পাশে দশ যোজনের মধ্যেও মিথ্যা, খলতা, প্রবঞ্চনা, অপবিত্রতা ও পাপকে প্রবেশ করিতে দিবে না, এই জিদ্ নিয়া চলিবে।

মণ্ডলী তোমাদের প্রেমের আস্পদ এবং প্রেমের বর্দ্ধক। মণ্ডলী তোমাদের প্রেমের বিগ্রহ, তোমাদের গুরুর সংঘমূর্ত্তি। অখণ্ডমণ্ডলীকে কদাচ খণ্ড খণ্ড হইয়া লণ্ড-ভণ্ড হইতে দিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৬৪ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যে উদ্যম লইয়া তোমরা জেলার সংগঠনে নামিয়াছ, তাহার উদ্যোগ-





পর্ব্ব আমি সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখিতেছি। কিন্তু বাবা উদ্যোগ-কালে যত কলরব হয়, প্রকৃত কার্য্যকালে তাহা থাকে না। যথার্থ কর্ম্মী চিরকাল নিভৃত-সঞ্চারী। মান-যশের লোভবর্জ্জিত আগ্রহী কর্ম্মীর উপরে কার্য্যভার দিবে, অনেক কথা কহিতে পারে বলিয়াই কাহাকেও ভার পাইবার যোগ্য মনে করিও না। অন্তরে যার প্রেম আছে, তাহাকে কার্য্যভার দিবে, প্রেমের অভিনয় করিতে পারে বলিয়াই কাহাকেও কার্য্যভার দিও না। প্রকৃত ত্যাগ যাহাদের আছে, তাহাদের উপরেই কার্য্যভার দিবে, ত্যাগের বাহাদুরী যাহারা করে, তাহাদের উপরে আশা ন্যস্ত করিও না। কম কর্ম্মীরাও বেশী কাজ করিতে পারে, যদি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে এবং কথা কম বলে। বেশী কথায় কাজ নষ্ট হয়, আবার কথা ছাড়া কাজ হয় না। তাই প্রতিজনে মাত্র প্রয়োজনীয় কথা কহিবার অভ্যাস করিবে।

কর্ম্মীতে কর্ম্মীতে প্রেম থাকিলে কাজ দ্রুত অগ্রসর হয়। কর্ম্মীতে কর্ম্মীতে অপ্রেম থাকিলে কাজের সর্ব্বনাশ হয়। কাজ বণ্টন আর প্রেম-বর্দ্ধন দুইটীর মধ্যেই সামঞ্জস্য থাকা চাই। আমার শরীর পীড়িত কিন্তু হঠাৎ যেদিন আসিব, তোমাদের কৃতকার্য্যতা দেখিয়াই যেন সুস্থ হইয়া যাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৬৫ )

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর
২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পূর্ব্বেই জানো, হঠাৎ শরীর অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়াতে উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ বাতিল করিয়া পুপুনকী আসিয়াছি এবং দৈনিক ১০ ঘণ্টা নিদ্রা আর ৭ পদ ঔষধ সেবন করিতেছি। তার ফাঁকে যে কয়খানা পত্র লেখা সম্ভব, তাহাই মাত্র লিখিতেছি। স্নানাহার বা নিদ্রার ডাক পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে লেখনী ছাড়িয়া দেই। সুতরাং তোমাদের অনেককে এখন পত্র পাইবার আশা ছাড়িতে হইবে।

তবু জন্মদিনে বারাণসী এবং সপ্তাহ উৎক্রমণের দিনে কলিকাতায় যাইব। আবার ঐ দিনটীতেই মা সংহিতার জন্মদিনটী পালিত হয়।

তোমরা সুস্থ থাক, আনন্দে থাক, নির্ভীক থাক, নির্ম্মল থাক, সকল কলঙ্ক এবং মলিনতার ঊর্দ্ধে থাক। তাহাতেই আমার সুখ, তাহাতেই আমার স্বাস্থ্য। তোমাদের প্রত্যেককে আমি কেবল ভক্তিমতীই দেখিতে চাহি না, কর্ম্মক্ষেত্রের গহন মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া প্রতিজনে কাজের মত কাজ করিতেছ, ইহা দেখিতে চাহি। এখানে আমার মন্ত্রশিষ্যা কামিনগুলি দশ বিঘা জমি দূর হইতে তের চৌদ্দখানা ইট মাথায় করিয়া আনিয়া কাজের জায়গায় ফেলিতেছে আর সারাদিন খাটিয়া কোনও প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবার অন্নটী অর্জ্জন করিতেছে। তোমাদের বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, তোমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া





কেন আমার কাজ করিবে না? এখনো ঘরে ঘরে অজ্ঞান বিরাজ করিতেছে। কেন তোমরা ঘরে ঘরে গিয়া জ্ঞানের বাতি জ্বালাও না? কেন তোমরা প্রাণে প্রাণে প্রবেশ করিয়া আশার বীণায় ঝঙ্কার তুলিতে চেষ্টা কর না? কেন তোমাদের প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে হতাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার স্তব্ধ অন্ধকার? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

( ৬৬ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পরমেশ্বর তোমাদের যে কয়জনকে কণ্ঠের সম্পদ দিয়াছেন, তাহারা, শরীর এবং কণ্ঠের উপরে অত্যাচার না করিয়া যতটুকু করা যায়, ততটুকু কাজ ঘরে ঘরে কর। গাহিয়া যাও জাগরণী গীতি, শুনাইয়া যাও প্রাণ-আকুল-করা আহ্বান, ভাঙ্গিয়া দাও দীর্ঘকালের তন্দ্রাতুরের সকল তন্দ্রাঘোর। তোমাদের প্রতিজনের কাজে আমার প্রত্যাশা অন্তহীন। তোমরা বিশ্বাস করিও যে, তোমাদের শক্তিও অন্তহীন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

( ৬৭ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার অনেক দিন আগেকার প্রার্থিত আশীর্ব্বাদটী আজ করিতেছি। হাঁ বাবা, দাম্পত্য সংযমে কৃতকার্য্য হও। স্বামী ও স্ত্রীতে সংযমী থাকা খুব কঠিন ব্যাপার নহে। অভ্যাসের উপরে কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্বের প্রয়োজন হয় মাত্র। পতিপত্নীর সংযম অসম্ভব ব্যাপার নহে অথবা যেমন দুঃসাধ্য বলিয়া ইহা বর্ণিত হয়, তেমন দুঃসাধ্য নহে। তবে ইহাতে কৃতিত্ব লাগে, আত্মবিশ্বাস লাগে, যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। সাধন করিয়া সেই যোগ্যতা তোমরা সঞ্চয় কর।

স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক সাধু-পুরুষকেও দুর্ব্বল হইতে দেখা যায় আর সেই স্ত্রীলোককে কাছে রাখিয়া এবং বুকে ধরিয়াও স্বামীরা অবিচলিত থাকিবেন, প্রথম দৃষ্টিতে ইহা অসম্ভব মনে হইবে। কিন্তু অসম্ভব নয়। তোমার স্ত্রী ত সর্ব্ব অবস্থায় তোমারই আছেন, তুমি লিপ্ত হও বা অলিপ্ত থাক। যিনি সর্ব্বক্ষণই তোমার আছেন, তাহাকে নিয়া সংযম পালন অনেক সহজ। তোমরা পরস্পরের মধ্যে প্রেমকে প্রগাঢ় কর। দেখিও, কাম পলাইয়া যাইবে। যেখানে প্রেম, সেখানে কাম নাই। তোমরা প্রকৃত প্রেমিক প্রেমিকা হও, একে অন্যের জন্য জীবনোৎসর্গের ক্ষমতা অর্জ্জন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ





( ৬৮ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার বিভিন্ন সময়ের বাণী সঙ্কলন করিয়া তোমরা সমস্ত পৌষ মাস জুড়িয়া চতুর্দ্দিকে প্রচার করিবে শুনিয়া সুখী হইলাম। পৌষ মাস আমার জন্মমাস বলিয়া আমিও এই মাসটায় অন্য সব মাসের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করিয়া থাকি। তবে আমার বাণী-প্রচারের চেয়েও বড় কাজ তোমাদের হাতে আছে। শুধু করিলেই হয়। কাজটী হইতেছে, আমার বাণীকে নিজ- নিজ জীবনে মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তোলা এবং জগদ্বাসীকে বুঝিতে বাধ্য করা যে, যাহা মানুষের সম্পর্কে মানুষ সর্ব্বদা বা প্রায়ই অসম্ভব জ্ঞান করে, প্রকৃত মানুষের পক্ষে তাহা মোটেই অসম্ভব নহে। তোমরা প্রত্যেকে আমার বাণীর এক একটা জীবন্ত প্রদর্শনী হও।

আর এক কথা। আমার প্রত্যেক পুত্রকন্যাকে বলিয়া দাও, এক-জনকেও অলস হইলে চলিবে না। একজনও বেকার-জীবন যাপন করিবে না। নিজের যোগ্য বা রুচিমত কাজ না পাও, নিজের অযোগ্য ছোট কাজে হইলেও লাগিয়া যাইতে হইবে। কাজ যদি অসৎ না হয়, তবে কোনও কাজকেই হেয় মনে করা চলিবে না। আমি যেমন করিয়া অনলস চিত্তে জীবন ভরিয়া কেবল কাজই করিয়া যাইতেছি, তোমরা যদি আর কিছু না করিয়া আমার এই অভ্যাসটুকুকে মনে প্রাণে অনুসরণ কর, তাহা হইলেই তোমাদের জীবনের সব চেয়ে বড় কাজটা হইয়া গেল,

একথা বিশ্বাস করিও। আমার নামে জয়ধ্বনি দেওয়া সহজ কিন্তু আমার এই অনুশীলনটিকে নিজ জীবনে ফুটাইয়া তোলা কঠিন। তাই বলিয়া কি আমার সন্তান বলিয়া পরিচয়দানকারীরা কর্ত্তব্যে কুন্ঠিত হইবে?

পরের অনিষ্ট না করিয়া নিজে বড় হও। পরের ক্ষতির কারণ না হইয়া আত্মোন্নতি কর। পরকে ঈর্ষ্যা না করিয়া নিজবলে বনস্পতি হও, মহামহীরুহ হও, কল্পতরু হও। ভালবাসার শক্তিতে নিজের সকল দুর্ব্বলতাকে জয় কর, প্রেমের প্রতাপে বিশ্ব বশ কর।

নারীমাত্রকেই সম্মান কর। জননী, ভগিনী, কন্যা জ্ঞানে তাহাদের সহিত বাক্য-ব্যবহার কর। নিষ্প্রয়োজনীয় ঘনিষ্ঠতা করিয়া তাহাদের সহিত নিজেদের সম্বন্ধের সরলতাকে কদাচ জটিল করিও না। অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখ যে তুমি মহৎ হইবে, উন্নত হইবে, সহস্রজনের আদর্শ-স্থানীয় এবং আশ্রয়স্বরূপ হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**

( ৬৯ )

হরি ওঁ
মঙ্গলকুটীর
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা —, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সন্তানদের মধ্যে ঈশ্বরানুরাগ ও আদর্শ-প্রাণতা সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, তোমার এই প্রার্থনা প্রকৃত মায়ের উপযুক্ত হইয়াছে। আমার ত শিষ্যা-





শিষ্যার অভাব নাই কিন্তু তাহাদের অধিকাংশের মধ্যেই এই কামনাটী দেখিতে পাইতেছি না। ধর্ম্ম যেন একটা পোষাকি জিনিষ, উৎসবাদিতে ইহা বন্ধু-স্বজনদের প্রদর্শন করিয়া গৌরব অর্জ্জন করিতে হইবে। ইহার ফলে ইহারা নিজেরা যেমন আদর্শের অনুগত হইতেছে না, তেমনই হইতেছে না ইহাদের প্রতিবেশীরা এই মহান্ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান্। তুমি যে প্রার্থনা করিয়াছ, সেই প্রার্থনা তোমার পূর্ণ হইবে।

ঈশ্বর-সাধনা প্রেমের সাধনা, ভগবানকে ভালবাসার সাধনা। এর চেয়ে প্রীতিজনক কাজ জীবের আর কি থাকিতে পারে? এই কাজে তোমরা প্রতিজনে দিনের পর দিন অধিকতর রুচিসম্পন্ন হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**

( ৭০ )

হরি-ওঁ
মঙ্গলকুটীর
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সকলেরই এক কথা, সময় পাই না। আরে, সময় পাও না বলিয়াই ত বলি, প্রত্যহ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে খুব কতকক্ষণ ভগবানের নাম কর, বাকী দিনটা সেই নেশার আমেজে আমেজে আপনা আপনি নাম হইবে। আপনা আপনি নাম করিতে হইবে বলিয়াই ত শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিবার উপদেশ আচার্য্য-প্রমুখাৎ পাইয়াছ।

আমার দীক্ষা কর্ম্মযোগীর দীক্ষা, সকল কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া ধূমসে

কেবল নাম করিয়া দিন কাটাইবে আর সমাজের অন্য লোকেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তোমার জন্য অন্ন অর্জ্জন করিবে, তার জন্য আমি তোমাকে দীক্ষা দেই নাই। কাজ করিবে, করিতে হইবে, নিয়ত কোনও না কোনও আত্মহিতকর বা পরহিতপ্রদ কর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখিবে, এই জন্যই ত আমার নিকটে তোমার দীক্ষা নেওয়া। তবে কাজের চাপে ভগবানের নাম করিবার অবসর পাও না, ইহা কেমন কথা হইল? না বাবা, দীক্ষা ছেলেখেলা নহে। দীক্ষা যখন নিয়াছ, নাম করিবার অবসরও করিয়া নিতেই হইবে।

নামে যে কত আনন্দ, নামে যে কত শান্তি, নামে যে কত আরাম, নামে যে কত তৃপ্তি, তাহা নাম না করিলে কেমন করিয়া বুঝিবে? নাম কর আর নামের অমৃত-রস আস্বাদন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ৭১ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিজন প্রত্যেককে একই ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারিলে মায়ার সংসার ভগবানের নিত্যলীলার শ্রীবৃন্দাবন হইয়া যায়। তোমরা এই কথাটী প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিও এবং বাহিরের লোকের মধ্যে বড় বড় কথা বলিয়া বাহবা পাইবার চেষ্টার আগে নিজ নিজ পরিবারস্থ প্রতিটি প্রাণীকে বড়র ভাবে, বড়র আদর্শে, বড়র আচরণে,





বড়র অনুশীলনে অনুপ্রাণিত ও অভ্যস্ত কর। বর্ত্তমানে ইহার প্রয়োজন অত্যধিক এবং এই প্রয়োজন মনুষ্যসমাজে চিরকাল থাকিবে।

সাধন কর, ভজন কর, দান কর, দয়া কর, প্রেম কর, মমতায় জগতের প্রতিটি প্রাণীকে হৃদয়ে বেড়িয়া ধর, এর চেয়ে শ্লাঘ্য কিছু জীবনে আর কি হইতে পারে? তোমাদের প্রতিজনের জীবন প্রেমমধুময় আনন্দময় তৃপ্তিময় হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ৭২ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা সুরু করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। যে-কোনও প্রকারের চিকিৎসা-বিদ্যার চর্চ্চা দ্বারাই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জীবহিত সাধন অতীব সহজ। পয়সা নাও বলিয়াই তোমার দোষ হইবে না, যদি প্রেমসহকারে এবং সংযমে সৎ-প্রাণে রোগীকে ঔষধ দাও, রোগীর ঔষধ-নির্ণয়ের জন্য সর্ব্বদা পরিশ্রম করিয়া পড়াশুনা কর, রোগীকে নিজের আত্মীয় জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে তাহার কল্যাণ প্রার্থনা কর। রোগীর সেবাকে ভগবানের সেবা বলিয়া জ্ঞান করিবে। সেবাই তোমার ধর্ম্ম হইবে, তাহা দ্বারা উদরান্নের সংস্থান হইতেছে বলিয়া আত্মগ্লানি করিবার কোনও হেতু নাই।





COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

গরীবকে, নিরাশ্রয়, নিরুপায় ব্যক্তিকে, ভগবদ্‌ভক্তকে যতটা পার দয়া করিও। ইহাদের প্রতি অর্পিত দয়া তোমার উপরে ঈশ্বরাশীর্ব্বাদ স্বরূপে ফিরিয়া আসিবে।

হোমিও চিকিৎসা স্বল্প-ব্যয়-সাধ্য, এজন্য সকল দেশের পক্ষেই সমান উপযোগী। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রধানতঃ দেশজ ভেষজের দ্বারা হয় বলিয়া এই দেশের লোকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। নিত্যনূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সহিত বিশেষ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া যে-কোনও গুরুতর রোগে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা উপযোগী। কিন্তু ইহা ব্যয়বহুল বলিয়া সকলের সামর্থ্যের মধ্যে থাকে না, চিকিৎসা করাইতে অনেক গৃহস্থ ভিটামাটিচ্যুত হয়। এই জন্য হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের সংখ্যা এদেশে যত বাড়ে, ততই মঙ্গল। তবে, তাহাদের সুচিকিৎসক হওয়া প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সংসার এক গহন অরণ্য। এখানে প্রতিপদক্ষেপে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। যাহাতে সংসার-পথ চলিতে চলিতে মানুষ বৃথা ভ্রমে জড়াইয়া না পড়ে, তাহারই জন্য অধিকাংশ মানুষকে বিবাহিত





জীবন গ্রহণ করিতে হয়। স্বামী পত্নীর প্রতি, পত্নী স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম অর্জ্জন করিয়া একে অন্যের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে আপন হইয়া মিলিয়া যায় যে, ভিন্ন দিকে তাহাদের মন আর ধাবিতই হইতে পারে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্ত্রী যদি কখনো দেখিতে পায় যে, তাহার স্বামীর মন বিপথে আকৃষ্ট হইতেছে বা এই জাতীয় সন্দেহ যদি কখনো স্ত্রীর মনে উদিত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে নিজের প্রেমকে প্রগাঢ়তর করা এবং সেই প্রেমের প্রবল আকর্ষণে স্বামীকে বিপথ হইতে সুপথে টানিয়া আনা। ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট করিয়া, কান্নাকাটি করিয়া, তুচ্ছ ব্যাপারে অসামান্য অশান্তিজনক কাণ্ডকারখানা বাঁধাইয়া সরল সমস্যাকে জটিল করা উচিত নহে। স্ত্রীর মনে এই বিশ্বাস সর্ব্বদা জাগরিত থাকা দরকার যে, সে নিজের প্রেমের বলেই স্বামীর ভ্রান্ত বুদ্ধির সংশোধন করিতে সুসমর্থা, ভগবান্ তাহাকে সেই শক্তি দিয়াই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। প্রেমের শক্তিতে যে বিশ্বাসী, সে কদাচ স্বামিকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে ব্যর্থকামা হয় না।

তবে, আরও একটী কথা আছে। মনের অগোচরে অনুচিত কর্ত্তৃত্ব-স্পৃহা কোনও কোনও সময়ে স্বামীকে স্ত্রীর ক্রীতদাস বলিয়া মনে করিতে স্ত্রীকে প্ররোচনা দিয়া থাকে। সেই অবস্থা ঘটিলে স্ত্রীরা অনেক সময়ে স্বামীদিগকে অকারণেও সন্দেহ করিয়া থাকে। স্বামীকে সরল মনে বিশ্বাস করিয়া তাহাকে নিয়ত ধর্ম্মপথে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করাই সাধ্বী রমণীর কর্ত্তব্য। সন্দিগ্ধতাকে প্রশ্রয় দিয়া অশান্তি ডাকিয়া লাভ নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ৭৪ )

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর
২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিবে।

গৃহস্থ-জীবনে স্ত্রীকে বিশ্বাস করা এবং স্ত্রীর বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যে তোমাদের যেন কোনও ত্রুটি কখনো না ঘটে।

বিশ্বাসেই শান্তি, অবিশ্বাসে তীব্র অশান্তি। ইহা তোমার পক্ষে যেমন সত্য, তোমার স্ত্রীর পক্ষেও তেমন। এমন কিছু কখনো করিও না, যাহাতে তোমার প্রতি তোমার স্ত্রীর বিশ্বাস কণামাত্র আহত হইতে পারে।

স্ত্রীর কাছে অন্য নারীর মুখরিত প্রশংসা অনেক সময়ে অকারণে অশান্তির সৃষ্টি করে। স্ত্রীর সম্মুখে অন্য নারীর উচ্ছ্বসিত সম্বর্দ্ধনা অনেক সময়ে স্ত্রীর মনে সংশয়-প্রবেশ ঘটায়। অন্য নারীর সহিত সুদীর্ঘকাল অন্যত্র অবস্থিতি, ভ্রমণ বা পরিহাস-প্রিয়তা অনেক সময়ে স্ত্রীর মনকে ঈর্ষ্যান্বিত করিতে পারে। দোষ হয়ত তোমার মনে এক কণাও নাই কিন্তু বাহিরের ব্যবহারে সংযম না থাকায় তোমার স্ত্রীর মনে অশালীন আশঙ্কার উৎপত্তি হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে নিজের স্বাধীনতার দাবী বা তথাকথিত আত্মসম্মানবোধকে একটু সম্বৃত, একটু সংযত, একটু খর্ব্বিত করিয়া লওয়াই বুদ্ধিমান স্বামীর কর্ত্তব্য। শান্তিতে সংসারে বাস প্রত্যেক স্বামীর লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং স্ত্রীর প্রতি সন্দেহাতীত তথা





প্রগাঢ় প্রেম সেই লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করিয়া থাকে। বিবাহটাকে একটা চুক্তি-মাত্র মনে না করিয়া,—"আমি তোমাকে ভরণ-পোষণ দিব, তুমি আমাকে রাঁধিয়া খাওয়াইবে, আরাম দিবে",—এইরূপ না হইয়া, "দুজনে মিলিয়া এক হইয়া যাইব এবং ঐ একত্বকে আবার পরমেশ্বরের মধ্যে নিমজ্জমান করিয়া তুমি, আমি ও পরমেশ্বরের ত্রিত্ব ঘুচাইব"—এইরূপ হওয়া উচিত।

তুমি তোমার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কর নাই, মনকে শুধু এইটুকু বলিতে পারাটাই যথেষ্ট নহে। তোমাকে চেষ্টা করিতে হইবে যেন তোমার আচরণ হইতে তোমার স্ত্রীর মনে এই আস্থা প্রত্যয়ে গিয়া পরিণত হয় যে, তাহার স্বামী কদাপি অন্যত্র মন রাখিতে পারেন না, পারেন নাই, পারিবেন না।

নিতান্ত প্রয়োজন-বোধে তোমাদের শান্তি-কামনায় কথাগুলি লিখিলাম। কদর্থ করিয়া বা ভুল বুঝিয়া আবার আর এক অশান্তির সৃষ্টি করিও না। স্ত্রী স্বামীর আপন, স্বামী স্ত্রীর আপন, শুধু আপন নহে, আপনার আপন, সর্ব্বাধিক আপন। ইহার মধ্যে এক পরমেশ্বর ছাড়া আর কাহারও আসিয়া দাঁড়াইবার প্রয়োজন নাই, অবসর নাই, অধিকার নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

( ৭৫ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
১লা পৌষ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আজ সারাদিন যে কয়খানা পত্র লিখিতেছি, সবগুলিতে একটী মাত্র

কথা,—সারাটা পৌষ মাসে তোমরা যে যতটুকু পার, ভাল ভাবে থাক, সৎচিন্তা কর, সৎকাজ কর, সৎপ্রেরণা দিয়া অপরকে সৎপথে অনুপ্রাণিত কর। অনেককে নিজ নিজ পত্রের নকল করিয়া চতুর্দ্দিকে সর্ব্বত্র প্রেরণেরও উপদেশ দিয়াছি।

দল বাড়িলেই বল বাড়ে না, বল বাড়িলে দল আপনি বাড়ে। এই সত্যে তোমরা বিশ্বাসী হও। শ্রেষ্ঠ আদর্শকে প্রচার কর আর প্রচার-কার্য্যে নিজেদের যোগ্যতাকে অবিসম্বাদিত করিবার জন্য নিজেরা আদর্শবান্ হও। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ নৈতিক বল, আধ্যাত্মিক বল, জ্ঞানের বল, প্রেমের বল, ত্যাগের বল, সহযোগিতার বল বাড়াইতে লাগিয়া যাও। প্রতিযোগিতা করিয়া প্রতিজনে নিজ নিজ শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও কৃতিত্ব বাড়াইতে ব্রতী হও। তোমার মধ্যে যাহা-কিছু সম্পদের সমাবেশ হইবে, সবই লাগিবে জগৎ-কল্যাণে, এই আনন্দময় শিহরণটুকু লইয়া কাজে লাগ। আনন্দ যেখানে নাই, ব্রত সেখানে নীরস, শুষ্ক, অরুচিপ্রদ এবং সেই জন্যই পূর্ণফলদানে অশক্ত। দিয়া আনন্দ, পাইয়া আনন্দ, ভালবাসিয়া আনন্দ, জানিয়া আনন্দ, হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া আনন্দ, আত্মোৎসর্গে আনন্দ,—সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বাবস্থায় আনন্দই হউক তোমাদের অন্তরঙ্গ সঙ্গী। নিরানন্দ জগতে আনন্দ বিলাইবে ও অন্তরঙ্গ আনন্দের অফুরন্ত পূঁজী হইবে বাবা!

ভালবাস, কেবল ভালবাস, সর্ব্বজীবে ভালবাসা দাও। দলাদলি করিয়া সুখ নাই, ভালবাসাতেই সুখ। তোমাদের দল বাড়িল কি না-বাড়িল, তার দিকে তাকাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখি না। আমার শিষ্য-সংখ্যা বাড়াইবার জন্য তোমরা কোনও চেষ্টা করিও না। দীক্ষা





ত হুজুগে পড়িয়া হাজার হাজার লোকে নিতেছে, কিন্তু সাধন করিতেছে কি? সাধন করিল না অথচ শিষ্য-নাম ধারণ করিল, ইহাতে কাহার কোন্ লাভ হইল? কত কত শিষ্যলোভী গুরুদেবেরা কত ফন্দী কত ফিকির করিয়া করিয়া শিষ্যের বাজারে মেকী মুদ্রা চালাইতেছেন বলিয়া কি তোমরাও তাহাদের কুদৃষ্টান্তে ভুলিবে? যাহা মন্দ, তাহা সকলের পক্ষেই মন্দ। মন্দ সর্ব্বাবস্থায় বর্জ্জনীয়। তোমরা কেবল ভালবাসিয়া যাও। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে, দল-মত-নির্ব্বিশেষে, উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিশেষে, দীন-ধনি-নির্ব্বিশেষে কেবল ভালবাসিয়া যাও। অপঙ্কিল, অমলিন, নিষ্কলুষ ভালবাসা নিরঙ্কুশ গতিতে কেবল বাড়িতে থাকুক। তাপদগ্ধ ধরণীকে শান্তির অমৃত-রসে অভিষিক্ত করিবার ইহাই পন্থা জানিও।

মানুষের ঘরে পৌষ মাসে সোণার বরণ ধান ক্ষেত হইতে আসিয়া উঠিতেছে। তোমাদের মনের ঘরে, প্রাণের ঘরে কোন্ সোনার ফসল উঠিল, তাহাই তোমাদের দ্রষ্টব্য। অন্য বাজে দিকে মন দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৬)

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর

২রা পৌষ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এক এক বিষয় আমি দশ বার বিশ বার লিখিতেছি, দশ বছর বিশ

বছর ধরিয়া লিখিতেছি। এক এক কথা আমি দশ হাজার বিশ হাজার জনকে লিখিতেছি। চিঠি-পত্র লিখিতে যে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছি, তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিলে, তাহা দ্বারা দু-দশটা বড় বড় কলেজ, হাসপাতাল স্থাপন করা সম্ভব হইত। অশনে কৃপণতা করিয়াছি, বসনে কৃপণতা করিয়াছি কিন্তু পত্রলেখায় কৃপণতা করি নাই। তার পরে ইহাই আমার প্রত্যাশা যে তোমরা আমার প্রাণের কথাটা বুঝিবে।

ভালবাসিতে পয়সা খরচ হয় না, প্রয়োজন শুধু একটু আত্মীয়তা-বোধের, যেখানে যাহার সংশ্রবে আস, তাহাকে আপন জন বলিয়া জ্ঞান করার। ভালবাসিতে প্রয়োজন দোষ-দৃষ্টি-বর্জ্জনের, প্রয়োজন গুণ-গ্রাহিতার, প্রয়োজন সর্ব্বজনের সহিত সর্ব্বজনের শাশ্বত আত্মীয়তার অকপট স্বীকৃতি। যে শত্রু, তাহাকেও ভালবাসা যায়। যে নিন্দক, তাহাকেও ভালবাসা যায়। ভালবাসার মানে ইহা নহে যে এজন্য কর্ত্তব্য-কার্য্যে অবহেলা করিতে হইবে। চোরকে ভালবাসিয়াও শাসন করা যায়, করিতে হয়। ডাকাতকে অনাত্মীয় না ভাবিয়াও দুর্ব্বার বিক্রমে প্রতিহত করা যায়। দুষ্ট, ইতর, কদর্য্য-অভিপ্রায়ী দুশ্চরিত্রকে ভালবাসিয়াও সংশোধন করা যায়। ইহা কঠিন কিন্তু কঠিন বলিয়াই ইহা তোমার অধিকতর বরণীয়। সহজ সরল নির্ব্বিরোধ পথেই জীবন বিতাইয়া দিবে, ইহাই তোমার বিশেষত্ব হইতে পারে না। যতটা সহজ, যতটা সরল, যতটা নির্ব্বিরোধ পথ চলিতে পার, উত্তম কিন্তু পথ যখন দুর্গম, সর্পিল, ঝঞ্ঝাটপূর্ণ হইবে, তখন তুমি কি পশ্চাদ্ধাবন করিবে? নিশ্চয়ই না। যে-কোনও অবস্থায় অগ্রগতি তোমার অভীপ্সিত, তুমি আগাইয়াই যাইবে,





থামিবে না বা পশ্চাদ্ধাবন করিবে না। যেখানে থামিয়া যাওয়া বা পিছন হঠিয়া আসা রণ-নীতি-সম্মত, সেখানে থামা বা হটা কোনও দোষের ব্যাপার নহে কিন্তু তাহারও উদ্দেশ্য অগ্রগমন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

ভালবাস, প্রাণ ভরিয়া ভালবাস। ছোটকে ভালবাস, বড়কে ভালবাস, নগণ্যকে ভালবাস, গণ্য-মান্যকে ভালবাস, মূর্খকে ভালবাস, বিদ্বানকে ভালবাস। নির্ব্বোধকে ভালবাস, ধীমান্‌কে ভালবাস। তুমি যাহাকে ভালবাস না, এমন প্রাণী যেন জগতে না-থাকে। তোমার ভালবাসা এমন বহুপ্রসারিত হউক, যেন নিজ বিশালত্বের দরুণই সে চিরকাল সঙ্কীর্ণতার, পঙ্কিলতার, পাপাচ্ছন্নতার ঊর্দ্ধে থাকে। তোমার জীবনে ভালবাসার জয় হউক, জগতের জীবনে ভালবাসার জয় আপনি ঘোষিত হইবে। কারণ, তোমাকে লইয়া জগৎ আর জগৎকে লইয়া তুমি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২রা পৌষ, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সর্ব্বদা ভগবানের নামে মন রাখিও। নাম কদাচ ভুলিও না। সংসারের হাজার কাজের মাঝেও নাম নিয়ত স্মরণ করিও। নামের স্মৃতিতে মনকে এমন ভাবে উল্লসিত রাখিবে যেন সংসার-অরণ্যের কাঁটার

আঁচড় গায়ে লাগিলেও জ্বালা অনুভবে না আসে। মায়েরা প্রতিজনে মহাশক্তিস্বরূপিণী হইয়া সংসারের তাপ হইতে স্বামি-পুত্র-কন্যাদের রক্ষা করিয়া থাকে। তোমরা আদ্যাশক্তি জগজ্জননী। এই কথা কদাচ ভুলিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**

( ৭৮ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২রা পৌষ, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যে গাছ সহজে বাঁচে, তাহার চাষ জগৎ জুড়িয়া বাড়িয়া যায়। যে গাছ বাঁচাইতে অনেক যত্ন, অনেক ব্যয়, তাহার চাষ বিরল হইয়া যায়। তোমরা প্রত্যেকে এই পৃথিবীতে অতি সহজে এবং অনায়াসে বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্যতা অর্জ্জন কর। অল্প ব্যয়ে, অল্প যত্নে, অল্প চেষ্টায় বাঁচিয়া থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন কর। মোগলেরা অনেক খাইত, অনেক পরিত, বিলাস-প্রাচুর্য্যের মধ্য দিয়া জীবন কাটাইত। আর, মারাঠীরা খাইত কম, পরিত কম, কঠোর কৃচ্ছ্রের মধ্য দিয়া যুদ্ধ করিত। জয়ী মারাঠীরাই হইয়াছিল। শিবাজী মাওয়ালীদের কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়া জয়িষ্ণু হইবার শিক্ষা দিয়াছিলেন।





সংসারে হাজার অভাব, হাজার অনটন বলিয়া তোমরা মুহ্যমান হইয়া পড়িও না। এত অভাবের মধ্যেও ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের অনুশীলন কর। কঠোর কষ্টের মধ্য দিয়াও অগ্রসর হইবার জেদ বজায় রাখ। হায় রে মরিলাম, এই বুঝি গেলাম,—এই জাতীয় দুর্ব্বলতা মন হইতে দূর করিয়া দাও। সচ্চিন্তা, সদ্‌-ভাবনা, সদালোচনার মধ্য দিয়া নিয়ত শক্তি-সঞ্চয় কর। অর্দ্ধাশনের মধ্য দিয়াও পুষ্টি-সঞ্চয়ের সঙ্কল্প পুত্রকন্যাদের প্রাণে দাও। ঈশ্বর-সাধনের একনিষ্ঠা দিয়া জীবনটীকে ঘেরিয়া লও। একটী স্থানে নিষ্ঠার দরুণ জীবনের প্রতিকার্য্যে একনিষ্ঠার অনুশীলন তোমাদের সহজ হইয়া যাইবে। নিজে একনিষ্ঠ হইয়া পুত্রকন্যাগুলির মধ্যে একনিষ্ঠা সঞ্চারিত কর। বহু দিকে অভিনিবেশ অধঃপতন আনয়ন করে। এক দিকে পূর্ণ অভিনিবেশে উন্নতি করায়ত্ত হয়। পুত্রকন্যা-গুলির মনে এই প্রত্যয় জাগাইয়া দাও যে, যেই যত সাধারণ অবস্থায় বর্ত্তমানে থাকুক না কেন, সাধন করিয়া, চরিত্র-বলে, মনুষ্যত্বের মহিমায় ইহারা প্রতিজনে বিশ্ববরেণ্য হইবে। শক্তি বিশ্বাস দেয়, বিশ্বাস শক্তি দেয়। তোমরা বিশ্বাসী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**

( ৭৯ )

মঙ্গলকুটীর

হরিওঁ

২রা পৌষ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সৎকাজ যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, সেখানে কেহ আমাকে ডাকিল না বলিয়া অভিমান-বশে দূরে থাকার কোনও অর্থ হয় না। সময় পাও না বলিয়া যাও না, ইহার অর্থ বুঝি, কিন্তু ডাকিল না বলিয়া যাও না, ইহার কোনও অর্থ নাই। কোথাও যদি কেহ প্রচারিত উদ্দেশ্যকে কেবল লোকদেখাইবার প্রয়োজনে রাখিয়া ভিতরে ভিতরে অন্যতর উদ্দেশ্যে কাজ করিতে থাকে এবং নিজেদের সঙ্কীর্ণতার দরুণ উদারবুদ্ধি-লোকদের কর্ম্মে আসিয়া হাত দিবার বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহা হইলেও কথা স্বতন্ত্র। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন উঠিতেছে না। সুতরাং তুমি আর দূরে থাকিতে পার না। সহজ সরল স্বাভাবিক ভাবে সকলের হাতে হাত মিলাইয়া, সকলের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া যদি কাজে যোগ দাও, তোমার গৌরব বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। অভিমান-পরবশ হইয়া নিজেকে সৎকাজ হইতে জোর করিয়া দূরে সরাইয়া রাখার কোনও বাস্তব সার্থকতা নাই। সেবা দ্বারা, কর্ম্মের দ্বারা তোমার চেয়ে নিম্নস্তরের লোকেরা প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়া যাইতেছে বলিয়াও তোমার মনে দুঃখ থাকা উচিত নহে। যে সৎকাজ করিবে, লোকে তাহাকে ভালবাসিবে, খাতির করিবে, আদর দিবে, সম্মান দিবে, ইহা স্বাভাবিক। তুমি দূরে থাকিয়া থাকিয়া তোমার প্রতি লোকের ভালবাসা কমাইয়া দিতেছ, আদর, খাতির, মান কমাইতেছ, ইহা ত তোমারই ক্রটি! ইহাতে অন্যদের কি দোষ রহিয়াছে?

তোমার অভিমান প্রচ্ছন্ন ক্রোধেরই রূপান্তর কি না, ভাবিয়া দেখিও। কর্ত্তব্য করিতে বা করাইতে গিয়া কাজ হয় না দেখিলে ক্রোধ আসা সঙ্গত বা স্বাভাবিক। কিন্তু কাজ হইতে বিরত থাকিবার জন্য অন্তরে ক্রোধ পোষণ করায় লাভই বা কি, তাহার সার্থকতাই বা কি? ক্রোধকে





চণ্ডাল-সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতি ক্রোধহীন হইলে যুদ্ধ চালান অসম্ভব। কর্ম্মক্ষেত্রের নায়কেরও ক্রোধ অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন, বিশেষ করিয়া যেখানে গাধার দল দিয়া ঘোড়ার কাজ আর পায়রা দিয়া বাজের কাজ করাইতে হয়। যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ ছিল না, কিন্তু রাজা হিসাবে তিনি দুর্য্যোধনের চেয়ে নিকৃষ্ট-চরিত্র। হিংসা-পরবশ হইয়া অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়া মানুষ হিসাবে দুর্য্যোধন হেয় হইয়াছেন, কিন্তু ক্রোধ না থাকায় রাজা হিসাবে যুধিষ্ঠির কর্ত্তব্যের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ এবং দুর্য্যোধন অপেক্ষা নিকৃষ্ট। যে ক্রোধকে আশ্রয় করিয়া তুমি তোমার চিরাভ্যস্ত প্রিয় কাজগুলি হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছ, তাহা এই জাতীয় প্রয়োজনীয় ক্রোধ কিনা, নিজেই বিচার করিয়া দেখ। কাম-ক্রোধাদি রিপুগুলি কেবলই রিপু নহে, ইহারা মানবের বিশেষ বিশেষ কার্য্যের সাধকও। ইহাদের বিনাশ করিবার কোনও অর্থ নাই, ইহাদিগকে বশে রাখিতে হইবে। তুমি তোমার ক্রোধকে বশে আন এবং দেখ যে, এখন যাহারা প্রাণপণে কাজ আগাইয়া নিয়া যাইতেছে, তাহাদের নেতা নহে, অনুগামী হইয়া তুমি তোমার চিরাভ্যস্ত প্রিয় কাজে হাত দিতে পার কি না। যদি পার, তবে বুঝিতে হইবে যে, তোমার জীবনের এক নূতন যুগান্তর আরম্ভ হইল, তোমার কৃতিত্বে এক নূতন দিগন্তের বিস্তার ঘটিল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

( ৮০ )

মঙ্গলকুটীর

হরিওঁ

২রা পৌষ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার সেবা করিবার উপায় জানিতে চাহিয়াছ। জগতের সেবাই আমার সেবা। আমাকে তুষ্ট করিবার জন্য অন্য কোনও উপায়ের প্রয়োজন নাই। আমি আমার এই দেহের সুখ, তৃপ্তি, শান্তি বা আরামের জন্য তোমাদের কাহারও কাছে কিছু চাহি না। আমি আমার নাম-যশ, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি, সুনাম-সুকীর্ত্তি বৃদ্ধির জন্যও তোমাদের কাহারও নিকটে কিছু চাহি না। যে যাহা পার, জগৎকে দাও, জগদ্বাসীকে দাও, জগৎপতিকে দাও। আমি পৃথিবীর স্মৃতি হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইতে চাহি, তোমাদের সেবা তোমাদিগকে শাশ্বত ঐতিহ্যের আদিপুরুষ করুক। তোমাদের অমরত্বেই আমি অমর, আমার আলাদা অমরত্বের কোন্ প্রয়োজন ? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৮১ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

৩রা পৌষ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমার টাকা-কড়ির কি আবশ্যকতা ? আর







আবশ্যক হইলেও কত আবশ্যক ? আমি আশ্রমের তহবিল হইতে এক কাণাকড়িও নিজের অশন-বসন প্রভৃতি বাবদ নেই না বলিয়াই আমার এমন কোনও অভাব নাই, যাহার জন্য তোমাদের সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতে হইবে। তোমরা যে যাহা পার, জগতের কল্যাণের জন্য দান কর, ত্যাগ কর। জগতের মঙ্গলের জন্য যে যাহা যেখানে যেভাবে করিতেছ, তাহাতেই নিয়ত আমার সেবা হইতেছে। আমি একটা ব্যক্তি নহি, আমি একটা আদর্শ। আমি একটা জড়পিণ্ড নহি, আমি একটা বিদ্যুদুজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষা। এই আদর্শের এবং এই আকাঙ্ক্ষার যেখানে সেবা হইতেছে, সেখানেই আমার সেবা হইতেছে। আমি অনন্ত কাল ধরিয়া তোমাদের সেবার প্রত্যাশায় রহিয়াছি কিন্তু সেই প্রত্যাশা প্রণামের, প্রণামীর, অর্থের, বস্ত্রের, তৈজসের বা হর্ম্ম্যরাজির নয়। সেই প্রত্যাশা প্রাণটীকে সম্পূর্ণ রূপে পাওয়ার, জগৎকল্যাণ-কর্ম্মে তোমাদের অকুণ্ঠিত আত্মদানের। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৮২ )

হরিওঁ

কলিকাতা

১৮ই পৌষ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

রহিমপুরের ভ্রাতৃ-সম্মেলনের নানা পরস্পর-বিরোধী বিবরণ পাইয়াছি। তন্মধ্যে তোমার রিপোর্টটাই ওজোভাব ও রজোগুণে সর্ব্বাধিক পরিপূর্ণ

রহিয়াছে। সম্মেলন করিতে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের কেহই নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব ফলাইবার বুদ্ধি নিয়া আসে নাই। যে উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন, তাহা প্রকৃষ্টরূপে "প্রতিধ্বনি"তে একাধিক মাসে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। রহিমপুরে একটা মহোৎসব হউক, ইহা কদাচ আমার লক্ষ্য ছিল না। আশ্রমটীর অস্তিত্ব রক্ষা, আশ্রমটীর সুপরিচালন এবং আশ্রমটীর গতি-নির্দ্ধারণই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাহা যদি হইয়া থাকে, তবেই প্রায় সব কাজ হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

এই সম্মেলনের আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। সঙ্ঘের মূল কেন্দ্র পুপুন্‌কীর সহিত পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক অখণ্ডের প্রাণের যোগ স্থাপন করিবার চেষ্টাও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যে দিক্ দিয়া যে-টুকু সম্ভব, তাহা তোমরা করিয়াছ বা করিতেছ কি না, তাহা জানা যায় নাই। এখন ত আর পূর্ব্ববঙ্গে যাইতে পারি না, তোমাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। তোমরা প্রত্যেকে আমার প্রত্যক্ষের জগৎ হইতে সরিয়া গিয়া ধ্যানের বস্তু হইয়াছ।

তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সদ্বিবেচনার একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সম্মেলনের সময়কে কীর্ত্তনাদি দ্বারা ঢাকিয়া দিলে সম্মেলন সুষ্ঠু ভাবে হইবে কি করিয়া? তোমাদিগকে কীর্ত্তনাদি করিবার জন্য যথেষ্ট সময় দিয়া সম্মেলনের সময়ে কীর্ত্তন বন্ধ করিতে বলা হইয়াছে বলিয়া তোমরা অন্যায় ভাবে কাহারো কাহারো উপরে রাগ করিতেছ। এ রাগ তোমাদের প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।

সম্মেলনে অনেক কিছু ভাল জিনিষ তোমরা পাইয়াছ। সেইগুলি নিয়া চর্চ্চা ও অনুশীলন কর। কোনও ব্যাপারে একটু মতভেদ বা রুচিভেদ ঘটিয়া থাকিলে, তাহার আলোচনা একেবারে ভুলিয়া যাও।







স্মৃতিশক্তি মানুষের যেমন দরকারী জিনিষ, কতকগুলি কথা ও বিষয় নিঃশেষে ভুলিয়া যাওয়ার শক্তিও তেমন অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু। কথাটা ভুলিও না।

শরীর ভাল যাইতেছে না। কলিকাতায় ডাক্তার দেখাইতে আসিয়াছিলাম। আরও দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন। এ সময়ে প্রায় সকল কাজেই ঢিলা দিয়াছি। এই সময়ে শত শত পত্র তোমাদের নিকটে ডাকযোগে যাইবে বলিয়া তোমরা প্রত্যাশা করিও না। নিজ নিজ পত্রের উত্তর প্রতিধ্বনিতে পাঠ করিও।

সকলকে শুভাশিস দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

( ৮০ )

হরি-ওঁ — কলিকাতা
২১শে পৌষ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার স্বাস্থ্য গুরুতর ভাবে ভাঙ্গিয়াছে। আমি বাধ্য হইয়াই আমার শ্রমের পরিমাণ এবং গতিবেগ পঞ্চাশভাগ কমাইয়া দিয়াছি। ইহাতে যে বিশ্রামটুকু মিলিয়াছে, তাহাতে শরীরের উন্নতি হইয়াছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। সুতরাং বাংলা ১৩৭১ সালের কোজাগরী পূর্ণিমায়

পুপুন্‌কীতে যে উৎসব করিবার কল্পনা ছিল, তাহাকে পিছাইয়া নিয়া বাংলা ১৩৭২ সালের কোজাগরী পূর্ণিমায় স্থাপিত করিলাম। এই উৎসবের পরে দুই আড়াই মাসের মধ্যে পুপুন্‌কীর মাল্‌টিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্রের ছাত্র-শিক্ষণ কার্য্য সুরু হইবে।

অর্থাভাব বা অনটন আছে বলিয়া কদাচ দুশ্চিন্তা করিবে না। মহৎ কাজে ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রত্যেকেই পারে এবং সর্ব্বাবস্থাতেই পারে,—এমন কি দুরন্ত অভাবের মধ্যেও পারে। কাছাড়ের শিবির-বাসিনী অনাথা মেয়েদের মধ্যে আমি ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাইয়াছি। সৎকার্য্যে রুচি থাকিলে সবই সম্ভব। রুচি না থাকিলে সবই অসম্ভব। সৎকার্য্যকে শ্রদ্ধা করিবার শক্তি সকলের থাকে না এবং শ্রদ্ধাবোধের অভাবে তাহাদের ত্যাগ-শক্তি প্রস্ফুটিত হয় না। যে যতটুকু শ্রদ্ধাবান্, সে ততটুকু ত্যাগী। ত্যাগ আর্থিক সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে চিত্তের শুদ্ধি, অন্তরের শুচিতা এবং প্রাণের প্রাচুর্য্যের উপরে। ইহা একটা অতিশয় সূক্ষ্ম ব্যাপার। দালান-কোঠার উপর দাতার দাতৃত্ব নির্ভর করে না। জগতের শ্রেষ্ঠ দাতারা অধিকাংশেই পর্ণকুটীর হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত বা শত কণ্ঠে বিঘোষিত হয় নাই, এজন্যই তাঁহাদিগকে কেহ চিনে না। জীবনে আমি শত শত শ্রেষ্ঠ দাতা দেখিয়াছি, যাঁহারা নিজেদের কিছু নাই, তৎসত্ত্বেও মানুষের সেবার জন্য বারংবার সাধ্যাতীত ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছেন। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তাঁহার 'শ্রীকান্ত' নামক উপন্যাসে একটী দীনদরিদ্র মহাশ্রাদ্ধী ব্রাহ্মণ ও তৎপত্নীর আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন, যাঁহাদের ঘরে নাই একবিন্দু অন্ন, তবু ঘরের কলসী বন্ধক দিয়া চাউল আনিয়া অতিথি সেবা করিতেছেন।





ঘরের চালে যাহার খড় নাই, এমন দরিদ্রের ভিতরে এইজাতীয় প্রাণ-প্রাচুর্য্য আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। শরৎচন্দ্র উপন্যাসই লিখিয়াছিলেন। উপন্যাস কল্পিত কাহিনী। কিন্তু তিনি এই যে দুইটি চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন, তাহা খাঁটি নির্ভেজাল আতিশয্যবর্জ্জিত নিরেট সত্য। কতজনেই ত সেই উপন্যাস পড়িয়াছ কিন্তু এই সকল দিব্য চরিত্রের অনুসরণের আগ্রহ কেন জাগে না? জাগে না শ্রদ্ধার অভাবে। জাগে না অন্তরের শুচিতার অভাবে। সৎকার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি আসিলে শুচি-অন্তঃকরণের পুরুষ বা নারী অনেক দান, অনেক ত্যাগ জীবন ভরিয়া করিয়া যাইতে পারেন। একদিনে লাখ টাকা দান করিতে পারিলাম না বলিয়া অন্তরে দুঃখ রাখা অনুচিত। সমগ্র জীবন ভরিয়া একটি বা দুইটি করিয়া পয়সা দিব, আর সৎকার্য্যের সহিত কায়মনোবাক্যে সংযোগ রক্ষা করিব, ইহাই প্রকৃত দাতার, প্রকৃত ত্যাগীর শাশ্বত স্বভাব। দান করিয়া যশ চাহিব না, দান-কার্য্যকে দশজনের মধ্যে নিজেকে জাহির করিবার উপায় স্বরূপে ব্যবহার করিব না, এই মনোভাব থাকা চাই। কিছু দান করিয়া পরে অনুতাপের অনলে জ্বলিব না, ইহাও হওয়া চাই। শ্রদ্ধার দানই দান, নিরভিমান দানই দান, সর্ত্তহীন দানই দান, অন্য দান অভিমান এবং যশোলিপ্সারই রূপান্তর মাত্র। যে যখন যতটুকু করিবে, শ্রদ্ধার সহিত করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

( ৮৪ )

হরি-ওঁ

কলিকাতা
২১শে পৌষ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ৩১ ডিসেম্বরের পত্র অদ্য ৬ই জানুয়ারী পাইয়াছি। স্বল্প সময়ের জন্য কলিকাতা আসিয়াছিলাম। দু-চার দিনের মধ্যেই পুপুন্‌কী ফিরিব।

সুদূর লণ্ডনে বসিয়াও তুমি ভগবানের নামটী ভোল নাই, ইহাতে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ভুলিবে কি করিয়া? ভগবান যে ইংল্যাণ্ডেও আছেন। সর্ব্বদেশব্যাপী সর্ব্বকালব্যাপী পরমেশ্বর তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়-মনটুকু নিজ মহিমায় পূর্ণ রূপে অধিকার করুন এবং তোমার দেহ, চিত্ত, প্রাণ, আত্মাকে জগতের কল্যাণে নিয়োজিত করুন।

প্রচুর পরিশ্রম করিতেছ, ইহা ভাল কথা। সকল শ্রমের মাঝে তুমি নিয়ত ঈশ্বর-চিন্তন করিয়া যাইতে থাক। নামের এইরূপ পরোক্ষ সেবাও তোমাকে অশেষ অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবে। বসিয়া নাম করার সুযোগ কম থাকিলে হাঁটিতে চলিতেও নাম করিবে। নিজেকে নামময় কর এবং নামকে তোমাময় কর। নামে প্রেমে নিয়ত নিজেকে আপ্লুত করিয়া রাখ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ





( ৮৫ )

হরিওঁ

কলিকাতা
২২শে পৌষ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বিপদে ধৈর্য্য, পরমেশ্বরে বিশ্বাস আর নামে নির্ভর, ইহাই প্রয়োজন।

ভগবদ্‌-বিশ্বাস হারাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

( ৮৬ )

হরিওঁ

কলিকাতা
২২শে পৌষ, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নারী-পুরুষের মিলিত শক্তি নূতন রূপায়ণ পাইয়া সন্তান রূপে জগতে আবির্ভূত হইতেছে। এই আবির্ভাব সফল হইবে, সার্থক হইবে, যদি স্ত্রী-পুরুষের মিলন প্রেমজাত হয়, কামপ্রেরিত না হয়। কামকে, ক্ষুদ্র সুখ, তুচ্ছ তৃপ্তি, হেয় ভোগ ও জঘন্য লালসাকে পদদলে চাপিয়া রাখিয়া নারীপুরুষ যখন দিব্য প্রেমকে জীবনের প্রতিটি কর্ম্মের প্রেরয়িতা রূপে লাভ করে, তখন তাহাদের মিলন দিব্য সৃষ্টিকে সম্ভব করে। এই অভাবনীয় ব্যাপারটী একদা লক্ষ কোটিতে দুই একটী দম্পতীর জীবনে

সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইত। স্বরূপানন্দ-সন্তানেরা দৃষ্টান্তের সেই বিরলতা খণ্ডন করিবার কাজে এমন সফলতার সহিত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে যে, আমি প্রত্যাশা করিতেছি যে, দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে এই জগতের মানব-মনের নিগূঢ় অবস্থার এক অসাধারণ বিপ্লব অর্থাৎ আশ্চর্য্য বিবর্ত্তন স্বরূপানন্দের বাচ্চাদের দ্বারা সাধিত হইয়া যাইবে। স্বরূপানন্দ-সন্তান বলিয়া তোমাদের মনে যদি কোনও আত্মশ্রদ্ধা, আত্ম-শ্লাঘা, সুধন্যভাব থাকিয়া থাকে, তবে একমাত্র তাহার বলেই তোমরা তোমাদের প্রতিদিনকার সংসারী জীবনটীকে কামপ্রমুক্ত পঙ্কিলতা-বর্জ্জিত করিয়া চলিবার দুশ্চর তপস্যায় অনায়াসে নিয়োগ করিতে পারিবে। শ্রদ্ধা এক সুমহতী শক্তি। ইহা যাহার আছে, তাহার সবই আছে। তাহার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। সে জীব ভাবে সংসারে বাস করিয়াও জৈব ভাবের অধীন হয় না, জীব থাকিয়াই সে শিব হইতে পারে। শ্রদ্ধাকে জীবনের এক পরম মূলধন বলিয়া জ্ঞান করিও। শ্রদ্ধা আসিলেই জ্ঞান আসে। জ্ঞান আসিলেই বল আসে। বল আসিলেই একাগ্রতা আসে। একাগ্রতা আসিলেই লক্ষ্য লাভ হয়। প্রত্যেকটী রক্তমাংসের পিণ্ডের পশ্চাতে এক অনির্ব্বচনীয় প্রেমময় প্রভু নিয়ত বিরাজ করিতেছেন। সেই প্রভুকে যে ক্ষীণ দৃষ্টিতেও একবার দেখিতে পাইয়াছে, তাহার আবার পশুত্ব কোথায়? ক্ষণকালের জন্যও দৃষ্টিমান হইলে, পলকের জন্যও চক্ষুষ্মান হইলে, নিমেষের জন্যও আসল লক্ষ্য দেখিলে তুমি দিব্যানন্দের অধিকারী। যদি তোমরা কেহ এক ঘণ্টার জন্যও দিব্য ভাবের আশ্রয়ে কাল কাটাইতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে বিশ্বাস করিও, তোমাদের অনেকের পক্ষেই আজীবন দিব্য ভাবের আশ্রয়ে থাকা একান্ত সম্ভব। কেবল চাই অনুশীলন আর চাই নিজ সামর্থ্যে বিশ্বাস তথা ঈশ্বরানু-





গ্রহে আস্থা। অন্যেরা কি বলে আর ভাবে, অন্যেরা কি করে আর চাহে, অন্যেরা কি চাহিল আর পাইল, তাহার দিকে তাকাইয়া তোমরা নিজে-দিগকে হতোদ্যম হইতে দিওনা। অধিকাংশ স্থানেই ত দেখিতে পাইতেছ যে, গোড়ার উপপত্তিই এই যে, সস্ত্রীক বা পতিসহ সংযম পালন মাত্র দুই একজনের পক্ষেই সম্ভব, সাধারণের পক্ষে একান্ত অসম্ভব এবং সাধারণের কর্ত্তব্য কেবল অসাধারণ ব্যক্তিদের প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইয়া যাওয়া। কিন্তু আমার স্বীকৃতি সেখানে নাই। জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষেরা যাহা করিতে বা হইতে পারেন, আমার সন্তান মাত্রই তাহা হইতে বা করিতে পারে, যদি কেবল যোগ্য তপস্যা করে,—ইহাই আমার মৌলিক স্বীকৃতি। আমি জীবে জীবে অবতার দর্শন করিতেছি, বাছিয়া বাছিয়া দুই চারিজন লোককে অবতার বলিয়া আমি প্রণাম করি নাই। যাহা একজন কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ বা চৈতন্যে সম্ভব, ঈশ্বর-কৃপায় তাহা তোমাতে, তোমার স্বামীতে, তোমার অপরাপর সতীর্থগণের মধ্যেও সম্ভব। যাহা সম্ভব, আমি তোমাদিগকে তাহাই দেখিতে চাই, আমার কল্পনা অবাস্তব আকাশ-কুসুম নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৮৭ )

হরিওঁ

কলিকাতা

২৮শে পৌষ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু—,

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা গ্রামে গ্রামে যাও, ঘরে ঘরে যাও, প্রেমের বাণী প্রচার কর,

নিরভিমান আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করিয়া ঘরে ফির। দেখিও, ইহা দ্বারা তোমাদের পরমায়ু বর্দ্ধিত হইবে। আত্মপ্রসাদের মতন পরমায়ুবর্দ্ধক আর কিছুই এ জগতে নাই।

প্রেম পরমায়ু-বর্দ্ধক, কাম অথবা ক্রোধ পরমায়ু-বিনাশক। যাহার সহিত যখনই যে-কোনও সম্পর্কে আসিবে, অন্তর-ভরা প্রেম হউক তোমাদের সাথী। দুর্ব্বৃত্ত-দমন, দুষ্ট-দলন এবং কুকার্য্যকারীর শাসন করিতে গিয়াও অন্তর হইতে প্রেমকে নির্ব্বাসিত হইতে দিও না।

প্রেমই জীবনের আনন্দ, প্রেমের ভান নহে। বর্ত্তমানে কতকগুলি ক্ষমতাধিকারী ব্যক্তি নিজ নিজ কাপুরুষতা এবং অযোগ্যতাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য যে সকল প্রেমের বুলি কপচাইয়া থাকে, তাহাকে তোমরা প্রেম বলিয়া ভ্রম করিও না। ইহারা প্রেমিক নহে, ইহারা অহিংসার নামে নিরন্তর হিংসার প্রশ্রয় দিতেছে এবং যাহা করিলে অহিংসক মনেও তীব্র ক্লেশ, তীক্ষ্ণ ক্ষোভ এবং দুর্দ্দম্য প্রতিহিংসা জাগ্রত হয়, তাহাই করিতেছে। ইতিহাসের ইহারা কলঙ্ক, স্বাধীনতার ইহারা শত্রু।

আমি অহিংসা কথাটা লইয়া কখনও মাথা ঘামাই নাই। হিংসা-অহিংসার বিচার লইয়া ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া যখন তুমুল তোলপাড় চলিয়াছে, আমি তখন বিচার করিয়াছি ভিক্ষার আর অভিক্ষার। হিংসা আর অহিংসা লইয়া আমার জীবনের পরীক্ষা নহে, সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিয়াছে ভিক্ষা-অভিক্ষা লইয়া। দুর্ব্বলের অহিংসা কাপুরুষতা ছাড়া কিছুই নহে। কর্ত্তব্যবিমুখের অহিংসা প্রকারান্তরে হিংসার প্রশ্রয় ব্যতীত আর কি হইতে পারে? দুর্ব্বলের পক্ষে অহিংসার ভান করিয়া লোক-ঠকান সহজ কিন্তু দুর্ব্বল কখনো অভিক্ষু হইতে পারে না। বৈষয়িক,





সামাজিক, রাষ্ট্রিক বা অন্য যে-কোনও প্রকারের অভ্যুদয় অভিক্ষা ব্যতীত হইতে পারে না। অভিক্ষা পতন-পথ-নিরোধক মহাব্রত। অহিংসা সত্ত্বেও বৈষয়িক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক পতন যে-কোনও মুহূর্ত্তে আসিতে পারে। আমার হাতে যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকিত, আমি অহিংসার তিলক কাটিয়া দেশে দেশে কেবল ভিক্ষা আর ঋণ সংগ্রহের দীনতার মূলোচ্ছেদ করিতাম সর্ব্বাগ্রে। অভিক্ষা দৃপ্ত পৌরুষ, প্রেমের সহিত ইহার নিকটতর সম্বন্ধ। শক্তিহীনের প্রেম ত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি মাত্র, যাহার চিকিৎসা চিরজীবন করিয়া গেলেন ডাঃ ফ্রয়েড।

তোমরা প্রেমিক হও, অর্থাৎ তোমরা শক্তিমান হও। শক্তিহীনের প্রেম মিথ্যা ভাববিলাস মাত্র, শক্তিমানের প্রেম কাহাকেও বিদ্বেষ না করিয়াও অন্যায়ের মূলোৎপাটনে সমর্থ। অভিক্ষুই প্রকৃত শক্তিমান, অভিক্ষুই প্রকৃত স্বাধীন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

হরিওঁ

কলিকাতা

২০শে পৌষ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নিজ পুত্রকন্যাগুলিকে সেই আদর্শের প্রতি অনুরক্ত কর, যে আদর্শ তুমি সারা জীবন অন্বেষণের পরে পরিণত বয়সে পাইয়াছ এবং সাদরে গ্রহণ করিয়াছ। ছেলেমেয়েরা বড় হউক, তার পরে নিজ নিজ রুচি-





COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

নূতন পথ গ্রহণ করুক, এই জাতীয় মতামতকে আমি বিশেষ মূল্য দান করি না। বড় হইতে হইতে যদি ইহারা গৌরবময় কোনও বিশেষ জীবন-ধারার সহিত ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত না হয়, তাহা হইলে বড় হইয়া সত্য সত্যই ভাল পথই বাছিয়া নিতে পারিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? তোমরা যদি তোমাদের পুত্রকন্যাদিগকে একই মহান্ আদর্শের প্রতি অনুরক্ত করিবার চেষ্টা না কর, তাহা হইলে তোমাদের পক্ষে এক গুরুতর কর্ত্তব্যচ্যুতি হইবে।

পিতামাতার আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, সফলতা ও সাধনাকে তানিত অর্থাৎ বিস্তারিত করে বলিয়াই পুত্রকন্যার নাম সন্তান। তোমাদের প্রত্যেকের এই কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন।

সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে সমগ্র দেশ আচ্ছন্ন। প্রাদেশিকতার পূতিগন্ধে সমগ্র জাতি আচ্ছন্ন। স্বার্থপরতার আফিং-এর নেশা একটা গোটা জাতিকে অপদার্থে এবং পরস্বাপহরণকারীতে পরিণত করিতে চলিয়াছে। এই পাপকে প্রতিরুদ্ধ করিবে কাহাদের দ্বারা? এই পতন নিবারণ করিবে কাহাদের শক্তিতে? এই কলঙ্ককে মুছিয়া ফেলিবে কাহাদের বলে? সে কি তোমারই পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী নয়? এক শ্রেণীর মঠধারীরা পরের টাকায় পরের ছেলেকে পড়াইয়া মানুষ করিয়া কৌশল করিয়া তাহাদিগকে মায়ের বাপের কোল হইতে ছিনাইয়া আনে। এক শ্রেণীর রাজনীতিকেরা পরের ছেলেকে সত্যাগ্রহ করিতে পাঠাইয়া, জেল ভোগাইয়া, পুলিশের লাঠি খাওয়াইয়া নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এই ব্যাপারে তোমরাও কি তাহাই করিবে? তোমরা কি দেশের অধঃপতন পরের ছেলেদের চরিত্রবল আর আদর্শবাদের দ্বারাই ঠেকাইবে আর নিজের ছেলেদের জজ-







ম্যাজিষ্ট্রেট-ব্যারিষ্টার করিয়া গড়িয়া তুলিয়া মটর-বিহারের মহিমা বাড়াইবে? না বাবা, তাহা চলিবে না। যাহার মনে যে উচ্চ সাধ, উন্নত আকাঙ্ক্ষা, মহান সঙ্কল্প আছে, সে তাহা নিজ বংশধরের দ্বারাই পূরণ কর, সাধন কর। দেশের ও জাতির দুরন্ত পতন আসিয়াছে। এই সময়ে ভবিষ্যতের আশার রশ্মি তোমার ঐ পুত্র, তোমার ঐ কন্যা, তোমার ঐ পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী। দায়িত্ব ভুলিও না, অবহেলা করিও না। ইহাদের প্রত্যেকের প্রতি তোমার যে স্বাভাবিক প্রেম, তাহার দাবীতে ইহাদের জীবনে শ্রেষ্ঠ আদর্শ, শ্রেষ্ঠ সাধন, শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, শ্রেষ্ঠ উল্লাসকে এই কচি কাঁচা কিশোর বয়সেই স্থাপন করিতে হইবে। ইহাদের প্রতি তোমার যে প্রেম, তাহা সত্য হইলে, গভীর হইলে, অতলস্পর্শী হইলে একাজে তোমার সাফল্য অবধারিত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৮৯ )

হরিওঁ

কলিকাতা

২রা মাঘ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মুখে যত বড় বড় উচ্চাঙ্গের নীতিকথা শুনা যায়, প্রকৃত নীতিজ্ঞ ও সৎলোকদের মুখে তত কথা শুনা যায় না। তোমরা প্রকৃতই নীতিমান্ হইবার চেষ্টা করিও, বাক্যবাগীশ হইয়া কোনও লাভ নাই।

দুই চারিজনকে দুই চারি দিন ঠকান সম্ভব কিন্তু সকল লোককে কেহ চিরকাল ঠকাইতে পারে না। চতুর্দ্দিক দিয়া তোমাদিগকে বিপদ-জাল যে ভাবে ঘিরিয়া ফেলিতেছে, তাহাকে তোমরা রাওয়লপিণ্ডি বা নয়াদিল্লীর ভরসায় থাকিতে পার না, তোমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে ভগবানে। দিল্লী বা পিণ্ডির বিচারে ভুল থাকিতে পারে, ইচ্ছায় দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে, কিন্তু ভগবানে সসীম জীবের সেই অসম্পূর্ণতা নাই। তোমরা ভগবানে বিশ্বাস ন্যস্ত কর, সকল আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব ভগবানের চরণে ছাড়িয়া দাও এবং ভগবানের কৃপালাভের প্রধান উপায় আত্মশক্তি বা অভিক্ষায় নির্ভর কর। হাজার লোক মরিয়া গিয়াও যদি একটী মাত্র অটুট আত্ম-শক্তিপরায়ণ লোক বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহার জীবন দিয়াই ঈশ্বরাভিপ্রায় পূর্ণ হইবে। যে চরিত্রবল থাকিলে ভগবানে মানুষের অটুট বিশ্বাস আসে, সেই চরিত্রবল তোমাদের হউক।

বাঙ্গালী হইয়া জন্মিয়াছ বলিয়া কি তুমি জগতে অধম বনিয়া গিয়াছ? বাঙ্গালীর মধ্যে বিশ্বপ্রেমিক যে সকল তেজস্বী মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের চরিত্রগুলির অনুসরণ কর, তাঁহাদের জীবন-চ্ছন্দের অনুবর্ত্তন কর, তাঁহাদের তেজ, বল, সাহস, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার অনুকরণ কর। শত নিষ্পেষণের মধ্য দিয়াও তোমরা নিকষিত কাঞ্চনের মত তপ্ত-দারুণ সৌন্দর্য্যের অধিকারী হইবে। যেখানে বীরত্ব নাই, সেখানে সৌন্দর্য্যও নাই। যেখানে চরিত্র নাই, সেখানে বীরত্বও নাই।

কেন বড় বড় খ্যাতিমান্ কর্ত্তা পুরুষেরা মানুষের প্রতি সুবিচার করিতে পারিতেছেন না, তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ? ইহাদের মধ্যে চরিত্র নাই, আছে চরিত্রের ভান। ভানে মানুষ বড় হয় না, চরিত্রেই







বড় হয়। চরিত্রবান অকুতোভয় ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। প্রকৃত কর্ত্তব্য এড়াইয়া যাইবার জন্য সে কদাচ ছলের আশ্রয় লয় না। দেশ হইতে চরিত্রের সাধনা বিদায় লইয়াছে, এইজন্যই জুয়াচোরেরা অবাধে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, ঘুষখোরের সাজার ভয় নাই, চোরাকারবারীর রাজদরবারে খাতিরের উপরে খাতির, আদরের উপরে আদর। সমস্ত জাতিটাকে ব্লাষ্ট ফার্ণেসে ফেলিয়া দিয়া আগুনে জ্বালিয়া পুড়িয়া গালাইয়া মরিচামুক্ত করিয়া খাঁটি করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। সমগ্র দেশব্যাপী সেই খাণ্ডব-দহনের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার দুর্লভ শৌর্য্যের সাধনায় আজ ব্রতী হও। নিজ নিজ পৌরুষকে জাগ্রত কর,—আর বিলাপ নহে।

প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ রাজনীতির একটা চলতি খেলা। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে যাহারা প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহাদের বাক্যে বিশ্বাস করাই বোকামি। তোমরা নিজ নিজ জীবন হইতে রাজনৈতিক দুরাকাঙ্ক্ষা দূর করিয়া দাও। ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে প্রতিটি জগদ্বাসীকে কুণ্ঠাহীন উদারতায় প্রেম বিতরণের জন্য তোমাদের মানুষের মত উন্নত-শিরে মানুষের যোগ্য স্ফীত বক্ষে সরল মেরুদণ্ডে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার রহিয়াছে। নিজেদের অধিকার রাজনৈতিক দাবা-খেলোয়াড়-দের হাতে ছাড়িয়া না দিয়া নিজেদের হাতে নাও। দণ্ডকারণ্য বা আন্দামান, সৌরাষ্ট্র বা মহারাষ্ট্র কোনও দেশকেই তোমরা আর দূর মনে করিও না। ওড়িয়া বা আসামি, বিহারি বা নেপালি কাহাকেও তোমরা পর বলিয়া মনে করিও না। সরকারী দাতব্য-ভাণ্ডারটিকেও কল্পতরু বলিয়া ভ্রম করিও না। সর্ব্বশক্তিতে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া মাতৃভাষায় মাতৃবন্দনা গাহিতে গাহিতে ভারতের যে-কোনও সুদূর

প্রান্তে মানুষের মতন আত্মবিসর্জ্জন কর। বাঙ্গালীকে লুপ্ত করিবার জন্য কোথাও যদি কেহ বা কাহারা গোপন ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে, দুই তিন পুরুষের মধ্যে তাহারা বা তাহাদের বংশধরেরা প্রত্যক্ষ করিয়া অনুতপ্ত হউক যে, বাংলা ভাষায় নিখিল ভারতের সর্ব্বত্র কোটি কোটি মানুষ কথা কহিতেছে। সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়, অন্যান্যকে ছড়াইয়া পড়িবার সাহায্য কর। আত্মকলহ নীচতা, ঈর্ষ্যা এবং ভিক্ষুকসুলভ দীনতা পরিহার কর।

চিন্তা কর, ধ্যান কর, গবেষণা কর, অন্বেষণ কর, কি সেই উপায়, যাহা অবলম্বন করিলে তুমি জগতের বুকে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। জগতে যে-ই যত বড় ক্ষমতাধিকারী ব্যক্তি হউক, মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার তোমার অধিকার কাড়িয়া নিবার কাহারও ক্ষমতা নাই।

অফুরন্ত প্রেমে হৃদয়টীকে পূর্ণ কর। প্রেমহীনের যজ্ঞ দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়, প্রেমিকের আত্মোৎসর্গ অমরত্ব আনয়ন করে। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ৯০ )

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩রা মাঘ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শান্তি পাইবার আশাতেই লোকে সংসার-রচনা করে, শান্তি না পাইয়া অশান্তি পাইলে সেই সংসার ছাড়িয়া যাইতে চাহে। কিন্তু





শান্তি সংসারেও নাই, সংসারের বাহিরেও নাই। শান্তি রহিয়াছে মনে। মনকে বিশেষ একটী অবস্থায় উন্নীত করিতে পারিলে সংসারে বা সন্ন্যাসে, কর্ম্মে বা বিরতিতে, পরিশ্রমে বা বিশ্রামে, জাগ্রতে বা স্বপ্নে সর্ব্ব অবস্থায় শান্তি পাওয়া যায়। সুতরাং নানারূপ ঘটনায় পড়িয়া দেহ-মন শ্রান্ত-ক্লান্ত-বিরক্ত হইলে মনটাকে ঠেলিয়া নিয়া সেই উচ্চ স্থানে ভিড়াইয়া দিবে, সঙ্গে সঙ্গে মন শান্ত হইয়া যাইবে।

এইজন্য সাধনের অভ্যাস প্রয়োজন। অনুশীলন ছাড়া অবস্থা লাভ হয় না, উপলব্ধি আসে না। এই জন্যই তোমাদের বারংবার বলি, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, পরমেশ্বরে মন রাখিয়া চল, পরম প্রেম সহকারে জগদীশ্বরের মঙ্গলমধুময় নাম স্মরণ কর। যে যত প্রেমিক, তাহার রসাস্বাদন তত গভীর, তত মধুর, তত স্থায়ী। জীবনে যাহার জন্যই যত শ্রম করিয়া থাক, পরমেশ্বরের নামের সহিত নিজেকে লগ্ন করিবার চেষ্টাটুকু মাত্র করিয়া দেখ যে, ঐ শ্রম, ঐ চেষ্টা, ঐ সেবা, ঐ দান, ঐ স্বার্থত্যাগ এবং ঐ সখ্য-প্রীতি-বান্ধবতা একটুও মিথ্যা নয়, জীবনের এক কণা শ্রমও বিফলে যাইবার নহে।

ভগবানে বিশ্বাস কর, এই বিশ্বাসকে পুষ্ট ও রসাল করিবার জন্য প্রেমসহকারে বিশ্বাস কর। এই প্রেমকে শাশ্বত ও নিত্য করিবার জন্য নিষ্কাম প্রাণে প্রেম কর। ঈশ্বরের নিকটে ইহা দাও, উহা দাও, বলিয়া প্রার্থনা করিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। প্রেম সহকারে তাঁহার পুণ্য নাম জপিতে জপিতে যখন তোমার যাহা প্রয়োজন, তাহা তোমার আসিয়া যাইবে। দেহে, মনে, প্রাণে, আত্মায় যেখানে যে বাধা, যে

অবরোধ, যে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, তাহা এই ভাবেই আস্তে আস্তে অপসারিত হইয়া যাইবে।

সংসারের সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনদিগকে আর আপদ বলিয়া ভাবিও না। তাহাদের প্রত্যেকের যে-কোনও ব্যবহার তোমাকে ক্রমশঃ ভগবানের ক্রোড়দেশে নিয়া পৌছাইয়া দিক্, এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ৯১ )

হরিওঁ

কলিকাতা

৫ই মাঘ, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা —, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার জীবনের শুচিশুভ্র সৌন্দর্য্য প্রচার করুক পরমেশ্বরের মহিমা। প্রতিটি মানুষের সহিত মিশিও অন্তরের পরিপূর্ণ হৃদ্যতা লইয়া এবং যে-ই যখন তোমার সন্নিহিত হইবে, এমন মধুর প্রেমময় ব্যবহার করিও তাহার সহিত,যাহাতে তাহার জীবনের অনেকখানি গ্লানি ঐ একটী মুহূর্ত্তের সঙ্গ-গুণে দূর হইয়া যায়। তোমার সঙ্গ তাহাকে দান করুক আত্ম-সংশোধনের ক্ষমতা, আত্মসংযমের সামর্থ্য।

আমি তোমাদের জন্য যেমন করিয়া কাঁদি, তোমরা তেমন করিয়া সকলের জন্য কাঁদ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**





( ৯২ )

হরিওঁ

কলিকাতা

৬ই মাঘ, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পরলোকগত স্বামীর শেষ সময়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা যে ঘর-বাড়ীর সহিত জড়াইয়া আছে, সাধারণ অবস্থায় তোমার পক্ষে সেই বাড়ীঘর বেচিয়া অন্য স্থানে চলিয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে না। তবে, যেখানে বিপদ-আপদ অন্তহীন, সহায়-বান্ধব কেহ নাই, মরুভূমির বালুকা-বিস্তারের ন্যায় চতুর্দ্দিকে কেবল হতাশা আর ব্যর্থতা, সে স্থানের কথা আলাদা।

সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বরের নাম স্মরণে রাখ। দুঃখ-বিপদ কাটিয়া যাইবে। ধৈর্য্য ধরিয়া থাক মা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ৯৩ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১০ই মাঘ, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা —, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। ৬ই মাঘ পুপুন্‌কী আসিয়াছি।

বুকে বিশ্বাসের বল বাড়াও আর নিয়ত বিশ্বাসীদের সঙ্গ কর। ঈশ্বরে যাহার অবিশ্বাস, পাপে তাহার অরুচি নাই। অবিশ্বাসীদের সঙ্গ





COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

বর্জ্জন করিয়া চলিলে পাপে আসক্ত হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস নাই, পাপে তাহার ভয় নাই।

তোমাকে তোমার ভগিনীপতি ভিন্নভাষী একটা চোঁয়াড় লোকের কাছে বিকাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। ইহার কারণ, তাহার ঈশ্বরে অবিশ্বাস। সে ভাবিয়াছিল যে, তুমি যখন অঙ্গহীনা, তখন তোমাকে ঐ ভগিনীপতিরই ঘাড়ের বোঝা রূপে চিরকাল থাকিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে দিলেন দৃপ্ত তেজ, দিলেন সৎসাহস, দিলেন প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব। তুমি অনায়াসে সকল গোপন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়া নিজের ঐ খঞ্জ চরণের উপরে নির্ভয়ে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইলে, নিজের জীবিকার ভার নিজে নিলে। ঐ মূর্খটীর যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে তোমাকে সদ্ভাবে স্বাবলম্বী হইবার সে সাহায্য করিত, ভিন্নভাষী অবাঞ্ছিত একটা দুষ্ট লোকের কাছে তোমাকে সঁপিয়া দিয়া ফাঁকতালে কিছু টাকা মারিবার কুবুদ্ধি সে করিত না। সে তোমাকে স্বাবলম্বী হইতে সাহায্য করিলে আজ সে তোমার সদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থ হইতে সেবা দাবী করিবার অধিকার পাইত। সে ঈশ্বর-বিশ্বাসী নহে, তাই সে ঠকিয়াছে। তুমি ঈশ্বর-বিশ্বাসিনী, তাই তুমি অকূলেও কূল পাইয়াছ, বন্যাস্রোতে ভাসিয়া যাও নাই, তরঙ্গাভিঘাতে ডুবিয়া যাও নাই। প্রাণ-পণে মা ঈশ্বর-বিশ্বাসকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর কর, দৃঢ়তম কর। ঈশ্বর-বিশ্বাসই তোমার রক্ষা-কবচ।

এখন আবার নূতন আপদ তোমার উপরে আসিতেছে। দীর্ঘকাল কুমারী থাকিলে এই জাতীয় উৎপাত মেয়েদের উপরে চিরকাল আসিয়া থাকে। এই জন্যই মেয়েদের সৎপাত্রে সমর্পণের কাজটা পিতা-





মাতারা প্রায় সর্ব্বকালেই তাড়াতাড়ি সারিয়াছেন। তোমার সম্পর্কে এ সব ব্যবস্থা করিবার মত যোগ্য আত্মীয় কেহ নাই। তুমি তোমার ঐ খঞ্জ চরণ লইয়া কাহারও নিকটে বিবাহার্থিনী হইয়া দাঁড়াইতেও পার না। তোমার এই একাকিত্বের সুযোগ নিয়া চারিদিকের নরপশুরা যেন বিষ্ঠার কীটগুলির মতন আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছে। তোমার এসময়ে সাহস দরকার, ধৈর্য্য প্রয়োজন, ঈশ্বরে বিশ্বাসকে প্রগাঢ়তম করিবার আবশ্যকতা। কোনও অবস্থাতেই মনকে দুর্ব্বল হইতে দিও না। যে-কোনও স্থানে কণামাত্র অসম্মানের সম্ভাবনা দেখিলে তুমি সে স্থান ত্যাগ করিবে। রাত্রিকালে কোনও অবস্থাতেই কোনও পুরুষকে তোমার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিতে দিও না। হিতৈষী সাজিয়া যে সন্ধ্যার পরে তোমার সহিত গল্প-গুজব করিতে আসিবে, শত্রু হইয়া সে তারপর দিনই সকাল বেলা প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়াইয়া তোমার কুৎসা রটনা করিবে না, ইহা কে বলিতে পারে? অসহায়া নারীর শত্রু দুনিয়ার প্রায় সকলে। আর নারীজাতির বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদও অধিকাংশ লোকে মূর্খের মতন এক কথায় বিশ্বাস করে।

তোমাকে বাগে আনিতে না পারিয়া যাহারা তোমাকে অপবাদ-প্রচারের দ্বারা লোকচক্ষে হেয় করিতে চাহিতেছে, তাহাদিগকে তুচ্ছ করিয়াই তুমি তোমার পথ চল। তোমাকে যে অত বড় একটা সহরে একঘরের মতন হইয়া থাকিতে হইতেছে, ইহা ঐ অবাঙ্গালী সহরের বাঙ্গালীদের একটা নিদারুণ কলঙ্ক। একদা বাঙ্গালী বাংলার বাহিরে নানা সহরে গিয়া নানা ভাবে নূতন চিন্তা, নবীন আদর্শ, উন্নত সেবা ও শ্রেষ্ঠ কর্ম্মাভিযানের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, আজ সে স্বজাতীয় একটী অঙ্গ-হীনা নিরাশ্রয়া কুমারী মেয়েকে চখের উপরে মিথ্যা কুরটনায় নির্য্যাতিতা




COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

হইতে দেখিয়াও চুপ করিয়া অপবাদ-শ্রবণের তামসিক সুখ উপভোগ করিতে লজ্জাবোধ করে না। কি আশ্চর্য্য অধঃপতন!

কিন্তু প্রতীকারের উপায় তোমার নিজ হাতেই রহিয়াছে। কুমারী জীবনের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতার মহিমার কথা তুমি সেই দুই চারিজন মুষ্টিমেয় লোকের কাণে অবিরাম ঢালিতে থাক, যাহারা তোমাকে এখনো বিশ্বাস করে। একটী দুইটী তিনটী করিয়া লোক তোমার মুখে পবিত্র জীবনের শ্লাঘ্যতার বার্ত্তা শুনিতে শুনিতে আস্তে আস্তে নিজেদের অজ্ঞাতসারে বিস্তৃততর ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিবে, যেখানে তুমি আর অনাদৃতা থাকিবে না। যুদ্ধ করিবার জন্যই মা জন্মিয়াছ, যুদ্ধই তোমাকে করিতে হইবে এবং বিজয়িনীও তুমি হইবেই হইবে।

আমি জীবন ভরিয়া এই-জাতীয় সমস্যার সমাধান করিয়া বেড়াইতেছি। আমি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, নিষ্পাপা নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দীর্ঘকাল তিষ্ঠিতে পারে না। তুমি অপবাদকে ভয় পাইও না, দুষ্ট লোকদিগকে অপবাদ-সৃষ্টির সুযোগও দিও না। সতর্ক হইয়া যাও আর কুমারী জীবনের অনবদ্য সৌন্দর্য্যকে অটুট রাখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে আদর্শ কুমারী-জীবনের মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাক। পরাজয় তোমার নাই, পরাজিতা কদাচ তুমি হইবে না, চিরকাল তুমি অপরাজিতা, অপরাজেয়া, দুষ্টের অলঙ্ঘনীয়া হইয়াই থাকিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ







( ১৪ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২রা ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রবল বমনোদ্বেগ ও শিরোঘূর্ণনে বাধ্য হইয়া দুই দিন ডাক্তার ডাকিতে হইয়াছিল এবং মৌনী থাকায় অসুবিধা বলিয়া এই কয়দিন অন্নঘরে শয্যাশ্রয়ে ছিলাম। আজ মঙ্গলকুটীরে আসিয়া লেখনী ধরিয়াছি। আরও কয়েকদিন অন্নঘরেই থাকিব এবং হয়ত বিশ পঁচিশ দিন পরে কলিকাতা যাইব। ইতিমধ্যে তোমাদের কাহারও কোনও অকুশল না হয়, তাহা চাইতেছি। তোমরা প্রত্যেকে সাবধানে থাকিও।

অসুস্থতার জন্য দিন দশেক কাজকর্ম্ম আমি দেখিতে পারি নাই। আজ রান্নাঘরের বিশাল ছাদের ঢালাই হইবার কথা ছিল। কিন্তু কাল বিকাল তিনটার সময়ে একটা অতর্কিত ব্যাপার ঘটিয়া সেণ্টারিংএর তিন তিনটা পিলার হঠাৎ ধ্বসিয়া পড়িল। সাধনা ঠিক ঐ স্থানটাতেই কাজ দেখিতেছিল। চাপা পড়িয়া যে মরে নাই, ইহা ঈশ্বর-কৃপা। পুনরায় নূতন করিয়া বন হইতে গাছ কাটিয়া আনিয়া সেণ্টারিং সুরু করিতে হইতেছে।

এত বড় বিরাট ছাদ! এত উচা ঘর! এই ব্যাপারে শ-খানিক টাকার বোধ হয় দণ্ড হইল। সাধনা এই দুঃখেই মরিয়া যাইতেছে। চাপা পড়িয়া যে পরলোকে যাইত, সেই চিন্তা নাই। আশ্রমের প্রতি এত দরদ বলিয়াই না সাধনা আজ সকলের নেত্রীস্থানীয়া হইয়াছে।

এই সাধনা এই মাটিতে কাদা ছানিয়াছে, ইট বহিয়াছে, কোদাল মারিয়াছে, একথা আধুনিক কর্ম্মীদের মধ্যে কে কে জানে? ভবিষ্যতের কর্ম্মীরা হয়ত ইহা কল্পনাই করিতে পারিবে না। কিন্তু যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, সেই সকল সজ্জন এদেশে এখনো জীবিত আছেন। কাল ঠিক সন্ধ্যায়ই এমন একজন শিক্ষাবিদ্ আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তিনি যখন মুক্তকণ্ঠে সাধনার সেই অতীত শ্রমগুলির কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, বেদনা-মিশ্রিত আনন্দে সাধনার চক্ষু সজল হইয়াছিল। আর স্নেহময়? নিত্য আশ্রমোৎপন্ন বড়বটীর গোছা সাইকেলে করিয়া মহুদা বিক্রয় করিয়া চাউল কিনিয়া আনিত আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য। এই সকল পুরাতন কর্ম্মীদের শ্রম, ত্যাগ, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার কোন্‌টী আজ কাহার মধ্যে সুলভ? কোথায় সে কর্ম্মীর দল, যাহাদের আগমন-প্রত্যাশায় সেই ১৩৩৪ সাল হইতে একান্ত অনাতিথেয় সুবন্ধুর এই মরুভূমিতে বসিয়া কৃচ্ছ্রসাধনের চূড়ান্ত করিয়া যাইতেছি? দেশের নেতারা চরিত্র-ভ্রষ্ট হইয়াছে, সত্যকথা কহিবার সাহস হারাইয়াছে, প্রতিশ্রুতি রক্ষার শৌর্য্য হারাইয়াছে, কাপুরুষতাকে অহিংসা বলিয়া এবং দুর্ব্বৃত্তের প্রশ্রয়দানকে নিরপেক্ষতা বলিয়া অভিমান করিতেছে, চোর, জুয়াচোর, পকেটমার ও ধোকাবাজ অসৎ লোকদিগের সহায়তায় নিজ নিজ প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার দুরাকাঙ্ক্ষায় মাতিয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে যুবকদের কাছে কোন্ মহনীয় আচরণ প্রত্যাশা করিতে পারি? ইহারা ত বাক্‌সর্ব্বস্ব নেতাদেরই অনুবর্ত্তন করিবে। দলে দলে আশ্রমে আসে ত অলসেরা অন্ন ধ্বংস করিবার জন্য। চরিত্র নাই ত পরের জন্য ভাবিবেই বা কি, কাজই বা করিবে কি? হঠাৎ হঠাৎ আশ্রমে কর্ম্মীর বান ডাকিয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা বাড়ে। কিন্তু







সঙ্গে সঙ্গে কি কি বাড়ে? তাহাদের খোরাকী-খরচ বাড়ে, জলবায়ুর গুণে তাহাদের শরীরের ওজন বাড়ে, নবলব্ধ স্বাস্থ্যের গুণে পরস্পর কলহ দ্বারা আশ্রমটীকে মুখরিত করিবার ক্ষমতা তাহাদের বাড়ে। এই জঞ্জালস্তূপের মধ্যে বসিয়া আমি অমাবস্যা রজনীর শ্মশান জাগাইয়া রহিয়াছি। অন্তরে ধরিয়া রাখিয়াছি এককণা প্রেম, যাহা, আজ না আসুক, তিন শতাব্দী পরে হইলেও কাহারও অনুভবে আসিবে। আমার প্রকৃত কাজ তেমন প্রেমিক ব্যক্তিটীর দ্বারাই সুরু হইবে। আমি নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে জীবনে সুকঠোর ব্যর্থ শ্রম করিয়া করিয়া পরমানন্দে কেবল শবরীর অক্লান্ত প্রতীক্ষা করিতেছি।

হাঁ ভাল কথা। আজ একটী মজার খবর বলিতে হইতেছে। পত্রখানা সকালে শেষ করিতে পারি নাই। রাত্রে লেখনী ধরিতে হইয়াছে। নভোজলীর বনিয়াদের কাজ আজ সত্যিকারের অগ্রগতির পথে। কংক্রিট পিটাই আদি সবই শেষ হইয়াছে, এখন রি-ইনফোর্সড্ কংক্রিটের লোহার খাঁচা রচনা সুরু হইবে। নভসি জলম্, ইতি নভোজলম্, অর্থাৎ গগন-বারি, আকাশ-নীর। নভোজলম্ অস্তি অস্মিন্ ইতি নভোজলী। আমি ওয়াটার টাওয়ারের এই নাম দিয়াছি। উচ্চারণের সুবিধার জন্য তোমরা ইহাকে নভোজলম্ও বলিতে পার। নভসি জলম্ অস্তি অস্মিন্; ইতি নভোজলম্। আমি অবশ্য নভোজলীই বলিব। ইহাতে একটী মজার ব্যাপার আজ হইয়াছে।

বিগত শারদীয় পূর্ণিমার আগের কোজাগরীতে মঙ্গল-সাগরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে যে বিরাট উৎসব এখানে হইয়াছিল, তাহাতে হাজার পাঁচেক মাটির গ্লাস কেনা হইয়াছিল। এই গ্লাসগুলি দুই প্রকারে ধন্য

হইয়াছে। একপ্রকারে ধন্য তাহারা ক্ষুৎ-পিপাসার্ত্তে অতিথিবর্গের সেবা করিয়া। অন্য প্রকারে ধন্য তাহারা সাধক ও ভক্তগণের সাগ্রহ ওষ্ঠস্পর্শ লাভ করিয়া। শিষ্যদের ব্যবহৃত এই গ্লাসগুলিকে আমি উচ্ছিষ্ট বলিয়া জ্ঞান করি নাই। সব গুলি একটা স্থানে সাদরে সংরক্ষিত ছিল। উহারই অর্দ্ধেকাধিক আনিয়া নভোজলীর তলদেশে মশলা মিশাইয়া পিটাই করিয়া গাঁথুনি দিয়াছি। যেখানে শৃঙ্গে বিরাজ করিবে জলের অফুরন্ত ভাণ্ডার, সেখানে এই পবিত্র পানপাত্রগুলির চূর্ণাংশসমূহ একেবারে পাদদেশে থাকিয়া স্মৃতির সুরভি বহন করিবে। অন্যত্র শিষ্যেরা গুরু-দেবদের স্মৃতি রক্ষা করে, এখানে গুরুদেব শিষ্যদের স্মৃতিকে সম্মাননা করিতেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে ইহা নূতন হইতে পারে কিন্তু ইহাই সঙ্গত। এখানে দ্বীপ স্নেহময়, দ্বীপ প্রেমাঞ্জন, দ্বীপ নিত্যসুন্দর আমার শিষ্যদের স্মৃতিই রক্ষা করিবে। নিজের যশের আমি কাঙ্গাল নহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**

( ৯৫ )

মঙ্গলকুটীর
হরি-ওঁ
৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাল বেলা সাড়ে এগারটার সময়ে পুপুন্‌কীর তৃষ্ণার্ত্ত মরুভূমির বুকে সর্ব্বপ্রথম কল-কল্লোলে জল বহিতে সুরু হইয়াছে, আমার আটত্রিশ বৎসরের একটী ব্যাকুল স্বপ্ন সার্থক রূপ নিয়াছে। যেই জলের অভাবে এখানে এক এক সময়ে তৃষ্ণায় জীবন-সংশয় হইত, যেই জলের কয়েক







বিন্দু আহরণের জন্য পাথরের বুকে গাইতি চালাইয়া রক্তাক্ত-হস্ত হইয়াছি, সেখানে আজ বিনা ক্লেশে আশ্রমের উচ্চতম ভূমিতে তীব্র বেগে জলধারা ছুটিতেছে। হায় জানি না, এই সুদুর্ল্লভ বস্তুর সুলভতা তাহাদিগকে ইহার সদ্ব্যবহারে শ্রমকুণ্ঠ করিবে কি না, যাহারা অতীতের দিনগুলির দারুণ কষ্টে কোনও অংশ নেয় নাই, কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করে নাই।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা বুকের পাঁজর জ্বালাইয়া একটা আদর্শের গোড়া-পত্তন করে, তাহাদের স্নেহ, প্রশ্রয় ও আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া যাহারা বিনা ক্লেশে লোকসম্মান অর্জ্জন করে বা অল্প ক্লেশে অত্যধিক পরিমাণ প্রভুত্ব পায়, তাহারা নিজ নিজ জীবনের আচরণে সেই উচ্চ আদর্শের সম্মান রাখে না, রাখিতে চেষ্টা করে না। বর্ত্তমান ভারত-বর্ষের দিকে তাকাইয়া দেখ। যে ব্যক্তি পদ ও পদবীর যত উচ্চতায় নিজেকে আসীন করিতে পারিতেছে, সেই ব্যক্তি কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে তত অচেতন, তত অসাড়। ইহারা ক্ষমা আর ক্লীবতার পার্থক্য বুঝিতে অক্ষম, ইহারা সত্য আর চালবাজির পার্থক্য বুঝিতে অনিচ্ছুক, ইহারা আদর্শ আর আচরণের মধ্যে দূরত্ব থাকিতে দেওয়াকে অপরাধ বলিয়া গণনায় আনে না। এই সকল ক্ষমতাবান অনাচারী লোকনায়কদের কুচরিত্রের অনুসরণ করিয়া সমগ্র দেশটা, দেশের ভাবী আশার অরুণ-কিরণ যুবকেরা অনায়াসে নির্ভয়ে বাহ্বাস্ফোটন করিতে করিতে, নিছক বাহাদুরী দেখাইবার জন্য উন্মার্গগামী হইতেছে। ভারতের বুদ্ধিমান শ্রেণীর অধিকাংশ লোকের প্রতিভা এই ভাবে জাতির জন্য ভবিষ্যতের কবর খননে লাগিয়া গিয়াছে। হত্যাকারী গুণ্ডার পৈশাচিক হল্লা এই সকল ভণ্ড নেতার কাপুরুষোচিত আচরণে দিব্য উল্লাসে

পরিণত হইতে চলিয়াছে। Murderers and pick-pockets are daily being cannonized.

তথাপি শ্রম করিয়া যাইতেছি, কেবল মানুষের প্রেমে হৃদয়-মন বাঁধা রহিয়াছে বলিয়া। নতুবা কত আগে কাজে ক্ষান্ত দিয়া হাত-পা ধুইয়া বসিয়া পড়িতাম আমার নিজের একক মুক্তির সাধনায় ধ্যানাসনে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ৯৬ )

মঙ্গলকুটীর

হরিওঁ

২১শে ফাল্গুন, ১৩৭০

**কল্যাণীয়েষু :—**

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ক্ষুদ্র কাজেও বৃহৎ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা যায়। তুচ্ছ কাজেও অসামান্য সহযোগ দেওয়া যায়। যখন ইহা সম্ভব হয়, তখন একের প্রাণের প্রেরণা সহস্র প্রাণকে স্পর্শ করে, একের দৃষ্টান্ত সহস্র জনে অনুসরণ করে। বুদ্ধের মত রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ, চিত্তরঞ্জন দাশের মত মাসিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী ত্যাগ প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু একজন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত প্রত্যহই কোনও না কোনও দরিদ্রকে দান, বিপন্নকে সহায়তা করা, হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়ের মত প্রত্যহই দশজন সাধুর সেবা, বিশজন অতিথির সেবা, দূরপথযাত্রী দুই জন পথিকের পাথেয় দিয়া দেওয়া বা প্রতি বৎসর কয়েকজন করিয়া







বিদ্যার্থীকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সাহায্য করা কাহারো কাহারো পক্ষে সম্ভব। আর রাস্তার ভিখারী সারা দিন ভিক্ষা করিয়া যে ক্ষুদ কণা পাইল, তাহারই সিকি বা অষ্টমাংশ যখন আর একটী আতুরকে পরম দয়ায় দান করে, তখন সেই দৃষ্টান্তটী পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে অনুসরণ করা সহজ এবং সম্ভব।

তোমরা ক্ষুদ্র সেবা, ক্ষুদ্র দান, ক্ষুদ্র ত্যাগ, ক্ষুদ্র সৎকার্য্যকে কদাচ ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিও না। উহার সহিত যদি অন্তরের প্রেমের সুমধুর এক কণা সম্পর্ক থাকে, তবে জানিও, তাহা পৃথিবীর পরমশ্রেষ্ঠ মহৎ কৃতিত্ব সমূহের মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য।

রংপুর জেলার কোনও এক মহকুমা সহরে বক্তৃতা-ভ্রমণ-প্রসঙ্গে আমি এক সরকারী উকিলের অতিথি ছিলাম। তিনি এক আজব গল্প বলিলেন। এক মহাপুরুষ আসিয়াছেন তাঁহার নিকটে পুণ্য কার্য্যে অর্থ সাহায্যের জন্য। লণ্ডন সহরে কি একটী দেবমন্দির স্থাপিত হইবে, দেবমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা হইবে। উকিল বাহাদুর পঞ্চাশটী টাকা বাহির করিয়া দিলেন। সাধু কিছুতেই নিবেন না। বিলাতের রাজ-ধানী লণ্ডনে মন্দির-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে পঞ্চাশ টাকায় কুলাইবে না। উকিল বাহাদুর বলিলেন,—মন্দির প্রতিষ্ঠার সব টাকাটাই আমাকে দিতে হইবে, ইহার তাৎপর্য্য কি? যেটুকু শ্রদ্ধায় দিলাম, সেইটুকুই সাদরে গ্রহণ করুন। কিন্তু সাধু নাছোড়বান্দা, তিনি পাঁচ হাজারের কমে নড়িবেন না। শেষ পর্য্যন্ত একটা অতীব অপ্রীতিকর ও অশোভন ব্যাপার হইল, সাধুমহারাজকে অভিসম্পাত করিতে করিতে শূন্য হস্তেই উকিল-সরকারের গৃহ হইতে ফিরিতে হইল। ভদ্রলোক গল্পটী বলিয়া

মন্তব্য করিলেন,—"স্বামীজী, আপনার সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত। পাঁচ লক্ষ টাকাই হোক আর পাঁচ পয়সাই হউক, প্রয়োজন আপনার যাহাই হউক, আপনি আমাদের কাছে কিছুই চাহিবেন না; এমন অভয় দশ বিশ পঁচিশ শতাব্দীর মধ্যে কোনও সন্ন্যাসী ক্ষীণপ্রাণ গৃহস্থদিগকে দিতে পারে নাই।" আমি উত্তরে বলিলাম,—"আমি যে আপনাদের কাহারো নিকটেই কদাচ যাচ্ঞা করি না বা করিব না, তাহার প্রথম কারণ আমার ঈশ্বরে নির্ভর। তিনি আপনাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা এবং সকলের সম্মিলিত শক্তির অপেক্ষা অধিক শক্তিধর। তিনি ইচ্ছা করিলে দিবেন, না হয়, না দিবেন। আমি তাঁর কাছেও কোনও প্রার্থনা জানাইতে চাহি না। আমার অযাচকত্বের অপর কারণ এই যে, বড় কাজ ছোট হাতেও করা যায় এবং ছোটর উপরে আমার অগাধ শ্রদ্ধা। আশীর্ব্বাদ করিয়া বা অভিসম্পাত দিয়া নহে, ছোট কাজে লাগিয়া থাকিয়াই আমি আস্তে আস্তে বড় কাজ করিয়া ফেলিব। সম্বলহীন সন্ন্যাসী নিঃসম্বল নহে, তার বিশ্বাসের সম্বলটুকু আছে। ছোটকে আমি বিশ্বাস করি।"

তেজস্বী প্রতাপচন্দ্র রায় নিমেষের জন্য স্তব্ধ থাকিয়া আমার মুখের পানে তাকাইলেন। তাঁহার দৃষ্টিটুকুর ভিতরে এতখানি শ্রদ্ধা ছিল, যাহা সুদূর অতীতের বিস্মৃতির অন্ধকারের মধ্যেও যেন যুগল পূর্ণচন্দ্রমার স্নিগ্ধ সুষমা লইয়া আজও জ্যোৎস্নাসুহাসে জাগিয়া আছে।

তোমরাও ছোটকে বিশ্বাস করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**







( ৭১ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২১শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মিথ্যা অভিযোগে তোমাকে সুদীর্ঘকাল কার্য্যান্তরিত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং এখন চাকুরীটী একেবারে খতম করা হইয়াছে জানিয়া দুঃখিত হইলাম। এই সময়ে একটা কাজ গেলে আর একটা জুটান সত্যাই কষ্টকর।

কিন্তু তুমি যখন জানিতেছ যে, সত্য তোমার স্বপক্ষে আছে এবং পদলেহন করিতে পার নাই বলিয়া অফিসের কর্ত্তা নিজের জিদের বশে তোমাকে হেয় করিয়াছেন, তুমি যখন বুঝিতেছ যে আইনের আশ্রয় নিলে তোমার পুনর্বহাল হইবার সম্ভাবনা প্রচুর রহিয়াছে, তখন তুমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে কেন? তোমার প্রতি অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতীকার তোমাকে অবশ্যই করিতে হইবে। অন্যায় হইবে আর মানুষ চোখ-মুখ বুজিয়া তাহা সহ্য করিয়া যাইবে, দোহাই দিয়া ক্ষান্ত হইবে যে ধর্ম্ম বিচার করিবেন, পরমেশ্বর দেখিবেন, এমন ধর্ম্ম এবং এমন পরমেশ্বরের ভরসায় থাকিবার প্রয়োজন নাই। রাজা যুধিষ্ঠির যে সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, যাহাতে পত্নীর মর্য্যাদানাশ পর্য্যন্ত চোখের উপরে দেখিয়া নিঃশব্দ নিঃস্পন্দ থাকিতে হয়, সেই দৃষ্টান্ত এই যুগে অনুসরণীয় নহে। সত্য সত্যই অন্যায় যদি হইয়া থাকে, তবে তাহার বৈধ প্রতীকার তোমাকে করিতে হইবে।

মামলা-মোকদ্দমা করা বড় ফ্যাসাদের ব্যাপার। প্রধান ফ্যাসাদ

এইখানে যে, ব্যবহারাজীবেরা অনেকেই মক্কেলের হিতের দিকে না তাকাইয়া কিসে নিজের পকেটে পয়সা আসিবে, তার দিকে তাকান। ফলে ন্যায়ের রক্ষিকা এমন একটা পবিত্র জীবিকা নিতান্তই হুকারজনক হইয়াছে। তুমি আগে সৎ ব্যবহারাজীব খুঁজিয়া বাহির কর, যিনি প্রকৃত হিতে আগ্রহী হইবেন, অকারণ অর্থদণ্ড করাইবেন না। চেষ্টা করিলে এমন সুজন অবশ্যই পাইবে। কারণ পৃথিবী এখনও একেবারে মনুষ্যশূন্য হয় নাই।

ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য তুমি তোমার গুরুভাইদের সহায়তা প্রত্যাশা করিয়াছিলে। তোমার পত্রে উপলব্ধ হইতেছে যে, তোমার সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনার দিকটা উজ্জ্বল মনে হইতেছে না। এজন্য তুমি দারুণ ভাবে ভাবিত হইও না। তবে, যাহাদের ত্যাগ ও সহযোগিতা তোমার প্রত্যাশার বস্তু, এতগুলি দিন ধরিয়া তুমি তাহাদের নিকটে অতি প্রয়োজনীয় একজন মানুষ হইবার জন্য চেষ্টা যে কেন কর নাই, তাহাই আমি বুঝিতে পারিলাম না। কোনও কোনও ভ্রাতা তোমার অননুরাগী হইতে পারেন কিন্তু যাঁহারা তোমার অনুরাগী, তাঁহারা তোমার এই ঘোর বিপদের সময়ে কেন তোমার পৃষ্ঠ-পোষণ করিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন না, ইহাই ত এক বিচিত্র বিস্ময়ের ব্যাপার। তবে কি, এতদিন তাঁহারা তোমাকে নানা কথায় যে সমর্থন ও সহযোগ, যে সম্প্রীতি ও সহৃদয়তা দেখাইয়া আসিতেছিলেন, তাহা নিতান্তই সাময়িক একটা অভিনয়? আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতেছে। কেন ইঁহারা এতদিন ধরিয়া এমন চমৎকার অভিনয়টা করিয়া গেলেন? কেন ইঁহারা তোমার চূড়ান্ত বিপদের সময়ে প্রতীকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া আগাইয়া আসিলেন না?







অন্য আর একটা দিকও বিবেচনার আছে। সেটা তোমার অনুকূলে নহে। তোমরা যখন কোনও গুরুর শিষ্য হও, তখন কি এই জন্যই হও যে, এই গুরুর শিষ্যেরা তোমার বিপদে আপদে আসিয়া কেবল সাহায্য-সহায়তাই করিবে? শিষ্য হওয়ার উদ্দেশ্য কি হইবে সাংসারিক সুবিধা আদায়ের সুযোগ গ্রহণ? তোমার দিক হইতে এই বিষয়টার একটা মানসিক মীমাংসা হইয়া যাওয়া প্রয়োজন। যদি গুরুভ্রাতাদের সাহায্য-সহায়তা পাওয়াই গুরু-বিশেষের শিষ্য হইবার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তেমন গুরুদেবদেরই শিষ্য লোকের হওয়া উচিত, যাঁহাদের শিষ্যগণ অনেকেই সাংসারিক জগতে বিশেষ ক্ষমতাশালী। পুলিশ-কমিশনারের গুরুভাই হইতে পারিলে খুন করিয়াও হয়ত নিষ্কৃতি পাইবার রাস্তা হইয়া যাইতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর গুরুভাই হইতে পারিলে চোরা-কারবারে পোয়া বারো। মিউনিসিপ্যালিটি বা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের গুরুভাই হইতে পারিলে রাস্তার ঠিকা আটকায় কে? গুরুভাই হইবার বা পাইবার উদ্দেশ্য যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে জগতে কোনও গুরুর অস্তিত্বের কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। তোমার গুরুভাইরা তোমার বিপদের সময়ে আগাইয়া আসিল না বলিয়া মনে কোনও অভিযোগ রাখিও না। তোমার হাজার হাজার গুরুভাই থাকুক বা একটীও গুরুভাই না থাকুক, ইহাতে যেন কিছু না যায় এবং না আসে। তোমাকে নিজের বলেই বিপৎ-সাগর উত্তীর্ণ হইতে হইবে। সেই অসাধারণ মনোবল তুমি সংগ্রহ কর। ভগবানের নামের মধ্যে সেই বলের সহস্র উৎস লুক্কায়িত রহিয়াছে।

প্রকৃত গুরুভাইরা গুরুভাইয়ের জন্য আগাইয়া আসে। শুধু আগাইয়া আসে বলিব কেন, প্রাণ দেয়। প্রকৃত গুরুভাই আর একজন গুরু-

ভাইয়ের জন্য যে-কোনও ত্যাগ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। প্রকৃত গুরুভাই অপর গুরুভাইকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও তৃপ্ত হয় না। গুরুভাই পদবীটা এতই উচ্চস্তরের এবং এতই মহিমমণ্ডিত। কিন্তু এই পদবী-লাভের যোগ্য কাহারা? যাহারা গুরুকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, গুরুদত্ত সাধনে একনিষ্ঠ প্রযত্নে লাগিয়া থাকে, গুরুর জীবনাদর্শকে দিবারাত্র ধ্যানের নয়নে জাগাইয়া রাখে, গুরুর কল্পনাকে সত্যায়িত করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে অবহেলে জীবন-বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত থাকে। গুরু-ভাইদের বিপদে মাত্র তাহাদেরই প্রাণ কাঁদে। তোমার ওখানে তোমার যে সকল গুরুভাই আছে, তাহাদের কাহার জীবনে সাধন অথবা ত্যাগ কতটুকু শিকড় গাড়িতে পারিয়াছে, আগে তাহার হিসাব লও, তারপরে ত দাবী করিবে যে তোমার বিপদে তোমার গুরুভাইরা সকলে মিলিয়া আগাইয়া আসিবে সঙ্কটমোচনের জন্য!

তোমাদের মধ্যে যাহাতে প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়, তাহার জন্য আমি তোমাদিগকে জগন্মঙ্গল মন্ত্র দিয়াছি, সর্ব্বজীবে সমদর্শিতার আদর্শ দিয়াছি, সমবেত উপাসনার ন্যায় অমোঘ মহাবস্তু প্রদান করিয়াছি। তাহার তোমরা কি সদ্ব্যবহার করিতেছ? উপাসনায় বসিবার নাম করিয়া তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার নিয়া কলহ-কচায়ন করিয়া কোথাও কোথাও সম্ভাবনাপূর্ণ মণ্ডলীগুলির ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া দিতেছ। আগে ভ্রাতৃত্ব-সৃষ্টির জন্য প্রাণপণ কর, তারপরে ভ্রাতাদের নিকটে বিপদ-আপদে সাহায্য-সহায়তা প্রত্যাশা করিও।

বর্ত্তমানে যে বিপদে পড়িয়াছ, দ্রুত তাহা হইতে মুক্ত হও, এই আশীর্ব্বাদ করি। চতুর্দ্দিকে যত জনের প্রতি তোমার চিত্তের অপ্রেম







আছে, মনোভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া তাহাদের প্রতিজনের প্রতি প্রেমের অনুশীলন সুরু কর। চতুর্দ্দিক হইতে সাহায্য আসিতে বিলম্ব হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯৮০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

২৩শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। প্রত্যেকটী পংক্তিতে, প্রত্যেকটী অক্ষরে যেন মধুক্ষরণ হইতেছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া তোমার অন্তরে আমার জন্য যে সুগভীর প্রেম সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলে, যাহা আমি নিজ অনুভবের দ্বারা স্পষ্ট জানিতে পারিয়াও নিঃশব্দে উদাসীনতার দূরে দূরে রাখিয়াছি, আজ একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত্তে তোমার লেখনীর মুখে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। আমি তোমার প্রত্যেকটী বাক্যকে প্রেম সহকারে, শ্রদ্ধা সহকারে, আনন্দ সহকারে গ্রহণ করিলাম।

তোমার সর্ব্বকর্ম্মের, সর্ব্বসেবার, সর্ব্বব্রতের লক্ষ্য তুমি আমাকেই রাখিতে চাহ এবং ইহা তোমার সুন্দর সঙ্কল্প। চমৎকার! আমাকে রক্ত-মাংসের একটা মানুষ ভাবিলে এই নিষ্ঠা তোমার আসিত না। এই জাতীয় মনোভঙ্গী তোমার মধ্যে সৃষ্টি করিবার জন্য একটী প্রাণীও কদাচ কোনও প্রকার চেষ্টা করে নাই, অথচ ইহাই তোমার দ্বিতীয়

স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে মুগ্ধ হইবার, আনন্দ করিবার কারণ থাকুক আর না থাকুক, ইহা তোমাকে একটা হিসাবে যে লাভবান করিতে পারে, তাহা ভাবিয়া আমি পুলকিত, উল্লসিত। তুমি যদি তোমার সকল ভোগ, সকল ত্যাগ একমাত্র আমার জন্যই কর, তুমি যদি সকলকে প্রদত্ত সেবাকে আমাকে প্রদত্ত সেবা বলিয়াই অনুভব কর, তাহা হইলে সেই দিনটী দূরে নহে, যেই দিন তুমি আমার সহিত নিজের সম্পূর্ণ অভিন্নত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে। বৌদ্ধ সাধকদের অনেকে বুদ্ধকে ভজনা করেন কেবল নিজেরা বুদ্ধ হইবার জন্য। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য হইতেছে বুদ্ধত্বং আয়ত্তং করোমি, আমি বুদ্ধ হইতেছি। তবে, একদা এক বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ হইয়াছিলেন, আমি আর একজন বুদ্ধ হইতেছি, এই ভাব অপেক্ষা, একদা যিনি বুদ্ধ হইয়াছিলেন, আমি সেই বুদ্ধই হইয়া যাইতেছি, এই উপলব্ধিতে গভীরতা অধিক। তোমার প্রেম ও আগ্রহ তোমাকে আমার সহিত অভিন্ন করিয়া দিবে। অভিন্নত্বের কি সুখ তাহা বাক্য-জীবী বা গীতিরসিকদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই, তাহা যোগীর বোধগম্য। তুমি সেই নূতন পথে পাদচারণা করিতেছ, তাহাতে তুমি পথকে, রথকে, পদকে, গতিকে, বিশ্রামকে, অগ্রগমনকে, নিজেকে এবং আমাকে অভিন্ন জানিয়া কৃতার্থ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ







( ১৯ )

হরি ওঁ

মঙ্গলকুটীর
২৫শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি দীর্ঘ-মেয়াদি পরিকল্পনা নিয়া কাজ করিতেছি। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহার কল্পনা করিয়াছি, এখন তাহা রূপ নিতেছে। এখন যাহা কল্পনা করিতেছি, শতাব্দী পরে তাহা রূপ নিবে। আমি আমার ভাবী কর্ম্মের কেবল রেখাটুকু তৈরী করিতেছি। এইজন্যই আমার কর্ম্মে অসাধারণ প্রাণ-চাঞ্চল্য থাকিলেও উদ্বেগ নাই। আমি ঈশ্বর-বিশ্বাসী। বিশ্বাস মানুষকে ধৈর্য্যও দেয়, শৌর্য্যও দেয়। তোমরা প্রতি-জনে বিশ্বাসী হও। আমি অতি দ্রুত কাজ করিতেছি কিন্তু হঠাৎ কিছু করিতেছি না। সুদীর্ঘ কালের ভাবনা এক একটা তুচ্ছ তুচ্ছ তুলির পোঁচ রূপে প্রকাশিত হইতেছে। একদা তোমরা হঠাৎ দেখিয়া ফেলিবে যে, আমি পটের উপরে কি বিচিত্র চিত্র আঁকিয়া যাইতেছি। ধৈর্য্য আর বিশ্বাস মনের দুর্ব্বলতা দূর করে। ধৈর্য্য আর পুরুষকার পথের সহস্র বাধা দূর করে। পুরুষকার আর প্রেম কর্ম্মযোগকে মধুস্রক্ষিত করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

( ১০০ )

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর
২৫শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একটা সংসারের সহিত সম্পর্কান্বিত পাঁচটী মেয়ে থাকে,—কেহ থাকে ছাত্রী-নিবাসে, কেহ চাকুরীস্থলে, কেহ পিত্রালয়ে, কেহ শ্বশুরবাড়ী। কিন্তু প্রত্যেক স্থানেই কি তাহাদের পাহারা দিবার জন্য বয়স্ক পুরুষ অভিভাবক পাওয়া সম্ভব? এমতাবস্থায় কাহাকেও কাহাকেও নাবালক পুত্রকন্যা বা অবিবাহিতা ভগিনী নিয়াই পুরুষবিহীন ভাবে বাস করিতে হইবে। ইহা নিয়া মন্দ লোকে মন্দ কথা রচনা করিবে বলিয়া ভয় করিয়া কোনও লাভ নাই। তবে, তোমাদের এমন ভাবে থাকিতে, চলিতে, বলিতে ও লোকের সহিত মিশিতে হইবে, যাহার ভিতরে কদর্থ করিবার সুযোগ কেহ না পায়। নিজের কাছে নিজে নিষ্পাপ থাকিলে পৃথিবীর লোকের আন্দাজী কুকথায় কি যায় আসে? কিন্তু কেহ কোনও কুকথা রচনার উপলক্ষ্য না পায়, এইটুকু তোমাদের দেখিতে হইবে। নৈশ অন্ধকারে বা নির্জ্জনে যদি একটী মেয়ে কোনও পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করে, তবে তাহার উদ্দেশ্য সৎ হইলেও লোকে কুব্যাখ্যা করিয়া মনে করিতে পারে যে, সে অসঙ্গতকাজই করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহা বলিলাম।

লোকের কথায় ভয় পাইও না কিন্তু নিজেরা ত্রুটীপূর্ণ ভাবে কোনও কাজও করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ





( ১০১ )

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
২৫শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সম্পদে বিপদে সর্ব্বাবস্থায় শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া চল। সংসারের প্রতিপ্রাণীকে তাঁহারই সেবা করিতেছ মনে করিয়া সেবা দাও। তোমার সমস্ত ত্যাগ ও ভালবাসা ভগবানকে অবলম্বন করিয়া অনুশীলিত হউক। ভগবান তোমার নিঃশ্বাস-বায়ু হউন, তোমার হৃৎ-পিণ্ডের স্পন্দন হউন। তাঁহাকে ছাড়া নিজেকে আলাদা করিয়া ভাবিতে, জানিতে, বুঝিতে একেবারে অক্ষম হও। দীনদয়াল প্রভু তোমার অন্তর প্রেমে, ভক্তিতে, ভালবাসায় পূর্ণ করিয়া দিন। তোমার জীবন বিশ্বজনের সুখের হেতু হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

( ১০২ )

হরি-ওঁ

মঙ্গলকুটীর
২৭শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জীবনে কয়টা সাধ কয়টা আকাঙ্ক্ষা মানুষের পূর্ণ হয়? তবু মানুষ জীবনটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখে। কারণ, সহস্র অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, সহস্র আশাভঙ্গ, সহস্র অপমান-অসম্মানের পরেও হঠাৎ একদিন এই

জীবন দিয়া এক পরমলভ্য লাভ হইয়া যাইবে। সেই পরমলভ্যের দিকে দৃষ্টি দাও, তার জন্য ব্যাকুল হও।

আমি যে তোমাদিগকে বুকের কাছে অতি আদর করিয়া টানিয়া আনিয়াছি, তাহার একটী মাত্রই উদ্দেশ্য জানিবে। তোমাদের জীবনে সুদুর্ল্লভ পরমলভ্যকে সুনিশ্চিত লব্ধ করা। তোমাতে আমাতে সম্বন্ধের ইহা ছাড়া আর কোনও তাৎপর্য্য নাই। আমি যে পথ দেখাইয়া দিয়াছি, অবিচলিত বিশ্বাস লইয়া সেই পথে অবিরাম চলিতে থাক বাবা। বিশ্রামে, পরিশ্রমে, নিদ্রায়, জাগরণে, ক্লান্তিতে, আরামে, সুখে এবং দুঃখে প্রতিটি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে অন্তরতম পরমপুরুষের প্রেম-সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া ধন্য হও, কৃতার্থ হও।

সমগ্র জগৎকে মহাশক্তির পথে টানিয়া আনিতে বদ্ধপরিকর হও। এতখানি প্রেম তোমার দরাজ হৃদয়খানাতে সঞ্চারিত হউক, যেন দুনিয়ার সকল জঞ্জালগুলিকেও আবর্জ্জনামুক্ত ধূলিমালিন্যরিক্ত সৌন্দর্য্যসিক্ত করিয়া অবাধে বক্ষে তুলিতে পার। দুবাহু বাড়াইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সকল পতিতকে উত্থান-লাভের সাধনায় ব্রতী করিবার জন্য বুকের মাঝে টানিয়া আন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ১০৩ )

হরিওঁ

মঙ্গল-কুটীর

২৭ ফাল্গুন, ১৩৭০

**কল্যাণীয়েষু :—**

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।







হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া কাজ ধর, তার পরেই আবার ঝিমাইতে আরম্ভ কর। ইহা যদি চলিতেই থাকে, তাহা হইলে এতদিনের ত্যাগে ও শ্রমে যেটুকু সংগঠন হইয়াছিল, তাহার সবই আস্তে আস্তে শূন্যে মিলাইবে। মানুষকে ভাল কথাও শত বার সহস্র বার লক্ষ বার শুনাইবার প্রয়োজন আছে। বারংবার শুনিতে শুনিতে ভাবগুলি মজ্জাগত হইয়া গেলে অতি সাধারণ স্তরের তামসিক মানুষ অসাধারণ উচ্চকোটির সাত্ত্বিক দেবতায় পরিণত হয়। সৎকথা শোনা এবং সৎকথা শোনান, দুইটাই অতীব মহৎ কাজ। তোমার সতীর্থগণকে ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া মানব-মাত্রেরই মনের মালিন্য-মার্জ্জন করিবার কাজে লাগাইয়া দাও। চোর, জুয়াচোর, পকেটমার, ধাপ্পাবাজ, দোম্বাজ আর ধোকাবাজে দেশ যে ভরিয়া যাই-তেছে, দেশের নেতৃস্থানীয় অতি প্রধান ব্যক্তিরাও নিজেদের ধাপ্পাবাজীর সমর্থনে সাধারণ লোকের অপচরিত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না, এই অবস্থা কি চিরকালই আমরা চলিতে দিব? "কেন সরকারী কর্ম্মচারীরা ঘুষ খায়", এই প্রশ্নের জবাবে মহাধিকর্ত্তারা সাফাই গাহিতেছেন, "যেহেতু জনসাধারণের নৈতিক বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত, তাহারা নিজেরা গরজ করিয়া আনিয়া ঘুষ দেয়।" একটা সুমহান্ জাতির জীবনে ইহাই কি অনন্ত কাল চলিবে?

তোমাদের যাহার যাহা সাধ্যে আছে, তাহা কর। বসিয়া থাকিও না। দেশের প্রতিটি প্রাণীর প্রতি প্রেম লইয়া অবিলম্বে কাজে নামো! ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

( ১০৪ )

মঙ্গল-কুটীর

হরিওঁ

২৭শে ফাল্গুন, ১৩৭০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বহু ব্যক্তিকে একটী উদ্দেশ্যে একই কর্ম্মে যাহারা আনিয়া নিয়োজিত করিতে পারে, লোকে তাহাদের নেতা আখ্যা দেয়। প্রকৃত প্রস্তাবে নেতৃত্বের ইহাই এক সুমহৎ মহিমা। কিন্তু নেতা যদি কেবল আদেশই দেন, নিজে কোনও কাজ না করেন, তাহা হইলে তাহার নেতৃত্ব দীর্ঘকাল থাকে না। রণবাহিনীর সেনাপতির কাজ কেবল যুদ্ধ করিবার হুকুম দেওয়াই নহে, নিজেরও মৃত্যুসঙ্কুল রণক্ষেত্রে নির্ভয়ে বিচরণ করা।

তোমাদের প্রতিজনের ভিতরে সেই নেতৃত্বের বিকাশ ঘটুক। আর, তোমরা প্রতিজন প্রতিজনকে সহ্য করিয়া, সম্মান করিয়া, সহযোগ দিয়া, সহায়তা করিয়া, সাহচর্য্য, সম্প্রীতি ও প্রগাঢ় একাত্মতার ভিতর দিয়া নক্ষত্রবেগে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

( ষোড়শ খণ্ড সমাপ্ত )



# অখণ্ড-সঙ্গীত

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড,
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্,
ব্যথিত পতিত দুঃখী-দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক ॥

ছোটবড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক ॥

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা ;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক ॥

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ ॥

—স্বরূপানন্দ—


COLLECTED BY MUKHERJEE, TK, DHANBAD

# অখণ্ড-সঙ্গীত

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড,
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্,
ব্যথিত পতিত দুঃখী-দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক ॥

ছোটবড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক ॥

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা ;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক ॥

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ ॥

—স্বরূপানন্দ—

# অখণ্ড-সঙ্গীত

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড,
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্,
ব্যথিত পতিত দুঃখী-দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক ॥

ছোটবড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক ॥

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা :
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক ॥

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ ॥

—স্বরূপানন্দ—

